হাকীকাতুস সালাত

ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহার কিরাআত

আল্লামা আবূ মুহাম্মাদ 'আলীমুদ্দীন (রহ)

https://www.facebook.com/178945132263517

https://www.facebook.com/178945132263517

হাকীকাতুস সালাত

ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহার কিরাআত

আল্লামা আবূ মুহাম্মাদ 'আলীমুদ্দীন (রহঃ)

https://www.facebook.com/178945132263517

প্রকাশক ঃ
আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ
২০৬/এ, পশ্চিম ধানমণ্ডি
রোড - ১৯ (পুরাতন)
ঢাকা-১২০৯

গ্রন্থস্বত্ব ঃ প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

দ্বিতীয় প্রকাশ ঃ যিলহাজ্জ ১৪২৫ হিজরী
জানুয়ারী ২০০৫ ঈসায়ী

প্রাপ্তিস্থান ঃ

১। **তাওহীদ পাবলিকেশন্স**
৯০ হাজী আবদুল্লাহ সরকার লেন (বংশাল), ঢাকা-১১০০ ফোন ঃ ৭১১২৭৬২

২। **বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস**
১৭৬ নবাবপুর রোড, ঢাকা, ফোন ঃ ৯৫৬৬৭০৫

৩। **আহলে হাদীস লাইব্রেরী ঢাকা**
২১৪ বংশাল রোড, ঢাকা-১১০০, ফোন ঃ ৭১৬৫১৬৬

৪। **আল-মদীনা ক্লথ স্টোর**
বড় বাজার, মেহেরপুর, ফোন ঃ ০৭৯১-৬২৮৯১, ০১৭২-৮৮৯৯৮০

মূল্য ঃ ৪৫/= (পঁয়তাল্লিশ) টাকা

কম্পিউটার কম্পোজ, গ্রাফিক্স ও মুদ্রণে ঃ
তাওহীদ প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স
২২১ বংশাল রোড, ঢাকা-১১০০, ফোন ঃ ৭১১২৭৬২, মোবাঃ ০১৭১-৬৪৬৩৯৬

Haqikatus Salat. by Allama Abu Muhammad Alimuddin (Rh.) & Published by Abu Abdullah Muhammad, Ph:88-02-8125888 (R)

https://www.facebook.com/178945132263517

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

কিছু কথা

আল্লাহ আয্‌যা ওয়া জাল্লা'র জন্য যাবতীয় মহিমা ও প্রশংসা। আমরা একমাত্র তাঁরই ইবাদাত করি এবং তাঁরই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি। মুসলিম জাতির দিক নির্দেশক 'সিরাতে মুস্তাকিম'-এর একমাত্র পথ প্রদর্শক বিশ্ব নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর প্রতি দরুদ ও সালাম।

২০০১ সালের ১৩ই জুন আমার আব্বা আল্লামা আবূ মুহাম্মাদ আলীমুদ্দীন (রহঃ) ইন্তেকাল করেন। আজ তিনটি বছর অতিক্রান্ত হতে চললো। তাঁর ইন্তেকালের পর ৩০ (ত্রিশ)টি প্রকাশিত গ্রন্থ আমরা পেয়েছি। অধিকাংশ গ্রন্থই পুনঃমুদ্রণের জন্য অতীব প্রয়োজনীয়তার কথা গভীরভাবে অনুভব করেছি। পরিবারের বড় সন্তান হিসাবে সেই দায়িত্ব সম্পর্কে বিবেকের কাছে বারবার প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছি। তাই একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার কাছে দয়া-করুণা ভিক্ষা চেয়ে গ্রন্থগুলি পুনঃপ্রকাশের নিমিত্ত দীনী ভাইদের সক্রিয় সহযোগিতায় সামনের পথ অতিক্রমের চেষ্টা করছি।

নিশ্চয় আল্লাহ'র সাহায্য সন্নিকটে– দৃঢ়তার সাথে এই আত্মবিশ্বাস শৈশবকাল হতেই পোষণ করছি। আর এই আত্মবিশ্বাস নিয়েই যেন জীবনের শেষদিন অতিক্রম করতে পারি।

১৯৯১ সালে 'হাকীকাতুস সালাত' ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহার কিরাআত গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছিল। নামায দীন ইসলামের মূল স্তম্ভ। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার পক্ষ হতে জিবরীল (আঃ) নিজে নামায পড়ে নামাযের সঠিক পদ্ধতি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে শিখিয়ে দেন। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মাতের উদ্দেশে বলেন ঃ "তোমরা ঠিক সেভাবে নামায পড় যেভাবে আমাকে নামায পড়তে দেখো।" তাই সুন্নাহ মুতাবিক নামায না পড়ার কারণে নামায যদি বাতিল হয়ে যায় তাহলে কাল-কিয়ামাতের ময়দানে সব আমলই রদ হয়ে যাবে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদের সেই ভয়াবহ পরিণতি হতে রক্ষা করুন।

https://www.facebook.com/1789451322263517

হাকীকাতুস সালাত

নামাযে সূরা ফাতিহা পড়া সম্পর্কে সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে সম্মিলিতভাবে হাদীস এসেছে। এ ছাড়াও সহীহ সনদে ও অন্যান্য হাদীস গ্রন্থেও এ সম্পর্কিত একাধিক হাদীস এসেছে। এ প্রসঙ্গে হানাফী মাযহাবের প্রসিদ্ধ ইমাম আবূ জাফর তাহাবী (রহঃ), আল্লামা আবদুল হাই লাক্ষ্ণৌভী (রহঃ) ও শাহ আবদুল আযীয দেহলভী (রহঃ) উম্মাতে মুসলিমার মুহাক্কিক আলেমগণ সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। সুতরাং এ বিষয়ে কোনরূপ দ্বিধাদ্বন্দ্বের কোন অবকাশই নেই। প্রত্যেক নামাযে সূরা ফাতিহা পাঠ অপরিহার্য।

মুসলিম জগতের মহাবরেণ্য ইমাম- ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর 'জুযউল কিরাআত' ও আমার আব্বা মরহুমের 'আম্মাপারার তাফসীরে' সূরা ফাতিহার তাফসীর এবং 'রাসূলুল্লাহ (সঃ) সালাত' গ্রন্থেও এ প্রসঙ্গে আলোচনা হয়েছে। তদুপরি নামাযের গুরুত্ব ও মর্যাদা অনুধাবণ করেই এ বিষয়ে একটি পৃথক গ্রন্থ প্রকাশ ও প্রচারের জন্য আব্বা মরহুম সচেষ্ট হ'ন। ১৯৯১-২০০৫ দীর্ঘদিন পর গ্রন্থটি পুনরায় দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হচ্ছে। উল্লেখ্য গ্রন্থটি ব্যাপক তথ্য সমৃদ্ধ যা পাঠককে সঠিক গন্তব্যে পৌঁছাতে অনুপ্রাণিত করবে। তাই সমাজ সচেতন হৃদয়ের মানুষ এই গ্রন্থটি পাঠে নিঃসন্দেহে উপকৃত হবেন ইনশাআল্লাহ।

আল্লামা আবূ মুহাম্মাদ আলীমুদ্দীন (রহঃ)-এর দীনি ইল্‌মী খিদমত জাতি ও সমাজের কাছে প্রকাশ ও প্রচারের ধারাবাহিকতা যেন অব্যাহত থাকে। পাঠকের কাছে ঐকান্তিকভাবে এই সহানুভূতি ও দু'আ কামনা করছি।

আল্লাহ আমাদের সকল কাজে তাঁর অকৃত্রিম সাহায্য ও কল্যাণ প্রদান করুন। আমীন!!

জানুয়ারী-২০০৫ ঈসায়ী

আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ

https://www.facebook.com/178945132263517

সূচীপত্র

ভূমিকা ৬

ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহার কিরাআত ৭

সালাতে প্রত্যেক মুসাল্লীকে (ইমাম ও মুক্তাদী) সূরা ফাতিহা পাঠ করা সম্পর্কে হাদীস ১২

মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক রাবী সম্পর্কে কিছু তথ্য ২৬

হানাফী আলেমগণের দৃষ্টিতে মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক ২৮

উমার (রা) হতে এ সম্পর্কিত বর্ণনাগুলির পরিচিতি ৪১

উপ-মহাদেশের খ্যাতনামা মনীষীদের আমল ও অভিমত ৪৭

বিভিন্ন হাদীসের মধ্যে সামঞ্জস্য ৫২

হানাফী মাযহাব প্রমাণে যে নীতি অবলম্বন করা হয়েছে তার বর্ণনা ৫৪

ফিকহের মশহুর কিতাব হিদায়ার লেখক ও তাঁর নীতি ৫৮

সূরা ফাতিহার তাফসীরে প্রসিদ্ধ ইমাম কুরতুবী (রহ)-এর মন্তব্য ৬০

ভারত রত্ন শাহ আবদুল আযীয দেহলভী (রহ)-এর মন্তব্য ৬১

আল্লামা আবদুল হাই লাক্ষ্ণৌভী (রহঃ)-এর মন্তব্য ৬৩

আল্লামা আবূ মুহাম্মাদ 'আলীমুদ্দীন (রহ)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী ৬৫

https://www.facebook.com/178945132263517

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ভূমিকা

আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল 'আলামীন, ওয়াস্‌সলাতু 'আলা মুহাম্মাদিন 'আব্‌দিহী ওয়া রাসূলিহী খাতামিন নাবিয়্যীন, ওয়া 'আলা আলিহী ওয়া সাহবিহী ওয়া আত্‌বায়েহিমিল মুখলেসীন; আম্মা বা'দু।

মানুষ সৃষ্ট জীব হিসাবে সে তার স্রষ্টার নিয়ন্ত্রণাধীন। তার জীবনের শান্তি ও নিরাপত্তা সবকিছুর মালিক তার স্রষ্টা আল্লাহ্ তা'আলা। মানুষের সেই মহান স্রষ্টা রাহ্‌মানুর রাহীম কর্তৃক প্রদত্ত পথ ছিল 'সিরাতে মুস্তাকীম' অর্থাৎ সঠিক পথে প্রতিষ্ঠিত থেকে জীবনে সফলকাম হবার একমাত্র উপায়; কিন্তু মানুষ স্রষ্টা কর্তৃক নির্দেশিত পথ হতে সরে আসায় গোটা মনুষ্য সমাজ যে অস্থিরতা ও অশান্তির মধ্যে কালাতিপাত করছে তার ইয়ত্তা নেই। প্রযুক্তি বিদ্যায় নিত্য-নতুন বস্তুরাজি পর্যাপ্ত পরিমাণ আবিষ্কার হওয়া সত্ত্বেও সে আজ অশান্ত অস্থির; কোনো দেশ, রাজ্য, এলাকা, ঐ অশান্তি হতে মুক্ত নেই। আরামদায়ক উন্নত মানের যান বাহন, বিভিন্ন ধরনের উপকরণ লাভ করা সত্ত্বেও সে শান্তিহারা, নিরাপত্তা হারা। সূরা ফাতিহা যা একটি জ্বলন্ত মুজেযা, চলন্ত পথ প্রদর্শক, সমস্ত ঐশী বাণীর নির্যাস। তা পথহারা মানুষের দিশারী, শান্তি ও নিরাপত্তার সন্ধান দানকারী। দিবস রজনীতে ত্রিশ বার তাকে পড়ার শিক্ষা দেয়া হয়েছে। আমাদের এই প্রকাশিত বইখানির নামকরণ করা হয়েছে 'হাকীকাতুস্ সালাত, ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহার কিরাআত।

বইখানি পাণ্ডুলিপি অবস্থায় ফাইলেই আবদ্ধ ছিল; আমার অতীব আপনজন মাদ্রাসা দারুল হাদীস সালাফিইয়া, পাঁচরুখী, নারায়ণগঞ্জের সুযোগ্য সেক্রেটারী ডাঃ মিযানুর রহমান সাহেব ও তাঁর সন্তানগণ যারা বিচক্ষণতায়, ভদ্রতায়, পারিবারিক ঐতিহ্যে প্রতিপালিত সকলে মিলে প্রকাশনার প্রতি আগ্রহী হওয়ায় তা মুদ্রিত হয়ে জনসমক্ষে পেশ হলো। রাব্বুল 'আলামীন তাদের সোজা সরল পথে পরিচালিত করতঃ ডাক্তার সাহেব ও সন্তান-সন্ততিকে সরল-সহজ পথের পথিক হিসাবে শেষ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত রাখুন।-আমীন!

ইমামের পিছনে মুক্তাদীর সূরা ফাতিহা পাঠ সম্পর্কে হাদীসের ইমাম মুহাদ্দিসগণের উস্তায ইমাম বুখারী (রহ) এবং বিখ্যাত মুহাদ্দিস ইমাম বায়হাকী (রহ) উভয়েই পৃথক পৃথক কিতাব লিখেছেন। ভারতীয় হানাফী মাযহাবের বিশিষ্ট হাদীস ও রিজাল সম্পর্কে অভিজ্ঞ আলেম ফকীহ আল্লামা আব্দুল হাই লক্ষ্ণৌভী (রহ)ও এ বিষয়ে আরাবী ভাষায় অতি তথ্যপূর্ণ কিতাব লিখে প্রমাণ করেছেন যে, ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পড়ার নির্দেশমূলক হাদীসগুলি সহীহ সনদে অতি স্পষ্টভাবে প্রমাণিত। আর উহার বিপরীতে স্পষ্টাক্ষরে কোনো হাদীস প্রমাণিত নেই।

ইতি

জানুয়ারী-১৯৯১ ঈসায়ী — আবূ মুহাম্মাদ 'আলীমুদ্দীন নদীয়াভী

https://www.facebook.com/178945132263517

হাকীকাতুস সালাত

ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহার কিরাআত

সালাত ঈমানেরই একটি অংশ*। ইসলাম কোনো কবিলা বা গোত্রের ধর্ম নয়। বর্ণ ও গোত্রবাদের মুকাবিলায় ইন্‌সানী ভ্রাতৃত্ব আর সাম্যের সুদৃঢ় প্রতীক– সালাতের সারিতে মুসাল্লীগণ সব যেন একই খান্‌দানের লোক, আশরাফ আতরাফ (উত্তম-অধম) ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে সংহতির এক নীরব আহবায়ক। প্রত্যেক মুসাল্লী পবিত্র কাবার দিকে মুখ করে কিঞ্চিত মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে এ সত্য অনুভব করতে পারে যে, দুনিয়ার সকল মুসলিমগণ যে যেখানেই থাকুক না কেন, সালাতে ঐ ঘরের দিকে মুখ ফিরায়। বিশ্বের সকল শ্রেণীর মানুষ জামা'আতবদ্ধ হয়ে একটি মাত্র দেহের ন্যায় এবং রাব্বুল 'আলামীন আল্লাহ্ তা'আলা হচ্ছেন তাদের সকলের ধ্যান ধারণার মূল কেন্দ্র। মুসাল্লীগণের আল্লাহু আকবার 'আল্লাহ মহান শ্রেষ্ঠ' এ বাক্য দ্বারা নিজেদের মধ্যে এ কথা স্মরণ করা হয় যে, আল্লাহ্ ছাড়া আর দ্বিতীয় কোনো আরাধ্য ও উপাস্য নেই। অতএব পৃথিবীর সকল মুসলিম কেবলমাত্র ঐ রাব্বুল আ'লামীনেরই একমাত্র বান্দা বা দাস এবং একমাত্র তাঁর দ্বারেই দ্বারস্থ। তিনি সকলের সহায়ক, অভাব পূরণকারী। তারপর আল্লাহ্‌র বাণী সূরা 'ফাতিহা' (আলহাম্‌দু) যখন তিলাওয়াত করে তখন সে যেন মনে-প্রাণে অনুভব করে যে, কুরআন আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীনেরই কালাম মানুষকে দেয়া হয়েছে যাতে সে জীবনে সহজ সরল ও ন্যায়পরায়ণ হতে পারে। তারই প্রার্থনা সকলে মিলে করছে। ঐ সালাত মাসজিদে হোক কিংবা মাঠে-ময়দানে বা কর্মব্যস্ত কোনো রাস্তার ফুটপাতে হোক, সে

* তাবাকাতুল হানাবেলা- গ্রন্থে এরূপ উদ্ধৃত হয়েছে ঃ "তুমি সাবধান! তুমি জেনে রেখো ইসলামে তোমার অংশ এবং ইসলামের মর্যাদা তোমার কাছে ঐ পরিমাণ আছে, যে পরিমাণ তোমার কাছে নামাযের অংশ ও গুরুত্ব আছে। (১ম খণ্ড, ৩৫৪ পৃষ্ঠা)

https://www.facebook.com/178945132263517

এমন একজন মানুষ, যার নিজেকে নিয়ে চলার কোনো সমস্যা নেই, অভিযোগ নেই। সকলেই সত্য সুন্দর সহজ সরল পথে চলার জন্য মহান সৃষ্টিকর্তার কাছে প্রার্থনা করছে, এতে সকলেই যেন একই পথের পথিক হতে কামনা করে; আর ঐ পথ সত্য সহজ সরল 'সিরাতে মুস্তাকীম'। অতএব সালাতের মধ্যে সকলের উদ্দেশ্য এমন মহান যা গোটা পৃথিবীর জন্য শান্তি ও নিরাপত্তার শাশ্বত বার্তাবাহী। এরপর সে 'আল্লাহু আকবার' বলে রুকূ করছে এবং ঐ অবস্থায় তার আরাধ্য উপাস্য, আল্লাহ্ তা'আলার মহিমা ও শক্তির প্রশংসা জ্ঞাপন করছে, তারপর সিজদায় লুটিয়ে পড়ে যমীনে কপাল ঠেকিয়ে মনে মনে উপলব্ধি করছে যে, মানুষ তাঁরই বান্দা, স্রষ্টার সম্মুখে সে ধূলিকণা (নগণ্য) মাত্র এবং মানুষ নিজে কিছুই নয়, কোনো শক্তির মালিকও নয়। একমাত্র তার স্রষ্টা রাব্বুল 'আলামীন, তার লালন- পালনকর্তা ভালো-মন্দের একমাত্র মালিক। এরপর যমীন হতে মাথা তুলে স্থির হয়ে বসা অবস্থায় পুনঃ প্রার্থনা করছে যে, তিনি যেন তার পাপ ক্ষমা করে দেন, তার প্রতি রহমত বর্ষণ করেন এবং তাকে সঠিক সরল পথে পরিচালিত করেন তাদের স্বাস্থ্য ও রিযিক দেন। তারপর আবার সিজদায় লুটিয়ে পড়ে আল্লাহ্র মহিমার সম্মুখে ধূলিতে অবনত মস্তকে আবার কপালকে যমীনে ঠেকিয়ে দেন। আর বলেন ঃ আমি আমার মহান আল্লাহ্র পবিত্রতা বর্ণনা করছি।

অতএব সালাতের কাতারে সকলে একত্রিত হয়ে রুকূ সিজদায় আল্লাহ্র দীন কায়েম করার এক অপূর্ব নিশান প্রদর্শন করা হয়। এতে খতম হয় মানুষের উপর অপর মানুষের প্রভুত্ব। ঐ সালাতে ঘুচে যায় প্রভু ও ভৃত্যের ব্যবধান, সাদা-কালো, আমীর-গরীব, আরব অনারবের ভেদাভেদ ও ব্যবধান দূর হয়ে যায়। প্রমাণিত হয় জীর্ণ ও মর্মর প্রাসাদের অধিবাসীর একই মানদণ্ড। সালাতের এই অবস্থার ভিতর দিয়েই ইসলাম ও মুসলিম জাতির গৌরব; তাদের সফলকাম হওয়ার অকাট্য প্রমাণ ও সনদ। মহান রাব্বুল 'আলামীন বলেছেন, অবশ্য মু'মিনগণ সফলকাম যারা তাদের সালাতে বিনয়ী ও বিনম্রভাব প্রদর্শন করে। কুদ্সী হাদীসে বর্ণিত– আল্লাহ্

https://www.facebook.com/178945132263517

বলেন ঃ "আমি সালাতকে আমার বান্দার ও আমার মধ্যে ভাগাভাগি করেছি।" অর্ধেক আমার, অর্ধেক আমার বান্দার, অর্থাৎ আলহামদুলিল্লাহ্ হতে ইয়্যাকা না'বুদু পর্যন্ত আমার জন্য নির্ধারিত এবং ইয়্যাকা নাস্তাঈন হতে শেষ পর্যন্ত আমার বান্দার জন্য। অতএব সূরা ফাতিহা-ই হলো সালাত। তাই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর উম্মাতের প্রতি ঘোষণা দিলেন যে, সূরা ফাতিহা ব্যতীত সালাত নেই– ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম (রহঃ) দ্বয় সাহাবী উবাদাহ্ ইবনে সামেত (রাঃ) হতে সম্মিলিতভাবে হাদীস বর্ণনা করেন। এছাড়া ঐ মর্মে আরো সাহাবাগণ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, সালাত আল্লাহ্ ও বান্দার মধ্যে অর্ধেক ভাগাভাগির হাদীসে সূরা ফাতিহাকে উল্লেখ পূর্বক বলা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা পাঠ না করবে তার সালাত যথেষ্ট নয়।

তাই সূরা ফাতিহাই হলো মুনাজাত, ইবাদাত এবং আসমানী কিতাবের সারমর্ম ও নির্যাস। এটাই হলো বান্দার জন্য আল্লাহ্র পথে চলার একমাত্র মন্‌যিল। ওবুদিয়াত ও এসতে'আনাত এই বাক্যদ্বয়ের মধ্যে যত সোপান আছে ইহজগত ও পরজগতে ধন্য হওয়ার জন্য যাবতীয় তত্ত্ব নিহিত এই একটি মাত্র আয়াতে। আমাদের লিখিত কিতাব 'মুসলিম জাতির কেন্দ্র বিন্দুতে' তাওহীদ পর্বে-এর প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে। বাংলা ভাষায় এ মর্মে বলা হয় ঃ "দ্যুলোকে ভূলোকে সবারে ছাড়িয়া তোমারই চরণে পড়ি লুটাইয়া।" হাদীসে এই আয়াতের ব্যাখ্যা ও সারমর্মের প্রতি ইঙ্গিত করতঃ বলা হয়েছে ঃ

اعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك

অর্থাৎ আল্লাহ্র ইবাদাত কর যেন তুমি তাঁকে তোমার অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দর্শন করছো। আর যদি এ অবস্থা ও ভাবের উদয় না হয়, তাহলে হৃদয়ে স্মরণ রেখো তিনিই তোমায় দেখছেন, তাই তার সামনে মাথা নুইয়ে তাঁরই বান্দা হওয়ার কথা মৌখিক উচ্চারণে ও মনেপ্রাণে স্বীকার করে, তার করুণার প্রার্থী হওয়া যাতে- তার জীবনে ব্যর্থতা ও পরাজয় নেমে না

https://www.facebook.com/178945132263517

আসে। এজন্য চাইতে হয় সোজা সরল পথে পরিচালিত হওয়ার জন্য তার পক্ষ হতে হিদায়াত। ঐ হিদায়াত তার জন্য আলো, বাতাস ও পানাহার হতে অধিক প্রয়োজন। কেননা খোরাক পানি না পেলে মানুষের দেহের অবসান আসতে পারে, কিন্তু হিদায়াত না পেলে তার রূহের অবসান হয়ে সে এমন অবস্থায় মৃত্যু বরণ করবে, যার কোনো মূল্য থাকবে না। তাই প্রার্থনা করা হয় 'সিরাতে মুস্তাকীমে' প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্য সর্ববিষয়ে তাঁর হিদায়াত। ঐ পথ জান্নাতের পথ, তাঁকে লাভের পথ, জীবনে সর্ববিষয়ে ধন্য হওয়ার পথ। তিনিই একমাত্র ঐ হিদায়াত দেয়ার মালিক। কুরআনে বিভিন্ন আয়াতে এর উল্লেখ আছে। তবে ঐ পথে চলার জন্য উৎসাহ বর্ধন ও মনের মধ্যে সাহস সঞ্চারের জন্য বলা হয়েছে ঃ

صراط الذين انعمت عليهم

ঐ পথ যতই দুর্গম হোক, লোক চক্ষুতে সে একাকী হোক কিন্তু ঐ পথের পথিক প্রকৃতপক্ষে সেতো একাকী নয়। কেননা ঐ পথে চলেছেন তাঁর করুণা ও নি'আমাত প্রাপ্ত নাবী-রাসূল ও তাঁদের একনিষ্ঠ অনুসারীগণ। সুতরাং ঐ একমাত্র সড়কটি কত মর্যাদাপূর্ণ, কত পবিত্রতাপূর্ণ! সৃষ্টির সেরা সকল মানুষের জন্য একমাত্র ঐ পথ। এ সড়কে যেন-তেন লোকের পা স্থিতিশীল থাকে না। একমাত্র খায়রুল বারিইয়াহ- সৃষ্টির সবচেয়ে উত্তম শ্রেণীর জন্য ঐ পথ। সুতরাং লোক চক্ষুতে যদিও সে একাকী বলে মনে হয় তবুও সে হতাশ ও বিমর্ষ নয়, আসে না হৃদয় জগতে কোনো ক্লান্তি। পথের দূরত্বে সে চিন্তিত না হয়ে সম্মুখের সাথীদের সাথে মিলিত হবার আকাঙ্ক্ষায় সে দ্রুত অগ্রসর হয়। পিছনের জগত তার লক্ষ্যস্থল (দর্শনের বস্তু) নয়। সম্মুখের গন্তব্যস্থলে পৌঁছার পূর্বে যদি নেমে আসে জীবনের সন্ধ্যা, তাহলে সে তো ব্যর্থ হবে। তাই সে ব্যস্ত হয়ে চলে ত্রস্তপদে প্রিয়জনের সাথে মিলনের আশায়। ইউসুফ (আঃ) নাবী বলেন- 'রাব্বী আলহেকনী বিস সালেহীন'। এই সমস্ত চিত্র সামনে রেখে মনের মাঝে পথ চলার সাহস ও উদগ্র বাসনা উদ্দীপ্ত হয়। কারণ যাঁদের পথে

https://www.facebook.com/178945132263517

পরিচালিত হবার জন্য সে প্রার্থনা করছে, তাঁরাই হলেন পৃথিবীর সেরা সন্তান। আকাশের নীচে মাটির উপরে তাঁদের চেয়ে ধন্য আর কেউ হয়নি, যাঁরা ইনসানিয়াতের সবক নিয়ে পৌঁছেছিলেন পৃথিবীর এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্তে, যাদের পরাজয় অথবা ব্যর্থতার তাকদীর নয়, পৃথিবীর আঁধারের আবর্তে যাঁরা জীবনের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে দীনের চেরাগ জ্বেলেছিলেন, বুলন্দ করেছিলেন মানবতা, ভ্রাতৃত্ব ও শান্তির ঝাণ্ডা। যাদের পদভারে লুটিয়ে ছিল যুলুম ও শোষণের দাপট। আল্লাহু আকবার- ধ্বনি দিয়ে সাহাবাগণ (রাঃ) নেমে পড়েছিলেন অথৈ সাগরে। বিক্ষুব্ধ তরঙ্গের মাঝে দেখা গিয়েছিল সেদিন সত্য ন্যায়ের শানদার বিজয়। কোথাও বা সাগরের জলরাশি তাদের বুকে ধারণ করে শিশু পার করার ন্যায় পৌঁছে দিলো অপর পারে। তারা দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জিন্দেগীর বিনিময়ে খরিদ করে নিয়েছিলেন আখিরাতের চিরন্তন জীবন। তাঁদের পরশে পূর্ণ হয়েছিল জীবনের ইনসানিয়াতের মহান উদ্দেশ্য। এটাই হলো সূরা ফাতিহা আসমানী শিক্ষার মর্মবাণী। যুগে যুগে তাঁদের নিষ্ঠাবান অনুসারীগণ সংখ্যায় নগণ্য হয়েও তাঁরা নাবী ও রাসূলগণের তরীকায় প্রতিদ্বন্দ্বীদের অসংখ্য জনসমুদ্রের ঢেউয়ের মুকাবিলায় দাঁড়িয়েছিলেন এবং স্বস্ব এলাকায় দীনে মুহাম্মাদীর ঝান্ডা তুলে ধরেছিলেন। ফলে যারা উহার মর্যাদা দিয়ে তাদের সঙ্গ দেন তাঁরা জীবনে কামিয়াব হয়েছেন। আবার যুগ বিশেষে কতিপয় এলাকায় পূর্ণ কামিয়াব না হলেও যে আলো তারা জ্বেলেছিলেন ঐ আলোর উজ্জ্বল জ্যোতিতে যুগে যুগে মানুষ চলার সঠিক পথের সন্ধান পেয়েছিলেন। তবে ঐ সাথে জেনে রাখা দরকার যে, কেবল সাহচর্য ও ভক্তিই যথেষ্ট নয় ইসলাম বাস্তবধর্মী আইন, তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উম্মাতের ইমাম, মুক্তাদী, উস্তাদ, সাগরেদ, মুরশিদ, মুরীদ সকলের জন্য তা সমানভাবে পালনীয় দীন, আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন তাঁর বান্দাগণকে ঐ কথারই নির্দেশ দিয়েছেন, যা তিনি তাঁর রাসূলগণকে নির্দেশ দিয়েছেন। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'সাল্লু, কামা রাআয়তুমূনী উসাল্লী' "তোমরা ঐ নিয়মে সালাত আদায় করো, যেভাবে আমায় সালাত আদায় করতে দেখো।"

https://www.facebook.com/178945132263517

আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবনে কোনো সালাত সূরা ফাতিহা ব্যতীত আদায় করেছেন এ কথা আদৌ প্রমাণিত হয়নি।

সালাতে প্রত্যেক মুসাল্লীকে (ইমাম ও মুক্তাদী) সূরা ফাতিহা পাঠ করা সম্পর্কে হাদীস

সাহাবী আবুল ওয়ালীদ উবাদাহ ইবনে সামেত রাযিয়াল্লাহু আনহু আনসারী (মৃত ৩৪ হিজরী) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মাক্কায় অবস্থানকালে মদীনার আনসারগণ আকাবা উপত্যকায় যে দু'বার বায়আত করেন, তিনি উভয় বায়আতে শরীক ছিলেন এবং তাদের মধ্যে যে প্রধান ব্যক্তিবর্গকে নকীব নির্বাচন করা হয়েছিল, তিনি তাদের মধ্যে একজন ছিলেন। উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে হিম্‌স প্রদেশে সিরিয়াবাসীদের দীন শিক্ষা দেয়ার জন্য প্রেরণ করেন। সাহাবী মুআবিয়া (রা)-এর সিরিয়ায় গভর্ণর থাকা কালীন উবাদার সাথে মাসআলা নিয়ে বিতর্ক হয়। মুআবিয়ার ঐ সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীস কী তা জানা না থাকায় তিনি তা অস্বীকার করেন এবং হাদীসের বিপরীত মত প্রকাশ করেন। এতে উবাদাহ (রা) বললেন, আমি তোমার কাছে আল্লাহ্‌র রাসূলের হাদীস পেশ করছি, আর তুমি ঐ হাদীসের বিরোধিতা করছো। তোমার যে এলাকার উপর কর্তৃত্ব আছে সেই এলাকায় আমি থাকবো না। এরপর তিনি সিরিয়া পরিত্যাগ করে মদীনায় চলে আসেন। আমীরুল মু'মিনীন উমার (রা) তাঁকে তার কর্মক্ষেত্র ছেড়ে চলে আসার কারণ জিজ্ঞেস করায় তিনি মুআবিয়ার সাথে সংঘটিত ঘটনার কথা উল্লেখ করেন। তখন উমার (রা) উবাদাহ (রা)-কে বললেন ঃ ঐ যমীনকে আল্লাহ্ হতভাগ্য করুন যে যমীনে আপনি থাকতে চান না। তারপর উমার (রা) মুআবিয়াকে কড়া ভাষায় পত্র দেন যে, উবাদাহর উপর তোমার কোনো কর্তৃত্ব নেই।উবাদাহ যে মাসআলা বলেছেন- তাই প্রকৃত হক মাসআলা। তারপর উবাদাহকে পুনরায় সিরিয়া ভূমি অর্থাৎ তাঁর

https://www.facebook.com/178945132263517

মাদ্‌রাসা শিক্ষা এলাকায় দীন প্রচারের জন্য প্রেরণ করেন। ঐ সাহাবী উবাদাহ (রা) হাদীস বর্ণনা করেন, আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ বলেছেন ঃ

১ নং হাদীস ঃ

لاصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب

“লা সালাতা লেমান লাম ইয়াকরা বেফা-তিহাতিল কিতাব” অর্থাৎ সালাত হল না ঐ ব্যক্তির যে সূরা ফাতিহা না পড়ে। এই হাদীস মুত্তাফাক আলায়হে রূপে সহীহ্ বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত। অর্থাৎ হাদীস শ্রেণী বিভাগের মধ্যে সবচেয়ে মজবুত ও উত্তম শ্রেণীর হাদীস। বুখারী ও মুসলিমে মুত্তাফাক আলায়হে রূপে অর্থাৎ উভয়েই কোনো হাদীস একই সাহাবা হতে একই মর্মে বর্ণনা করলে ঐ হাদীসকে মুত্তাফাক আলায়হে বলা হয়। **এই ধরনের হাদীসের প্রতি উম্মাতের আমল করা ওয়াজিব হয়ে যায়। তা উপেক্ষা করা উম্মাতে মুসলিমার তরীকার পরিপন্থী।** এ কথা আলেমগণ সকলেই মেনেছেন। এ হাদীস হতে প্রমাণিত হয় যে, ইসলামী শরীয়তে সালাত নামীয় ইবাদাত ফরজ, নফল, ঈদাইন ও জানাযা, মুক্তাদী ও ইমাম সকল মুসাল্লীকে তাদের সালাতে এই সূরা পাঠ না করলে তাদের সালাত শুদ্ধ হবে না। এই হাদীসের পরিপ্রেক্ষিতে বর্ণনাকারী সাহাবী উবাদাহ্ ইবনে সামেত, তার সাগরেদ তাবেঈগণ ও তাদের সাগরেদ তাবা-তাবেঈগণ সকলে ইমামের পিছনে সব সালাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করতেন, উহার প্রমাণ পরে আসছে। নিম্নে সহীহ্ মুসলিমের হাদীস পেশ করা হলো ঃ

عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهى خداج ثلاثا غير تمام.

২ নং হাদীস ঃ সাহাবী আবূ হুরায়রা রাযীয়াল্লাহু আনহু (মৃত্যু ৫৮ হিজরী, ৭৮ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন) মারফত আটশত জন সাহাবা ও তাবেঈনসহ রাসূলের হাদীস বর্ণনা করেছেন। সহীহ্ মুসলিমে বর্ণিত আলা

https://www.facebook.com/178945132263517

ইবনে আবদুর রহমান তাঁর পিতা আবদুর রহমান সাহাবী আবূ হুরায়রা হতে, তিনি নাবী ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন, যে ব্যক্তি যে কোনো সালাতে উম্মুল কুরআন অর্থাৎ সূরা ফাতিহা না পড়বে তার ঐ সালাত অসম্পূর্ণ হলো, হাদীসে 'খেদাজ' শব্দ উল্লেখ হয়েছে; খেদাজ অর্থে উটের ঐ বাচ্চা যা অসম্পূর্ণ অবস্থায় পেট হতে পড়ে যায়। এই হাদীস ইমাম মুক্তাদী সকলের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য। তাই সাহাবী আবূ হুরায়রা যখন এই হাদীস বর্ণনা করলেন, তখন তাঁর বর্ণনাকারী সাগরেদগণের পক্ষ হতে আবূ হুরায়রাকে বলা হলো ঃ আমরা তো ইমামের পিছনে সালাত আদায় করি। তখন আবূ হুরায়রা বললেন (তোমরা ইমামের ন্যায় সশব্দে না পড়ে) তা মনে মনে পড়ো। মুসলিমে বর্ণিত এই হাদীসের অনুকূলে লিখিত হাদীস সহীহ আবূ আওয়ানা এর রেওয়ায়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, আমরা ইমামের পিছনে থেকে তার কিরাআত শুনতে পাই– (মুসলিম ও আবূ আওয়ানাহ)। তখন আবূ হুরায়রা ঐ উত্তর দিলেন। এর কারণ স্বরূপ ইমাম আবূ জা'ফর তাহাভী (রহ) 'শারহে মা'আনিল আসারে' ইমামের পিছনে কিরাআত অধ্যায়ে বলেছেন ঃ

رأى ابى هريرة رضى الله عنه ان ذلك على المأموم مع الامام.

আবূ হুরায়রা (রা)-এর মাযহাব এই যে, তিনি আলহামদু পড়া ইমামের ন্যায় মুক্তাদীর জন্যও জরুরী বলে মনে করতেন– (তাহাভী ১ম খণ্ড ২১৬ পৃষ্ঠা)। খেদাজ অর্থ এই নয় যে, সালাতের কিছু ত্রুটি হলেও সালাত হয়ে যাবে বরং যে সালাতে সূরা ফাতিহা পাঠ না করা হয় ঐ সালাতই শুদ্ধ বা বৈধ সালাত বলে গণ্য নয়— যেমন আবূ হুরায়রা (রা) কর্তৃক খোদ আল্লাহ্র রাসূল হতেও ঐ মর্মে হাদীস বর্ণিত— যা সহীহ ইবনে খুযায়মা হতে সহীহ সনদে বর্ণিত ঃ

حدثنا محمد بن يحى قال حدثنا وهب بن جرير نا شعبة عن العلاء بن عبد الرحمن عن آبيه عن ابى هريرة قال قال رسول الله

https://www.facebook.com/178945132263517

صلى للله عليه وسلم لاتجزئ صلاة لاتقرأ فيـها بفاتحة الكتاب ،
صحيح ابن خزيمة صـ ٢٤٦-٢٤٨ (جـ١)

৩ নং হাদীস ঃ ইমামুল আয়েম্মা ইবনে খুযায়মা (২১৩—৩১১)। তিনি মুহাম্মাদ যুহালী হতে, তিনি ওহাব ইবনে জারীর হতে, তিনি শু'বা হতে, তিনি আলা ইবনু আবদুর রহমান হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি সাহাবী আবূ হুরায়রা হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, আবূ হুরায়রা বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ সূরা ফাতিহা যে সালাতে পঠিত না হয় ঐ সালাত যথেষ্ট বা বৈধ হয় না (সহীহ ইবনে খুযায়মা ১ম খণ্ড ২৪৬-৪৮ পৃষ্ঠা ছাপা ১৩৯০ হিঃ)। হানাফী ভাইদের অসূলবেত্তাগণ ইমাম আবূ হানীফা (রহ) এর বরাতে বলে থাকেন যে, সালাতে সূরা ফাতিহা না পড়ে কুরআন মজীদের যে কোনো একটি আয়াত পাঠ করলেই চলবে; তাও যদি আরবী ভালোভাবে বলার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও ফার্সী ভাষায় যে কোনো সূরার যে কোনো একটি আয়াতের অনুবাদ ফার্সী ভাষায় করতঃ সালাতে বলা হয়, তাহলে ঐ নামাযই যথেষ্ট হবে। অর্থাৎ সূরা ফাতিহা আদৌ না পড়ে; তার পরিবর্তে যে কোনো একটি সূরার যে কোনো একটি আয়াত তাও ফার্সী ভাষায় পড়লে সালাত যথেষ্ট হবে। ঐ গবেষণা বা এজতেহাদী মাযহাবের বিপরীত হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে ঃ

أم القرآن عوض عن غيرها وليس غيرها منها عوض

অর্থাৎ উম্মুল কুরআন বা সূরা ফাতিহা অন্য সূরার পরিবর্তে যথেষ্ট, কিন্তু অন্য সূরা উম্মুল কুরআন বা সূরা ফাতিহার পরিবর্তে যথেষ্ট নয়— তাফসীর কুরতুবী, এটা নাবী ﷺ-এর বাণী; (তাফসীর কুরতুবী ১ম খণ্ড ১১৩ পৃঃ)। উক্ত হাদীসটি সাহাবী উবাদা ইবনে সামেত হতে মুসতাদরাক হাকেমে বর্ণিত (১ম খণ্ড ২৩৮ পৃঃ)। সূরা ফাতিহা এমন একটি সূরা যা তাওরাত, ইন্‌জিল, যাবুর, কুরআন ব্যতীত অন্য কোনো আসমানী কিতাবে

https://www.facebook.com/178945132263517

অবতীর্ণ হয়নি। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাহাবাবর্গ হতে এ কথা আদৌ উল্লেখ হয়নি যে, ইসলামে সালাত সূরা ফাতিহা ব্যতীত আদায় করা হয়েছে অনুরূপ হানাফীগণের কিতাবী মাসআলা যে সালাতে দণ্ডায়মানকালে আল্লাহু আকবার না বলে ফার্সী ভাষায় আল্লাহ বুযুর্গতাআস্ত বলে সালাত শুরু করলে যথেষ্ট হবে। অথচ আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বা কোনো সাহাবী হতে প্রমাণিত হয়নি যে, তারা আল্লাহু আকবার বলার পরিবর্তে আল্লাহ বুযুর্গতাআস্ত বলে সালাত আরম্ভ করেছেন। বিশ্বের যে কোনো প্রান্তের অধিবাসী যে কোনো ভাষার হোক তারা আল্লাহু আকবার বলতে পারেন না এমন নয় এবং আল্লাহু আকবার এই বাক্যের যে বরকত ও বৈশিষ্ট্য তা অন্য শব্দ দ্বারা কোনোদিন সম্ভব নয়। এটা ইসলামী তাওহীদী মহাবাণী, যা শুনে অন্য জাতির অন্তরাত্মা কেঁপে উঠে। কিন্তু এখানেও ঐ গলদ এজতেহাদ ও মাযহাবওয়ালাদের গলদ যুক্তি যা প্রত্যাখ্যাত ও অগ্রহণীয়। তাই আমরা বলি ঃ যারা বলে যে, আলহামদু সূরা না পড়ে মুসাল্লী ইমাম হোক বা পৃথকভাবে ফরজ, সুন্নত, বিতর, তাহাজ্জুদ, চাশ্‌ত যে কোনো সালাত যদি সূরা ফাতিহা ব্যতীত আদায় করতে চায় তবে তা যথেষ্ট হবে না। ইমাম আবূ হানীফা (রহ) ও তাঁর এজতেহাদ ও গবেষণামূলক উক্তির পক্ষাবলম্বনকারী হানাফীদের বিপরীত সহীহ হাদীসগুলি সাহাবীগণ হতে তারা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে, যে সালাতে সূরা ফাতিহা পঠিত না হয় ঐ সালাত যথেষ্ট নয়, হাদীসে বর্ণিত ঃ উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা) হতেও প্রমাণিত যে, মুক্তাদীগণকে ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পড়ার নির্দেশ দিতেন, যেমন আবূ হুরায়রা (রা) হতে প্রমাণিত আয়েশা (রা)-এর ঐ নির্দেশমূলক রেওয়ায়াত কিতাবুল কিরাআতের ৬৬ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেছেন এবং আবূ হুরায়রা (রা)-এর হাদীসের ন্যায় তার মারফত অনুরূপ শব্দে আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে ইমাম বুখারী (রহ)-এর লিখিত জুয্‌উল কিরাআত কিতাবে হাদীস বর্ণিত। ইমাম বুখারী (রহ) জুয্‌উল কিরাআতে রেওয়ায়াত করেছেন ঃ

https://www.facebook.com/178945132263517

حدثنا عبد الله بن منير قال حدثنا يزيد بن هارون عن ابن اسحاق عن يحى بن عباد بن عبدالله بن الزبير عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضى الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاة فلم يقرأ فيها بام القرآن فهى خداج.

৪ নং হাদীস ঃ আবদুল্লাহ্ ইবনে মুনীর আবূ আবদুর রহমান মারওয়ানী (মৃত্যু ২৪১ হিঃ), তিনি ইয়াযীদ ইবনে হারুন আবূ খালেদ (১১৮-২০৬ হিঃ) হতে তিনি মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক হতে, তিনি ইয়াহ্ইয়া ইবনে আব্বাদ (তাহযীব ১১শ খণ্ড ২৩৪-৩৫ পৃঃ) তাঁর পিতা হতে, তিনি তাঁর পিতা সাহাবী ইবনুয্ যুবায়র (রা)-এর খালা উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা) হতে, তিনি বলেছেন আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, যে কোনো ব্যক্তি তার সালাতে উম্মুল কুরআন পাঠ না করবে তার ঐ সালাত খেদাজ অর্থাৎ অপূর্ণ; তা খেদাজ অর্থাৎ অপূর্ণ। উক্ত হাদীসটি ইমামের পিছনেও প্রযোজ্য হিসাবে হানাফী মাযহাবের মুহাদ্দিস ইমাম তাহাভী (باب القراءة خلف الامام) অধ্যায়ে নিম্নের সনদে দ্বিতীয় নম্বরে বর্ণনা করেছেন ঃ

حدثنا حسين بن نصر قال سمعت يزيد بن هارون قال انا محمد بن اسحاق قال حدثنا يحى ابن عباد بن عبد الله بن الزبير عن آبيه عباد عن عائشة رضى الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه يقول : كل صلاة لم يقرأ فيها بام القرأن فهى خداج.

হুসাইন ইবনে নাসর আবূ আলী বাগদাদী (মৃত্যু ২১৬ হিঃ) হতে, তিনি ইয়াযীদ ইবনে হারুন হতে বলেছেন, আমাদেরকে মুহাম্মদ ইবনে

https://www.facebook.com/178945132263517

ইসহাক বলেছেন যে, আমাদেরকে ইয়াহ্ইয়া ইবনে আব্বাদ হাদীস বর্ণনা করেছেন। এ নিয়মে মা আয়েশার ঐ হাদীস তবে তাহাভীর রেওয়ায়াতের শব্দ ঃ

كل صلاة لم يقرأ فيها بام القرأن فهى خداج

অর্থাৎ প্রত্যেক ঐ সালাত যাতে আলহামদু সূরা পঠিত না হয় তা অসম্পূর্ণ।

তাহাভীর সনদে ও হাদীসে দু'টো বিষয় পরিষ্কার হয়েছে একটি হলো মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক ইয়াহইয়া ইবনে আব্বাদ হতে হাদীস শ্রবণ করার সরাসরি উল্লেখ। সুতরাং উক্ত হাদীসটি ইমাম মুসলিমের শর্ত মুতাবেক সহীহ। ইয়াহ্ইয়া ইবনে আব্বাদ সহীহ মুসলিমের রাবীদের অন্তর্ভুক্ত না হলেও তিনি নির্ভরযোগ্য রাবী এতে কোনো সন্দেহ নেই। দ্বিতীয় হলো হাদীসের শব্দ উল্লেখ হয়েছে كل صلاة প্রত্যেক ঐ নামায- এতে ইমামের পিছনে বা পৃথকভাবে বলে উল্লেখ নেই এবং ইমাম তাহাভী তা ইমামের পিছনে কিরাআত অধ্যায়ে দুই নম্বর হাদীস হিসাবে পেশ করেছেন। আর আবূ হুরায়রা (রা)-এর পূর্বের হাদীসটি তিন নম্বরের হাদীস ইমামের পিছনে কিরাআত করা সম্পর্কে বর্ণনা করার পর বলেছেন ঃ

فذهب الى هذه الاثار قوم فاوجبوا بها القراءة خلف الامام فى سائر الصلوات بفاتحة الكتاب.

এই সমস্ত হাদীস মুতাবেক এক কওম ইমামের পিছনে সকল সালাতে সূরা ফাতিহা পড়া ওয়াজিব বলেছেন। 'ফী সায়িরিস্ সালাওয়াতে' অর্থাৎ জোরে বা আস্তে সব সালাতে ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পড়া ওয়াজিব। হাদীসে রাসূল দ্বারা এটাই প্রমাণিত কথা বলে তাঁরা ঐ মত গ্রহণ করেছেন। এ সম্পর্কে প্রকাশ্য শব্দে মারফু হাদীস ইমাম তাহাভী (রহ) ঐ অধ্যায়ে অর্থাৎ ইমামের পিছনে কিরাআত করা অধ্যায়ে বলেছেনঃ

https://www.facebook.com/178945132263517

حدثنا حسين بن نصر قال سمعت يزيد بن هارون قال حدثنا محمد بن اسحاق عن مكحول عن محمود بن الربيع عن عبادة الصا مت قال : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه صلاة الفجر فتعايت(١) عليه القراءة فلما سلم قال أتقرأون خلفي؟ قلنا: نعم يارسو ل الله! قال فلا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب فإنه لاصلاة لمن لم يقرأ بها ، شرح معاني الاثار للطحاوى.

৫ নং হাদীস ঃ ইমাম তাহাভী বলেছেন ঃ আমাদেরকে হুসাইন ইবনে নাসর আবূ আলী বাগদাদী মিশরী (মৃত্যু ২৬১ হিঃ) হাদীস বর্ণনায় বলেছেন যে, আমি ইয়াযীদ ইবনে হারুন (১১৮-২০৬ হিঃ) কে মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক (মৃত্যু ১৫০ হিঃ) হতে হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি যে তিনি মাকহুল শামী (মৃত্যু ১১৮ হিঃ) হতে, তিনি মাহমুদ ইবনে রাবী (৬-৯৯ হিঃ) হতে, তিনি তাঁর শ্বশুর সাহাবী উবাদা ইবনে সামেত (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে তিনি বলেন ঃ একদা আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজর সালাত পড়ালেন; (আমরা ও মুক্তাদীগণ তাঁর পিছনে স্পষ্ট স্বরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর কিরাআতের ন্যায় কিরাআত করছিলাম এ কারণে) তাঁর কিরাআত পড়া কঠিন বা অসুবিধার কারণ হয়, তারপর যখন তিনি সালাম ফিরালেন তখন বললেন ঃ তোমরা কি আমার পিছনে স্পষ্ট স্বরে কিরাআত করছিলে? আমরা উত্তরে বললাম জ্বী-হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তখন আল্লাহ্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন— তোমরা সূরা ফাতিহা ব্যতীত ঐ অবস্থায় অন্য কিছু পড়ো না, কেননা যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা না পড়বে তার সালাত হবে না– (তাহাভী ১ম খণ্ড ২১৫ পৃঃ, ছাপা বৈরুত)। এই হাদীস বর্ণনার পর তাহাভী (রহ) বলেছেন ঃ

---

(١) اعيا عليه الامر وتعيا وتعيا بمعنى اى صعب ، مختار الصحاح للرازى المتوفى- ٦٦٠

https://www.facebook.com/178945132263517

واما حديث عبادة فقد بين الامر وأخبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أمر المامومين بالقراءة خلفه بفاتحة الكتاب .

طحاوى باب القراءة خلف الامام

অর্থাৎ বস্তুতঃপক্ষে উবাদার হাদীস স্পষ্টভাবে জোরের কিরাআতযুক্ত সালাতে ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পড়ার নির্দেশ বর্ণনা করা হয়েছে এবং তাতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে এ কথার বর্ণনা হয়েছে যে, তিনি মুক্তাদীগণকে তাঁর পিছনে সূরা ফাতিহার কিরাআত পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন। (তাহাভী ২১৭ পৃঃ)

পরবর্তী যুগের হানাফী মহলের রিজাল সম্পর্কে অনভিজ্ঞগণের পক্ষ হতে ইবনে ইসহাক সম্পর্কে বিরূপ উক্তি ও তার যথাযথ উত্তর। উক্ত হাদীস সুনানে আবূ দাউদে মাকহুল হতে মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক ব্যতীত আরো অন্য সূত্র হতে বর্ণনা করেছেন— অর্থাৎ যায়দ ইবনে ওয়াকেদ আবূ উমার দেমাশ্‌কী (মৃত্যু ১৩৮ হিঃ) হতে, তিনি মাকহুল হতে— তাতে উল্লেখ যে, মাকহুল শামী যেমন মাহমুদ ইবনে রাবী হতে ঐ হাদীস তাঁর শ্বশুর উবাদা হতে রেওয়ায়াত করেছেন। অনুরূপ উক্ত মাহমুদের পুত্র নাফে, তিনিও তার নানা উবাদা হতে হাদীসের ঐ ঘটনা বর্ণনা করেছেন। ঐ সূত্রটির শব্দ, আল্লাহ্‌র রাসূল বললেন ঃ

فلا تقرأوا بشيئ من القرآن اذا جهرت الا بام القرآن .

"সালাতে আমি যখন জোরে কিরাআত করবো তখন তোমরা কুরআনের অন্য কোনো সূরা না পড়ে কেবল উম্মুল কুরআন সূরা ফাতিহা পড়বে।" এছাড়া ঐ হাদীস উক্ত মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক হতে যেমন ইয়াযীদ ইবনে হারুন হতে রেওয়ায়াত করেছেন, অনুরূপ আরো এক জামা'আত তা মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক হতে বর্ণনা করেছেন— যেমন ইসমাঈল ইবনে ইব্রাহীম ইবনে মিকসাম আল-আসাদী আবূ বিশর বাস্‌রী

https://www.facebook.com/178945132263517

যিনি ইবনে উলাইয়া নামে খ্যাত, উলাইয়া তাঁর মাতার নাম ছিলো। অনুরূপ তা ইব্রাহীম ইবনে সা'দ ইবনে ইব্রাহীম আবূ ইসহাক আল-মাদানী (১০৮-১৮৩ হিঃ) ইনিও মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক হতে তা রেওয়ায়াত করেছেন এবং তাতে মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক মাকহুল হতে উক্ত হাদীসটি শ্রবণ করেছেন তাও উল্লেখ হয়েছে। তিনি বলেছেন— আমায় মাকহুল (শামী) হাদীস বর্ণনা করেছেন ঃ

حدثني مكحول بهذا.......

অর্থাৎ ইবনে ইসহাক মাকহুল হতে ঐ হাদীস শুনেছেন তা প্রমাণিত।

ইমাম বায়হাকী (রহ) উক্ত উবাদাহ (রা)-এর হাদীসটি রেওয়ায়াত করার পর বলেছেন ঃ ইব্‌রাহীম ইবনে সাদ, ইবনে ইসহাক হতে ঐ হাদীস বর্ণনায় প্রমাণ করেছেন যে, ইবনে ইসহাক তা মাকহুল হতে সরাসরি শ্রবণ করেছেন।

বায়হাকীতে বর্ণিত হাদীসের শব্দ নিম্নরূপ ঃ

فقال انى آراكم تقرأون خلف أمامكم اذا جهر قلنا أجل والله يا رسول الله! مستعجلا قال فلا تفعلوا الا بام القرأن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأبها

৬ নং হাদীস ঃ আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ বললেন, আমি মনে মনে বুঝেছিলাম তোমরা ইমামের পিছনে পড়ছিলে ইমাম জোরে কিরাআত করা অবস্থায়। আমরা বললাম, হ্যাঁ- ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌! আল্লাহ্‌র কসম আমরা তাড়াতাড়ি করে ঐরূপভাবে পড়ছিলাম। তখন বললেন- তোমরা কেবলমাত্র সূরা ফাতিহা ব্যতীত ঐ অবস্থায় আর কিছু পড়বে না। কেননা যে ব্যক্তি তা না পড়বে তার সালাত হবে না। (বায়হাকী ২য় খণ্ড ১৬৪ পৃষ্ঠা, ছাপা হায়দ্রাবাদ ১৩৪৪ হিঃ)

https://www.facebook.com/178945132263517

হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী (রহ) বলেছেন— উবাদা ইবনে সামেত (রা)-এর হাদীসটা যা মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাকের সূত্রে বর্ণিত, তা ইমাম আহমাদ তার মুসনাদে রেওয়ায়াত করেছেন এবং ইমাম বুখারী জুযউল কিরাআতে ঐ সূত্রে বর্ণনা করেছেন। ইমাম আবূ দাউদ তা সহীহ বলেছেন। অনুরূপ তিরমিযী, দারাকুতনী, ইবনে হিব্বান ও হাকেমও তাকে সহীহ্ বলেছেন। উক্ত হাদীসটি মাকহুল শামী হতে যেমন মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক রেওয়ায়াত করেছেন—অনুরূপ মাকহুলের অপর নির্ভরযোগ্য ছাত্র যায়দ ইবনে ওয়াকেদও মাকহুল হতে রেওয়ায়াত করেছেন। উক্ত যায়দ ইবনে ওয়াকেদ কুরাশী, আবূ আমর দেমাশ্কী সম্পর্কে দোহাইম অর্থাৎ ইব্রাহীম ইবনে মায়মুন কুরাশী, আবূ সাইদ দেমাশ্কী (১৭০ - ২৪৫ হিঃ) মন্তব্য করেছেন যে, যায়দ ইবনে ওয়াকেদ মাকহুল শামী উঁচু দরের নির্ভরযোগ্য শাগরেদদের অন্যতম। ঐ দোহাইম সম্পর্কে রিজাল শাস্ত্রের পন্ডিতদের মন্তব্য ঃ

كان احد الحفاظ الائمة متفق عليه يعتمد عليه فى تعديل شيوخ الشام وجرحهم.

অর্থাৎ সিরিয়া-শাম দেশের হাদীসের রাবী ও মাশায়েখগণ সম্পর্কে জারাহ্ তা'দীল ব্যাপারে তাঁর উপর নির্ভর করা হতো এবং তিনি সর্ব সম্মতিক্রমে নির্ভরযোগ্য ইমাম ও হাদীসের হাফেযগণের একজন। উক্ত যায়দ ইবনে ওয়াকেদ দেমাশক সিরিয়ার বাসিন্দা (তাঁর সম্পর্কে ঐ মন্তব্য-তাহযীব ৬ষ্ঠ খণ্ড ১৩৫-৩৬ পৃঃ দ্রঃ) তাহযীব (১১শ খণ্ড ৩৮৫-৮৮ পৃঃ) এ তথ্যগুলো উল্লেখ হয়েছে। উবাদা ইবনে সামেত (রা)-এর ঐ হাদীস পূর্বোল্লেখিত রাবীগণ ছাড়া অন্য সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে। ইমাম বুখারী (রহ) জুয্উল কিরাআত কিতাবে বর্ণনা করেছেন ঃ

حدثنا عتبة بن سعيد عن اسمعيل عن الاوزاعى عن عمرو بن شعيب عن آبيه عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال قال رسول

https://www.facebook.com/178945132263517

الله صلى الله عليه وسلم لا صحابه اتقرأون القرآن اذا كنتم معى فى الصلاة؟ قالو نعم يا رسول الله نهذ هذا، قال : لاتفعلوا الابفاتحة الكتاب .

৭ নং হাদীস ঃ ইমাম বুখারী (রহ) বলেছেন- আমাদেরকে উৎবা ইবনে সাঈদ ইবনে হিব্বান আবূ সাঈদ হিসমী, (যিনি দুজাইন উপাধিতে পরিচিত) হাদীস বর্ণনা করেছেন, ইসমাইল ইবনে আইআশ ইবনে সুলাইম আবূ উৎবা হিমসী (শামের আলেম ইসলামের মাশায়েখদের একজন (মৃত্যু ১৮১ হিঃ) হতে, তিনি ইমাম আবদুর রহমান ইবনে আমর আবূ আমর আওযাঈ (মৃত্যু ১৫৭ হিঃ) হতে, তিনি আমর ইবনে শুআইব আবূ ইব্রাহীম আলমাদানী (মৃত্যু ১১৮ হিঃ) হতে, তিনি তাঁর পিতা শুআইব ইবনে মুহাম্মাদ (ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর) তাবেঈ হতে, তিনি তার দাদা সাহাবী উবাদা ইবনে সামেত হতে, তিনি বলেছেন ঃ নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা কি আমার সাথে সাথে সালাতে কুরআন পড়ছিলে? তাঁরা বললেন- জ্বী-হ্যাঁ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা আপনার পড়ার সাথে জলদি জলদি করে আপনার ঐ পড়াই পড়ছিলাম; তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- তোমরা ঐ অবস্থায় সূরা ফাতিহা ব্যতীত আর কিছু পড়বে না। রিজাল শাস্ত্রের অভিজ্ঞ পণ্ডিতবর্গের মন্তব্যে উক্ত রেওয়ায়াতটির সনদ অতি উত্তম বলে স্বীকৃত। মোটকথা উবাদাহ (রা)-এর এই হাদীস বর্ণনাকারী রাবীগণ ঐ হাদীস মুতাবেক আমল করতেন; যথা- উবাদা (রা) হতে উক্ত হাদীস বর্ণনাকারী তাঁর জামাতা মাহমুদ ইবনে রাবী ইবনে সুরাকা আবূ মুহাম্মাদ আনসারী (৬-৯৯ হিঃ)। ইনি মদীনার খায়বাজ গোত্রের সন্তান শামে বসবাস করেন; ইনি এবং উবাদার নাতি অর্থাৎ নাফে ইবনে মাহমুদ ও তাঁর নানা হতে ঐ হাদীস বর্ণনাকারী এবং ঐ হাদীস মুতাবেক তিনিও জোরে কিরাআতযুক্ত সালাতে ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পড়তেন। এদের সাগরেদ মাকহুল শামী ঐ হাদীস মুতাবেক মাগরিব, এশা ও ফজরের সালাতে সূরা ফাতিহা স্পষ্ট আওয়াজে পড়তেন আর বলতেন ঃ

https://www.facebook.com/178945132263517

اقرأ فيما جهر الامام اذا قرأ بفاتحة الكتاب وسكت سرا فان لم يسكت اقرأ قبله او معه او بعده ولاتتركها على حال .

অর্থাৎ তুমি, ইমাম যে সালাতে জোরে কিরাআত করে তাতে সূরা ফাতিহা পড়; যখন সূরা ফাতিহা পড়াকালে আয়াতের উপর ওয়াক্‌ফ করে তখন অথবা তার পূর্বে বা ইমামের সাথে সাথে যে কোনো অবস্থায় হোক তুমি সূরা ফাতিহা ইমামের পিছনে তোমার সালাতে তা পড়া পরিত্যাগ করো না (সুনান আবূ দাউদ ১ম খণ্ড ১৬১ পৃষ্ঠা, ছাপা মিশর মাকতাবা তাযী)। অনুরূপ নির্দেশ সাহাবী ইবনে আব্বাস ও আবুদদারদা হতেও প্রমাণিত। সাহাবী ইবনে আব্বাস (রা)-এর বিশিষ্ট সাগরেদ আতা ইবনে আবী রাবাহ-ইনি ইমাম আবূ হানীফা (রহ)-এর উস্তাদও বটে ঃ

عن عطاء عن ابن عباس قال : لاتدع فاتحة الكتاب جهر الامام او لم يجهر .

আতা ইবনে আবী রাবাহ্ হতে বর্ণিত, তিনি ইবনে আব্বাস হতে, তিনি বলেছেন ঃ তুমি ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পড়া ছেড়ো না; ইমাম জোরে কিরাআত পড়ুক বা আস্তে আস্তে পড়ুক। ইমাম বায়হাকীর কিতাবুল কিরাআত ১০৭ পৃষ্ঠা সনদসহ বর্ণনার পর বলেছেন ঃ وهذا إسنا د صحيح لاغبارعليه– এই সনদ দোষমুক্তরূপে সহীহ। সাহাবী আবুদ্‌দারদা হতেও তাঁর সাগরেদ আতিইয়া ইবনে হাস্‌সান রেওয়ায়াত করেছেন ঃ

الوليد بن مسلم عن الاوزاعى عن عطية بن حسان عن ابى الدرداء قال لا تترك قراءة الفاتحة خلف الامام جهر اولم يجهر وان كان راكعا فاقرأها اذاعلمت انك تدرك آخرها .

ওয়ালিদ ইবনে মুসলিম ইমাম আওযাঈ (রহ) হতে, তিনি তাবেঈ আতিইয়াহ ইবনে হাস্‌সান হতে, তিনি সাহাবী আবুদ্‌দারদা (রা) হতে,

https://www.facebook.com/178945132263517

তিনি বলেছেন ঃ তুমি ইমামের পিছনে তোমার সালাতে সূরা ফাতিহা পড়া ছেড়ো না– ইমাম জোরে কিরাআত পড়ুক বা আস্তে কিরাআত পড়ুক, তুমি জামাআতে শরীক হওয়া কালে ইমামের কিরাআত শেষাবস্থাতেও পেলে সূরা ফাতিহা পড়ে নিবে যদি বুঝ যে, সূরা ফাতিহা পড়ে ইমামের সাথে রুকূর শেষাবস্থাতে রুকূ যেতে পারবে। বায়হাকী কিতাবুল কিরাআত– সাহাবী আবদুল্লাহ্ ইবনুয্ যুবায়র, মুজাহিদ তাবেঈ উভয়েই মুক্তাদীর জন্য ঐ রাকাত যথেষ্ট মনে করতেন না, যে রাকাতে তার সূরা ফাতিহা পড়া না হয়।

সাহাবী উবাদা রাযিয়াল্লাহু আনহুর বর্ণিত হাদীসের মন্তব্যে প্রকাশ ঃ আল্লাহ্র রাসূল ﷺ আমাদের ফজরের সালাত পড়ান এবং সাহাবাগণও তাঁর সাথে রাসূলের কিরাআত মুতাবেক জোরে জোরে কিরাআত করতে থাকায় রাসূলের কিরাআত পড়ায় অসুবিধা হয়, যার ফলে তিনি মুক্তাদীগণকে জোরের কিরাআতযুক্ত সালাতে কেবল সূরা ফাতিহা পড়ার নির্দেশ দেন। ঐ হাদীস আরো সাহাবাগণ বর্ণনা করেছেন অর্থাৎ যারা ঐ সালাতে শরীক ছিলেন এবং আল্লাহ্র রাসূল কর্তৃক ঐরূপ অবস্থায় সূরা ফাতিহা পড়ার নির্দেশমূলক হাদীস সাহাবী আনাস, আবূ কাতাদাহ আনসারী আরো অন্যান্য সাহাবাগণ বর্ণনা করেছেন যেগুলির বর্ণনা পরে আসছে– [হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী (রহ) 'তালখীসুল হাবীর' কিতাবে ছাপা ভারত ৮৭ পৃষ্ঠা]। উবাদার উক্ত হাদীস উল্লেখ করার পর বলেছেন ঃ

رواه احمد والبخارى فى جزء القراءة وصححه ابوداؤد والترمذى والدارقطني وابن حبان والحاكم والبيهقى من طريق ابن اسحاق حدثنى مكحول وتابعه زيد بن واقد وغيره عن مكحول .

ঐ হাদীস ইমাম আহমাদ মুসনাদে এবং ইমাম বুখারী জুযউল কিরাআতে রেওয়ায়াত করেছেন— আবূ দাউদ, তিরমিযী, দারাকুতনী,

https://www.facebook.com/178945132263517

ইবনে হিব্বান, হাকেম, বায়হাকী তাকে সহীহ বলেছেন। ইবনে ইসহাক তাঁর উস্তায মাকহুল তাবেঈ হতে হাদ্দাসানী শব্দে অর্থাৎ সরাসরি তার মুখ হতে শ্রবণ করা প্রমাণ সম্বলিত ভাষ্যে রেওয়ায়াত করেছেন। উবাদা ইবনে সামেতের ঐ হাদীস কেবল ইবনে ইসহাকের একটি সূত্রে বর্ণিত নয় বরং যায়দ ইবনে ওয়াকেদ কুরাশী হিসমী যিনি মাকহুলের সাগরেদগণের মধ্যে অতি নির্ভরযোগ্য উঁচু মানের রাবী বলে প্রমাণিত (মৃত্যু ১০৮ হিঃ)। তিনিও ঐ হাদীস মাকহুল হতে এবং আরো অন্যান্য রাবী কর্তৃক মাকহুল হতে বর্ণিত হয়েছে।

মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক রাবী সম্পর্কে কিছু তথ্য

মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক ইবনে ইয়াসার আবূ আবদুল্লাহ্ আল-মাদানী (৮০-১৫১ হিঃ) অর্থাৎ ইমাম আবূ হানীফা ও ইবনে ইসহাক উভয়েই একই যুগের মানুষ ছিলেন। ইবনে ইসহাক বড় বড় তাবেঈ হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন। খোদ দু'জন তাবেঈও তাঁর মাধ্যমে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

আর আবূ হানীফা (রহ)-এর সাগরেদগণ যথা—যুফার, কাযী আবূ ইউসুফ তার সাগরেদ ছিলেন। বরং কাযী আবূ ইউসুফ কিতাবুল খারাজ–রাজস্ব সম্পর্কীয় কিতাবে আবূ হানীফা অপেক্ষা মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক হতে অধিক সংখ্যায় হাদীস বর্ণনা করেছেন। উক্ত কিতাবের ৭২-৭৫ পৃষ্ঠায় পূর্ণ চার পৃষ্ঠা ও ২০৮ পৃষ্ঠা হতে ২১৩ দীর্ঘ ছয় পৃষ্ঠা ব্যাপী ঐতিহাসিক তথ্য যা আল্লাহ্র রাসূলের যামানার, তা তিনি একমাত্র মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাকের বর্ণনার প্রতি নির্ভর করেছেন। অনুরূপ সিদ্দীকে আকবার (রা) হতে বর্ণিত ঐতিহাসিক ঘটনা যা ১৪১-১৪৭ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত তাও ঐ ইবনে ইসহাক হতে বর্ণনা করছেন এবং উমার (রা)-এর মূল্যবান ঐতিহাসিক বর্ণনা ঐ ইবনে ইসহাক হতে ১১৭-১১৮ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খায়েফ মাসজিদের খুৎবার গুরুত্বপূর্ণ অংশ যা

https://www.facebook.com/178945132263517

বিদায়ী হাজ্জের খোৎবা বলা হয়, ঐ ইবনে ইসহাক হতে উক্ত কিতাবের ৯-১০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত। সর্বমোট ২৮ স্থানে ইবনে ইসহাক হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তন্মধ্যে মারফু' মুত্তাসিল সনদে দশের অধিক হাদীস, অবশিষ্টগুলো মওকুফ ও মুরসাল রূপে বর্ণিত। কিন্তু আবূ হানীফা হতে তিনি মুত্তাসিল সনদে পাঁচটা হাদীসও বর্ণনা করেননি বরং মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক কর্তৃক বর্ণিত হাদীস দ্বারা আবূ হানীফা হতে বর্ণিত কথা ও মতের খণ্ডন করেছেন যার দৃষ্টান্ত উক্ত কিতাবে ৬৪-৬৫ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে। বরং উক্ত কিতাবে আবূ হানীফার বক্তব্যের এক চতুর্থাংশের অধিক কথা তিনি আল্লাহ্র রাসূলের হাদীস এবং উমার, ইবনে আব্বাস (রা) ও অন্যান্য সাহাবাগণের উক্তির দ্বারা প্রতিবাদ করেছেন, যারা ইল্মের সাথে সম্পর্ক রাখেন, তাদের কাছে তা অজ্ঞাত নয়।

হানাফী মাযহাবের মুহাদ্দিস আবূ জাফর তাহাভী (রহ) ইমামের পিছনে জোরের কিরাআতযুক্ত সালাতে মুক্তাদীগণকে সূরা ফাতিহা পড়ার নির্দেশ যা উক্ত মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাকের সূত্রে উবাদা ইবনে সামেত হতে বর্ণিত, ঐ হাদীস বর্ণনা করার পর তা আল্লাহ্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে ঐ হাদীস প্রমাণিত ও সুসাব্যস্ত, এ কথা তিনি অতি স্পষ্ট ভাষায় স্বীকার করেছেন। সেখানে ঐ হাদীস মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক মারফত বর্ণিত, বিধায় তা মানার যোগ্য নয় বা সহীহ নয়, এ কথার অস্তিত্ব ঐ যুগে থাকলে ইমাম তাহাভী (রহ) তা প্রকাশ করতে আদৌ কুণ্ঠিত হতেন না। কারণ মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক কর্তৃক বর্ণিত ঐ হাদীস তার মাযহাবের বিপরীত। কেননা হানাফীগণ মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক কর্তৃক বর্ণিত যা তাদের মাযহাবের অনুকূলে সেখানে তারা তাঁর হাদীস অতি আগ্রহ সহকারে গ্রহণ করেছেন এবং তিনি যে একজন সেক্বা তাঁর বর্ণিত হাদীস নির্ভরযোগ্য এ কথা স্বীকার করেছেন। তাঁকে ইমাম শু'বা হাদীসের আমীরুল মু'মিনীন বলে আখ্যায়িত করতেন। সুফিয়ান সওরী তার বিদ্যাবত্তা সম্পর্কে যে ভাষায় উল্লেখ করেছেন তা অতি মূল্যবান দলীল। ইয়াহ্ইয়া ইবনে মাঈন তাঁর ও

https://www.facebook.com/178945132263517

তাঁর কর্তৃক বর্ণিত ইল্‌মের প্রশংসা অতি স্পষ্ট ভাষায় করেছেন। আলী ইবনুল মাদীনী বলেছেন, যে ছয় জনের উপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হাদীস নির্ভর ছিল ঐ যুগে তাদের মধ্যে তিনি একজন। ইমাম যাহাবী (রহঃ) বলেছেন— নিঃসন্দেহে তিনি বিশ্বাসী ব্যক্তি; ইমাম শাফেঈ ও ইমাম আহমাদ তার মাগাযীর প্রতি প্রশংসা করেছেন। (সিয়ারে আ'লামুন্ নুবালা ৭ম খণ্ড ৩৬-৩৭ পৃষ্ঠা)

হানাফী আলেমগণের দৃষ্টিতে মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক

কামালুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওয়াহেদ যিনি ইবনুল হুমাম নামে পরিচিত (মৃত্যু ৮৬১ হিঃ) যার সম্পর্কে আল্লামা ইবনুন নুজাইম যায়নুল আবেদীন ইবনে ইব্রাহীম ইবনে নুজাইম (মৃত্যু ৯৭০ হিঃ) বলেছেন যে, তিনি আহলুত্ তারজীহ ছিলেন (আল-ফাওয়ায়িদুল বাহিইয়াহ্ ১৮০ পৃঃ)। তিনি হিদায়ার বিখ্যাত শারাহ গ্রন্থ ফাতহুল কাদীর-এর রচয়িতা। পণ্ডিতগণের কাছে এ গ্রন্থের রচয়িতার মর্যাদা আছে। তিনি ফতহুল কাদীরে বিভিন্ন স্থানে মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন ঃ

واما ابن اسحاق : فثقة ، ثقة لاشبهة فى ذلك عندنا .

আর বস্তুতঃপক্ষে মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক ঃ তিনি সেক্বা, সেক্বা আমাদের কাছে এতে কোনো সন্দেহ নেই এবং মুহাক্কিক মুহাদ্দিসগণের কাছেও তাঁর সেক্বা হওয়ায় কোনো সন্দেহ নেই- (১ম খণ্ড হিদায়াহ্ ও এনায়াহ্ সহ ৪২৪ পৃঃ)। ঐ কিতাবের ২য় খণ্ডে ৪৪১ পৃষ্ঠায় তিনি বলেছেন- তুমি অবগত হয়েছো যে, ইবনে ইসহাক ঃ

وقد علمت ان ابن اسحاق حجة .

(হুজ্জাত) প্রমাণের উপযুক্ত ব্যক্তি। তিনি এ কিতাবের ১ম খণ্ডে ২২৮ পৃষ্ঠায় বলেছেন উক্ত ইবনে ইসহাকের তাই সেক্বা হওয়া ধ্রুব সত্য কথা ঃ

https://www.facebook.com/178945132263517

وهو الحق الابلج، وما نقل عن مالك فيه فلم يثبت ولو صح لم يقبله اهل العلم ، كيف وقد قال فيه شعبة : هو امير المؤمنين في الحديث روى عنه مثل سفيان الثورى ... و عامة اهل الحديث غفر الله لهم .

আর ইমাম মালেক হতে যে কথা উদ্ধৃত হয়ে থাকে তা ভিত্তিহীন। আর যদি তা ইমাম মালেক হতে প্রমাণিতও হয়, তবু বিদ্বানগণ তা কবুল করেননি এবং তা কিরূপে গ্রহণীয়? অথচ ইমাম শু'বা তাকে হাদীসের ব্যাপারে আমীরুল মু'মিনীন বলে আখ্যায়িত করেছেন। এছাড়া আবদুল্লাহ্ ইবনুল মুবারক, ইমাম শাফেঈ ইত্যাদি বড় বড় মুহাদ্দিস তার হাদীস গ্রহণ করেছেন। ইমাম আহমাদ, ইয়াহ্ইয়া ইবনে মাঈন এবং নির্বিচারে আহলুল হাদীস ইমামগণ (আল্লাহ্ তাঁদের মাগফিরাত করেন) তাঁকে গ্রহণ করেছেন। ইমাম বুখারী তাঁর প্রশংসায় সুদীর্ঘ আলোচনা করেছেন। ইবনে হিব্বান তাঁকে সেক্বা বলে তাঁর কিতাবে উল্লেখ করেছেন আর ইমাম মালেক তাঁর সম্পর্কে কিছু বিরূপ মন্তব্য করলেও ঐ মন্তব্য তিনি পরিহার করে তাঁর সাথে সখ্যতা স্থাপন করেন এবং হাদীয়া উপঢৌকন প্রেরণ করেন। মুনিয়াতুল মুসাল্লীর শারাহ্ কাবীরী, ছাপা লাহোর, ১৩৫৩ হিজরী ২৩৩ পৃষ্ঠার মন্তব্য ঃ

و الحق في ابن اسحاق هو التوثيق .

ইবনে ইসহাক সম্পর্কে যা খাঁটি-সত্য কথা তা এই যে, তিনি নির্ভরযোগ্য ইহাই সিদ্ধান্তকৃত হক। এরপর ইবনুল হুমামের উল্লেখিত মন্তব্য উদ্ধৃত করেছেন ঃ

এই মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক রাবী সম্পর্কে যারা বিরূপ মন্তব্য করে থাকেন এ সম্পর্কে তারা সুলায়মান ইবনে দাউদ শাযকুনী নামক এক মিথ্যুক ব্যক্তির আশ্রয় নিয়ে বলে থাকে যে, মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক মিথ্যুক

https://www.facebook.com/178945132263517

রাবী, তাকে ইমাম মালেক মিথ্যুক বলেছেন ইত্যাদি। ঐ শাযকুনীকে যখন বলা হলো যে, ইমাম মালেক (রহঃ)– ইবনে ইসহাককে মিথ্যুক বলেছেন এ কথা তুমি কোথায় কার কাছে শুনেছো? তখন সে বলে, আমায় ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ (ইবনে ফাররূখ তামীমী) আলকাত্তান (মৃত্যু ১৮৯ হিঃ) বলেছেন। পুনঃ তাকে বলা হলো ইয়াহ্ইয়া আলকাত্তান ঐ কথা কার কাছে শুনে বলেছেন; তখন বললো যে, তাঁকে ওহায়েব নামক ব্যক্তি ঐ কথা বলেছে; পুনঃ জিজ্ঞেস করা হলো ওহায়েব কার কাছে তা শুনে বলেছেন? তখন বলে যে, ইমাম মালেককে তা বলতে শুনেছে। তখন তাকে বলা হলো; ইমাম মালেক কিসের উপর ভিত্তি করে ইবনে ইসহাক সম্পর্কে ঐ মন্তব্য করেছেন? তখন বললো, হিশাম ইবনে ওরওয়া নামক তাবেঈ তাঁকে বলেছেন। পুনঃ শায্কুনীকে বলা হলো, হিশাম কি জন্য এরূপ মন্তব্য করেছেন? তখন বললো যে, হিশাম বলেছেন, মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক আমার স্ত্রী ফাতেমা বিনতে মুনযির এর নাম দিয়ে হাদীস বর্ণনা করেছে অথচ ঐ ফাতেমা বিনতে মুনযিরের যখন মাত্র নয় বছর বয়স তখন আমার সাথে তার বিবাহ হয়। আর মৃত্যু পর্যন্ত তার সাথে অন্য লোকের সাক্ষাৎ হয়নি, সুতরাং ঐ মহিলার মাধ্যমে ইবনে ইসহাকের হাদীস বর্ণনা করার অর্থই হলো যে, সে মিথ্যুক। কিন্তু এই তথ্যের সিলসিলা সমস্তই বানোয়াট ও অলীক কাহিনী। কেননা হিশাম ইবনে ওরওয়া হতে বিশ্বস্ত সূত্রে এবং ফাতেমা বিনতে মুনযির এর জীবনীতে যা প্রমাণ, তাহলো যখন ঐ ফাতেমার বয়স নয় বছর, তখন তার ঐ স্বামী হিশামের জন্মই হয়নি; কেননা হিশামের নিজস্ব বর্ণনা যা সহীহ্ সনদে প্রমাণিত তা এই যে, তিনি বলেছেন ঃ আমা অপেক্ষা আমার স্ত্রী ১৩ বছরের বয়োজ্যেষ্ঠা। অর্থাৎ যখন ঐ ফাতেমার নয় বছর বয়স তখন হতে ৪ বছর পরে ঐ হিশাম জন্মলাভ করেন; তাই হাফেয যাহাবী (রহঃ) আক্ষেপ করে বলেছেন ঃ

معاذ الله ان يكون يحى وهو لاء بدا منهم هذا بناء على اصل
فاسدواه ولكن هذه الخرافة من صنعة الشاذكونى، فانه متهم

https://www.facebook.com/178945132263517

بالكذب وانظركيف قد سلسل الحكاية؟ ويبين لك بطلانها ان فاطمة بنت المنذر لما كانت بنت تسع سنين لم يكن زوجها هشام خلق بعد ، فى اكبر منه بثلث عشرة سنة افبمثل هذا القول الواهى يكذب الصادق؟ كلا والله نعذ بالله من الهوى والمكابرة ، سيراعلام النبلاء الجزء السايع. صـ ٤٩-٥٠

আল্লাহ্‌র কাছে পানাহ চাই এই ধরনের মিথ্যা ভিত্তিহীন কথা প্রকাশ করা হতে, ইয়াহ্‌ইয়া বা ইমাম মালেক কারোর মাধ্যমে এই ভিত্তিহীন, গলদ, অসত্য কাহিনী প্রকাশ হয়নি; তবুও কিভাবে ঐ কিংবদন্তী ভুয়া গল্পের সিলসিলা শায়্‌কুনী রচনা করেছে; দেখো পাঠক! তোমার জন্য ঐ কেচ্ছা বাতিল হওয়ার জন্য এই প্রমাণই যথেষ্ট যে, যখন ফাতেমা বিনতে মুনযির নয় বছরের কন্যা তখন ঐ সময় তার স্বামী হিশামের জন্মই হয়নি। ফাতেমা তার স্বামী হিশাম হতে ১৩ বছরের বড়। এই ধরনের মিথ্যা ভিত্তিহীন বানোয়াট কথার কারণে মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাকের ন্যায় সাদেক একজন সেক্বা রাবীকে মিথ্যুক বলা হবে? আল্লাহ্‌র কসম কদাচও না। আমরা স্বেচ্ছাচারিতা ও অহমিকার বশবর্তী হয়ে কথা বলায় ন্যায় অন্যায় হতে আল্লাহ্‌র কাছে পানাহ্‌ চাই। এছাড়া ঐ হাদীসটা কেবল মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক রাবী কর্তৃক এককভাবে বর্ণিত নয় বরং তার সাথে আরো রাবী যেমন যায়দ ইবন ওয়াকেদ কুরাশী (মৃত্যু ১৩৮ হিঃ)। উক্ত হাদীস মাকহুল শামী হতে এবং আর অন্যান্য রাবী কর্তৃক বর্ণিত। অনুরূপ ঐ সালাতে উবাদা সাহাবী ব্যতীত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আম্‌র ইবনে আস, আবূ কাতাদাহ আনসারী, আনাস ইবনে মালিক ও আরো সাহাবা যাঁরা আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে ঐ সালাতে উপস্থিত ছিলেন তাঁরাও অনুরূপ হাদীস আল্লাহ্‌র রাসূল হতে বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে সাহাবী আবূ কাতাদাহ আনসারী ঃ

https://www.facebook.com/178945132263517

عن ابى قتادة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقرآون خلفى؟ قالوا : نعم، قال فلا تفعلوا الابام القرآن (رواه احمد فى مسنده)

৮ নং হাদীস ঃ আবূ কাতাদাহ্ আনসারী (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বললেন ঃ তোমরা কি আমার পিছনে কিরাআত করেছিলে? সাহাবাগণ বললেন- জী-হাঁ। তখন রাসুল ﷺ বললেন- তোমরা এরূপ না করে কেবল উম্মুল কুরআন বা সূরা ফাতিহা পড়বে। হাদীসটি ইমাম আহমাদ স্বীয় মুসনাদে রেওয়ায়াত করেছেন- সনদ নিম্নরূপ ঃ

يزيد بن هارون سليمان-التيمى-عن عبد الله بن ابى قتادة، عن ابى قتادة.

ইয়াযীদ ইবনে হারুন একমাত্র ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ব্যক্তি যিনি সমালোচনার উর্ধ্বে। তিনি নির্ভরযোগ্য, হাদীস বর্ণনায় অতি মযবুত।

ثقة ثبت حافظ متفق لا يسئل عن مثله اجتمع فى مجلسه سبعون الف رجل.

হাফিযে দীন ইসলামের ইমাম। তাঁর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা যায় না যে তিনি কেমন ব্যক্তি, তাঁর মজলিশে ৭০ হাজার পর্যন্ত ব্যক্তি জমায়েত হলে তিনি উক্ত হাদীস রেওয়ায়াত করেছেন- যুফার ইবনে ত্বারাখান আবুল মু'তামির তায়মী বাসরী হতে, ইনি ১৪৩ হিজরীতে ৯৯ বছর বয়সে মারা যান।

احد سادات التابعين علما وعملا اذا حدث تغير لونه قال القطان : ما جلست الى رجل اخوف لله من سليمان.

তাবেঈদের মধ্যে ইল্ম ও আমলের দিক দিয়ে তিনি একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি; যখন হাদীস বর্ণনা করতেন তখন আল্লাহ্র ভয়ে

https://www.facebook.com/1789451322263517

হাদীসের মধ্যে কম-বেশি হওয়ার আশঙ্কায় তার রং বিবর্ণ হয়ে যেতো। ইয়াহ্ইয়া আল-কাত্তান বলেছেন- আমি তার চেয়ে আল্লাহভীরু লোকের কাছে আর বসিনি। তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনে আবি কাতাদাহ আবূ ইব্রাহীম আল-মাদানী (মৃত্যু ৯৯ হিঃ) হতে ঐ হাদীস বর্ণনা করেছেন- আবদুল্লাহ তার পিতা কাতাদাহ হতে রেওয়ায়াত করেছেন; আবূ কাতাদাহ এর নাম হারেস ইবনে রিবঈন, ৭০ বছর বয়সে ৫৪ হিজরীতে মারা যান। সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রা) ঐ সালাতে উপস্থিত ছিলেন, তিনিও আল্লাহ্‌র রাসূল হতে ঐ মর্মে হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইমাম বুখারী (রহ) জুয্উল কিরাআত কিতাবে বলেছেন ঃ

حدثنا شجاع بن الوليد قال حدثنا النضر قال حدثنا عكرمة بن عمار عن عمرو بن سعد قال حدثنى عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقرأون خلفى؟ قالوا : نعم، انا لنهذ هذا، قال فلا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب.

৯ নং হাদীস ঃ অর্থাৎ আমাদেরকে শুজা ইবনুল ওয়ালীদ আবূ লায়স আল-বুখারী নায্র ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে মূসা আল-জুরাশী আবূ মুহাম্মদ আল-ইয়ামানী ইকরামা ইবনে আম্মার আবূ আম্মার ইয়ামানী (মৃত্যু ১৫৯ হিঃ, তাহযীব ৭ম খণ্ড ২৬১-৬৩ পৃঃ) তিনি আমর ইবনে সাদ আল-ফাদাকী আল-ইয়ামানী হতে (তাহযীব ৮ম খণ্ড ৩৬-৩৭ পৃঃ)। তিনি আমর ইবনে শুআইব হতে, তিনি তার পিতা শুআইব হতে, শুআইব তার দাদা সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রা) হতে, তিনি বলেছেন- রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তোমরা কি আমার পিছনে কিরাআত করছিলে? তারা (সাহাবাগণ) বললেন, হাঁ, আমরা জল্দি-জল্দি করে (আপনার সাথে সাথে) পড়ছিলাম। আল্লাহ্‌র রাসূল বললেন- তোমরা এরূপ করো না, শুধুমাত্র সূরা ফাতিহা পাঠ করবে। আর একজন সাহাবী হতে এ হাদীস বর্ণিত- ইমাম বুখারী (রহ) বলেছেন ঃ

https://www.facebook.com/178945132263517

حدثنا عبدان قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد الحذاء عن ابى قلابة عن محمد بن ابى عائشة عمن شهد ذاكى قال صلى النبى صلى الله عليه وسلم فلما قضى صلاته قال اتقرؤون والامام يقرأ ؟ قالوا انا لنفعل، قال فلا تفعلوا الا ان يقرآ احدكم بفاتحة الكتاب فى نفسه.

১০ নং হাদীস ঃ ইমাম বুখারী (রহ)-এর উস্তায্ আবদান আবদুল্লাহ্ ইবনে উসমান, ইবনে জাবালা আল-আতাকী (১৪০-২২২ হিঃ), ইয়াযীদ ইবনে যুরাঈহ তামীমী আবূ মুয়াবিয়া বাসরী (১০১-১৮১ হিঃ) হতে, তিনি খালেদ ইবনে মেহরান আবুল মুনাযিল আল-বাসরী (আল-হায্যা উপাধি) (মৃত্যু ১৪২ হিঃ) হতে, তিনি আবূ কেলাবা হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনে আবী আয়েশা আল মাদানী হতে ঃ

روى عن ابى هريرة وجـابر وعن من صلى مع النبى صلى الله عليه وسلم- تهذيب. جـ ٩، ٢٤٢

তাবেঈ ইনি সাহাবী জাবের, আবূ হুরায়রা এবং যে সাহাবী নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে সালাত পড়েছেন, তার মারফত হাদীস রেওয়ায়াত করেছেন (তাহ্যীব, ৯ম খণ্ড, ২৪২ পৃষ্ঠা)। যিনি ঐ ঘটনায় উপস্থিত ছিলেন তিনি বলেছেন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সালাত পূর্ণ করার পর বললেন ঃ তোমরা কি ইমামের কিরাআত করা অবস্থায় কুরআন পড়েছিলে? তাঁরা (সাহাবা রাযিয়াল্লাহু আনহুম) বললেন ঃ হাঁ, আমরা নিশ্চয় এরূপ করছিলাম। তখন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তোমরা সকলে (ইমামের জোরে কিরাআত অবস্থায়) কেবলমাত্র সূরা ফাতিহা নিজ মনে মনে পড়বে (জুয্উল কিরাআত ১৯ পৃষ্ঠা)। উক্ত হাদীসটি মুসান্নাফ আবদুর রায্যাক এর ২য় খণ্ডে ১২৭-১২৮ পৃষ্ঠায় নিম্নের সনদে বর্ণিত, আবদুর রায্যাক (১২৬-২১১ হিঃ), সুফিয়ান সওরী (৭৭-১৬১ হিঃ), তিনি খালেদ হায্যা হতে উক্ত সনদ

https://www.facebook.com/178945132263517

ও ঐ শব্দে উক্ত রেওয়ায়াতে মুহাম্মাদ ইবনে আবী আয়েশা সাহাবীর নাম উল্লেখ করেননি। অসূলে হাদীসের আইনে নির্ভরযোগ্য তাবেঈ যদি সাহাবীর নাম উল্লেখ না করে যদি হাদীস বর্ণনা করেন তখন ঐ হাদীস সহীহ বলে গণ্য হওয়ায় কোনো বাধা সৃষ্টি করে না যদি সনদ সহীহ হয়। হাফেয আবূ বাকার খাতীব বাগদাদী আল কিফায়াহ্ নামক গ্রন্থে (ভারত, হায়দ্রাবাদে মুদ্রিত) বলেছেন ঃ

باب قول التابعى : حدثنى رجل من اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم ولم يسمه هل يكون ذلك حجة؟

তাবেঈ যখন বলেন, আমায় একজন নাবী ﷺ-এর সাহাবী হাদীস বর্ণনা করেছেন, আর এ সাহাবীর নামোল্লেখ করেন না ঐ ধরনের হাদীস কি প্রমাণযোগ্য দলীল বলে গণ্য হবে? এরপরে স্বীয় সনদে ইমাম আহমাদের সাগরেদ আবূ বাকার আল আছরাম হতে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি বলেছেন ঃ

قلت لا حمد بن حنبل : اذا قال رجل من التابعين حدثنى رجل من اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم فالحديث صحيح؟ قال نعم : ثم روى عن محمد بن عبد الله بن عمار اذا كان الحديث عن رجل من اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم يكون حجة، فان جميع اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم كلهم حجة.

অতএব তাবেঈ সাহাবীর নাম না নিয়ে জনৈক সাহাবী বলে রেওয়ায়াত করলে তা সহীহ এবং প্রমাণযোগ্য দলীল বলে গৃহীত, এটাই ইমাম আহমাদ ও অন্যান্য ইমামগণের উক্তি– (আল কিফায়াহ ৪১৫ পৃষ্ঠা)। ইমাম ইবনে হিব্বান এ সম্পর্কে আনাস (রাঃ) সাহাবীর হাদীস যা আবূ কেলাবা হতে বর্ণিত তা রেওয়ায়াত করার পর ইবনে আবী আয়েশা উভয় হাদীস সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন ঃ

https://www.facebook.com/178945132263517

سمع هذا الخبر ابو قلابة عن محمد بن ابى عائشة عن بعض اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم وسمعه عن انس فالطريقان حميعا محفوظان صحيح ابن جبان الجزء الثالث صـ٢٤٧

অতএব আনাস (রা) এর হাদীস যা আবূ কেলাবা জারমী রেওয়ায়াত করেছেন এবং আবূ কেলাবা যা মুহাম্মাদ ইবনে আবী আয়েশা (রা) হতে, তিনি জনৈক সাহাবী হতে রেওয়ায়াত করেছেন, উভয় রেওয়ায়াতের সনদ সহীহ (সহীহ ইবনে হিব্বান ৩য় খণ্ড ২৪৭ পৃঃ)। ইমাম বায়হাকী (রহ) বলেছেন ঃ

هذا اسناد صحيح واصحاب النبى صلى الله عليه وسلم كلهم ثقات فترك اسمائهم فى الاسناد لايضر والرجل من اصحاب النبى صلى الله لا يكون الاثقة.

এই সনদ অর্থাৎ মুহাম্মাদ ইবনে আবী আয়েশা তিনি একজন সাহাবী যিনি রাসূলের সাথে সালাত আদায় করেছেন এবং মুক্তাদীগণকে ঐ সালাতে ইমামের পিছনে জোরে কিরাআত করতে নিষেধ করে কেবল সূরা ফাতিহা পড়তে আদেশ করলেন, ঐ হাদীসের সনদ সহীহ। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সাহাবাগণ সবাই সেক্বা নির্ভরযোগ্য, সুতরাং তাদের নাম কোনো সনদে উল্লেখ না করায় হাদীস সহীহ হওয়ার ব্যাপারে কোনোরূপ ক্ষতির কারণ নয়; নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবাগণের যে কোনো ব্যক্তি হোক তিনি সেক্বা নির্ভরযোগ্য। অতএব জোরে কিরাআতযুক্ত সালাতে অর্থাৎ মাগরিব, এশা ও ফজরের সালাতে মুক্তাদীগণকে কেবল সূরা ফাতিহা পাঠ করতে হবে এটাই আল্লাহ্‌র রাসূলের নির্দেশ।

এ সম্পর্কে আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে প্রকাশ্য শব্দে বর্ণিত হাদীসগুলি আমরা পেশ করেছি যাতে এ কথা প্রমাণিত যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

https://www.facebook.com/178945132263517

ইমামের জোরে কিরাআত করা অবস্থায় মুক্তাদীগণকে চুপে চুপে নিঃশব্দে সূরা ফাতিহা পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন। এ সম্পর্কে সাহাবী আনাস (রা) হতে বর্ণিত মারফু হাদীস নং ১১-এ উল্লেখ করা হচ্ছে। ইমাম বুখারী (রহ) বিশেষভাবে ইমামের পিছনে কিরাআত যা জুয্‌উল কিরাআত নামে পরিচিত তাতে তিনি নিম্নলিখিত সনদে রেওয়ায়াত করেছেন ঃ

حدثني يحى بن يوسف قال أنبانا عبد الله عن ايوب عن ابى قلابة عن انس ان النبى صلى الله عليه وسلم صلى باصحابه فلما قضى صلاته آقبل عليهم بوجهه فقال آتقرأون فى صلاتكم والامام يقرآ؟ فسكتوا فقالها ثلاث مرات فقال قائل اوقائلون انا لنفعل، فقال : لا تفعلوا وليقرآ احدكم بفاتحة الكتاب فى نفسه.

১১ নং হাদীস ঃ অর্থাৎ ইমাম বুখারী বলেন, আমাদেরকে ইয়াহইয়া ইবনে ইউসুফ ইবনে আবী কারীমা—(মৃত্যু ২২৯ হিঃ) হাদীস বর্ণনা করেছেন আব্দুল্লাহ্ ইবনে ইদ্রিস ইবনে ইয়াযীদ আবূ মুহাম্মাদ আলকুফী (১১০-১৯২ হিঃ) হতে তিনি কায়সান আবূ তামিমার পুত্র আবূ বাকার, আইয়ুব সাখতিয়ানী (৬৬-১৩১ হিঃ) হতে, তিনি আবূ কেলাবা আব্দুল্লাহ ইবনে যায়দ জারমী (মৃত্যু ১০৭ হিঃ) হতে, তিনি সাহাবী আনাস ইবনে মালেক (রা) হতে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা সাহাবাগণের সালাত পড়ালেন; তারপর যখন সালাত খতম করলেন তখন সাহাবাগণের প্রতি মুখ করতঃ বললেন, তোমরা কি তোমাদের এই সালাতে ইমামের কিরাআত পড়ার সাথে সাথে কিরাআত পড়ছিলে? সাহাবাগণ চুপ থাকলেন। তিনি ঐ কথা তিনবার জিজ্ঞেস করলেন। তখন তাদের মধ্যে একজন বা কয়েকজনই বললেন, আমরা নিশ্চয়ই ঐরূপ করছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ এরূপ করো না, তবে অতি অবশ্য সূরা ফাতিহা মনে মনে পড়বে

https://www.facebook.com/1789451322263517

(জুয্উল কিরাআত ৬২-৬৩ পৃঃ, ছাপা মিসর)। উক্ত হাদীসটি মুসান্নাফ আব্দুর রায্যাক ২য় খণ্ডে ২৭৬ নং হাদীসে উক্ত আইউব সাখ্তিয়ানীর সূত্রে বর্ণিত যার শব্দ নিম্নরূপ ঃ

فلا تفعلوا ذلك وليقرآ احدكم بفاتحة الكتاب فى نفسه سرا.

তোমরা অতি অবশ্য সূরা ফাতিহা মনে মনে অর্থাৎ চুপে চুপে পড়বে; এই হাদীসটি সহীহ ইবনে হিব্বানে মুদ্রিত ৩য় খণ্ডে ১৪১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত সনদ সহীহ।

চুপে চুপে বা নিঃশব্দে পড়ার নির্দেশ সহীহ মুসলিমের হাদীস দ্বারাও প্রমাণিত হয়েছে। খোদ ইমাম তাহাভী (রহ) নিজেও এটা স্বীকার করতঃ ঐ হাদীস ইমামের পিছনে কিরাআত অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন। সাহাবী আনাস (রা) খাদেম হিসাবে সুদীর্ঘ দশ বছর কাল রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহচর্যে ধন্য হয়েছেন। তিনি আল্লাহ্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে সশব্দে কিরাআতযুক্ত সালাতে ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পাঠের নির্দেশ সম্বলিত হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি নিজেও ইমামের পিছনে তা পড়তেন এবং মুক্তাদীদেরকে পড়ার নির্দেশ দিতেন। ইমাম বায়হাকী কিতাবুল কিরাত– এ ইমাম ইবনে খুযায়মার সূত্রে নিম্নের সনদে বর্ণনা করেছেন।

محمد بن اسحاق يعنى ابن خزيمة نا احمد بن سعيد الدا رمى ثنا النضر بن شميل حدثنا العوام بن حمزة عن ثابت عن آنس قال كان يامرنا بالقراءة خلف الامام، قال وكنت اقوم الى حنب انس، فيقرآبفاتحة الكتاب وسورة من المفصل ويسمعنا آية قرآءته لنا خذه. وهذا اسناد حسن كلهم ثقات اثبات والعوام وثقه كثير من الائمة.

মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক ইবনে খুযায়মা ইমামুল আয়েম্মাহ তিনি আহমাদ ইবনে সাঈদ ইবনে সাখ্র দারেমী আবূ জাফর সারাখ্সী (মৃত্যুঃ

https://www.facebook.com/178945132263517

২১৫ হিঃ) তিনি হাদীস ও অভিধানের ইমাম নায্‌র ইবনে শুমায়ল (মৃত্যু ২০৪ হিঃ) হতে, তিনি আল আওয়াম ইবনে হামযা আল মাযেনী আল বাসরী হতে, তিনি সাবেত বুনানী হতে; তিনি বলেছেন ঃ আমাদেরকে আনাস (রা) ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পড়ার নির্দেশ দিতেন। তিনি আরো বলেছেন, আমি আনাস (রা) এর পার্শ্বে সালাতে দাঁড়াতাম, তিনি সূরা ফাতিহা পড়তেন এবং মুফাসসালের যে কোনো একটি সূরার অংশবিশেষ পড়তেন। সময় বিশেষে এমনভাবে আয়াত পড়তেন যে, আমরা শুনতে পেতাম। তিনি এজন্যেই এমন করতেন যাতে আমরা তাঁর কাছ থেকে ইমামের পিছনে সালাত পড়ার নিয়ম গ্রহণ করতে পারি। এ হাদীসের সনদ হাসান। আল আওয়াম ইবনে হামযা আল মাযেনী যার মাধ্যমে নাযর ইবনে শুমায়ল বর্ণনা করেছেন; তাঁকে আলী ইবনুল মাদীনী, ইমাম ইসহাক, আবূ দাউদ- সকলেই সেক্বা বলেছেন। সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রা) ইনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে সালাতে শরীক ছিলেন, যে সালাতে উবাদা ও আনাস, আবূ কেলাবা (রা)-গণও উপস্থিত ছিলেন। জোরে কিরাআতযুক্ত সালাতে ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা মুক্তাদীকে পড়ার বিষয়ে আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে তিনিও একজন বর্ণনাকারী সাহাবী। তিনি নিজেও ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পড়তেন এবং যোহর ও আসর সালাতে তিনি যে ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহার সাথে সূরা মারয়াম হতে কতিপয় আয়াত পড়তেন; সে কথা খোদ তাহাভী (রহ) ২১৯ পৃষ্ঠায় ২-৯ ছত্রে সনদসহ বর্ণনা করেছেন ঃ

ابو بشر، عن مجاهد، قال سمعت عبد الله بن عمرو يقرآ خلف الامام فى صلاة الظهر من سورة مريم.

মুজাহিদ তাবেয়ী বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে আমরকে যোহরের সালাতে ইমামের পিছনে সূরা মারয়াম হতে পড়তে শুনেছি।

https://www.facebook.com/178945132263517

আহলুল হাদীসগণের মাযহাব যোহর ও আসর সালাতে ইমামের পিছনে প্রথম দু' রাকাতে সুরা ফাতিহা এবং অন্য একটি সূরা পড়া আর শেষের দু' রাকাতে কেবল সূরা ফাতিহা পড়া; এটাই আল্লাহ্‌র রাসূল ও সাহাবাগণ হতে প্রমাণিত এবং তাঁরা ফরয সালাতে, ঈদায়েনের সালাতে এবং জানাযার সালাতেও ইমাম মুক্তাদী সকলেই সূরা ফাতিহা পড়েন, এটাও আল্লাহ্‌র রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে প্রমাণিত।

সাহাবায়ে কেরামগণ হতে জোরে কিরাআতযুক্ত সালাতে ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পড়ার কথা মেশকাত কিতাবটি মাসাবীহুস সুন্নাহ নামক যে কিতাব অবলম্বনে সংকলিত, ঐ মাসাবীহুস সুন্নাহর লেখক আল্লামা মুহিউস্‌সুন্নাহ হুসাইন ইবনে মাসউদ আল বাগাভী (মৃত্যু ৫১৬ হিঃ) তিনি শারহুস সুন্নাহ কেতাবের ৩য় খণ্ডে ৮৩-৮৫ পৃষ্ঠায় সাহাবী উবাদা (রা)-এর উক্ত হাদীস উল্লেখ করার পর বলেছেন ঃ

فی هذا الحدیث دلیل علی وجوب قراءة الفاتحة علی المأموم جهر الامام اوآسر وهو مذهب عمر وعثمان وعلی وابن عباس ومعاذ ابن جبل .....

উবাদা (রা) এর এই হাদীস মুক্তাদীর জন্য ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পড়া ওয়াজিব হওয়ার দলীল এবং এই মাযহাব হলো আমীরুল মু'মিনীন উমার, উসমান, আলী এবং ইবনে আব্বাস ও মুআয ইবনে জাবালেরও (রা) মাযহাব। আমরা প্রথমতঃ উমার (রা) হতে মুক্তাদীর জন্য জোরে ও আস্তের সালাতে সূরা ফাতিহা পড়ার দলীল পেশ করছি। ইমাম হাকেম আল মুসতাদরাক কিতাবে বলেছেন ঃ

قد صحت الرواية عن آمير المؤمنين عمر بن الخطاب وعلی بن ابی طالب رضی الله عنهما، وانهما كانا یامران بالقراءة خلف الامام.

https://www.facebook.com/178945132263517

আমীরুল মু'মিনীন উমার ইবনুল খাত্ত্বাব এবং আলী ইবনে আবী তালেব রাযিয়াল্লাহু আনহুমা হতে সহীহ রেওয়ায়াতে প্রমাণিত হয়েছে যে, উভয়েই ইমামের পিছনে (সূরা ফাতিহা) পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

উমার (রা) হতে এ সম্পর্কিত বর্ণনাগুলির পরিচিতি

উমার (রা) হতে এ নির্দেশ বর্ণনাকারী তাবেয়ীগণের মধ্যে ইয়াযীদ ইবনে শারীক, আবায়াতা ইবনে রাদ্দাদ, ইয়াযীদ ইবনে শারীক ইবনে ত্বারেক তাইমী আলকুফী জাহেলিয়াত যামানার লোক। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে সাক্ষাৎ ঘটেনি। উমার, আবূ যার, ইবনে মাসউদ, আলী, হুযায়ফা আবূ মাসউদ প্রমুখ বড় বড় সাহাবা হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন। আর এই ইয়াযীদ হতে হাদীস বর্ণনাকারীদের মধ্যে অন্যতম রাবী হচ্ছেন হারেস ইবনে সুওয়াইদ তাইমী, তার হতে মুহাম্মাদ ইবনে মুনতাশির। মুহাম্মাদ ইবনে মুনতাশির এবং তাঁর পুত্র ইবরাহীম সবাই সহীহ হাদীসের রাবী। উমার ইবনে খাত্তাব (রা) কর্তৃক ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পাঠ করার নির্দেশ সম্বলিত রেওয়ায়াতে পাওয়া যায় ইয়াযীদ ইবনে শারীক হতে, তাঁর থেকে হারেস ইবনে সুওয়াইয়িদ তাঁর থেকে ইবরাহীম। এ সনদে উক্ত হাদীস বর্ণিত হয়েছে মুস্‌তাদরাক হাকেমে ঃ

عن ابى اسحاق الشيبانى عن ابراهيم بن محمد ابن المنتشر عن الحارث بن سويد عن يزيد بن شريك انه سال عمر عن القراءة خلف الامام فقال اقرأ بفاتحة الكتاب قلت وان كنت انت قال وان كنت انا قلت وان جهرت؟ قال وان جهرت، المستدرك للحاكم. جـ ١، صـ ٢٣٩ صحيح ورمزه الذهبى بانه صحيح.

https://www.facebook.com/178945132263517

ইবরাহীম ইবনে মুহাম্মাদ ইবনুল মুনতাশির হারেস ইবনে সুওয়াইয়িদ হতে তিনি ইয়াযীদ ইবনে শারীক হতে, তিনি উমার (রা)-কে ইমামের পিছনে সূরা পাঠ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন; তখন উমার (রা) বললেন, সূরা ফাতিহা পড়বে। তিনি প্রশ্ন করলেন, যদি আমি আপনার পিছনে সালাত পড়ি? তিনি বললেন, হাঁ, আমার পিছনে হলেও সূরা ফাতিহা পড়বে। তখন আমি বললাম ঃ যদি আপনি জোরে জোরে কিরাআত করেন তবুও আমি পড়বো? তিনি বললেন, আমি জোরে জোরে কিরাআত করলেও তুমি সূরা ফাতিহা (মনে মনে) পড়বে। (মুসতাদরাক হাকেম ১ম খণ্ড ২৩৯ পৃষ্ঠা)

তিনি তা সহীহ বলেন এবং ইমাম যাহাবী (রহ)ও তা সহীহ বলে স্বীকার করেছেন। তাবাকাত ইবনে সা'দ আবায়াতা ইবনে রাদ্দাদ হতে, তিনি উমার (রা) হতে ঃ

اخبرنا اسمعيل بن ابراهيم عن يزيد بن هارون عن شعبة عن ابراهيم بن محمد بن المنتشر عن عباية بن رداد قال سمعت عمر بن الخطاب يقول لا صلاة الابفاتحة الكتاب وشيئ معها فقال رجل : فان كنت خلف الامام؟ قال فاقرا فى نفسك.طبقات. جـ ٦، صـ ١٤٧

মুহাম্মাদ ইবনে সাদ বলেছেন, আমাদেরকে ইসমাইল ইবনে ইবরাহীম ইবনে বাস্সাম আল বাগদাদী আবূ ইবরাহীম তারজুমানী, (মৃত্যু ২৩৬ হিঃ) হাদীস বর্ণনা করেছেন ইয়াযীদ ইবনে হারুন হতে, তিনি ইমাম শু'বাহ হতে, তিনি ইবরাহীম ইবনে মুহাম্মাদ ইবনুল মুনতাশির হতে, তিনি আবায়াতা ইবনে রাদ্দাদ হতে তিনি বলেছেন ঃ আমি উমার (রা) মারফত একথা শুনেছি যে, তিনি বললেন, সূরা ফাতিহা এবং তার সাথে কুরআনের কিছু না পড়লে সালাত নেই। তখন এক ব্যক্তি প্রশ্ন করলো, যদি আমি ইমামের পেছনে থাকি তবুও কি সূরা ফাতিহা ও কুরআনের কিছু অংশ পড়তে হবে? তখন উমার বললেন, তুমি (সূরা ফাতিহা) মনে মনে পড়–

https://www.facebook.com/178945132263517

(তাবাকাত ৬ষ্ঠ খণ্ড ১৪৭ পৃঃ)। উমারের এ ধরনের নির্দেশ সম্বলিত বর্ণনা মুহাল্লা ইমাম ইবনে হাযম (রহ) (মৃত্যু ৪৫৬ হিঃ) বিভিন্ন সনদে ৩য় খণ্ড, ২৩৭ পৃষ্ঠায় তিনটি স্থানে উল্লেখ করেছেন। হানাফী আলেম ইমাম তাহাভী (রহ্) শারহে মাআনিল আসার গ্রন্থে এ সম্পর্কে স্বীকারোক্তি করেছেন। মোটকথা, উমার (রা) হতে উক্ত হাদীস তিনটা সূত্রে বর্ণিত অর্থাৎ তিনজন তাবেঈ হতে রেওয়ায়াত করেছেন মুহাল্লায় খায়সামা ইবনে আব্দুর রহমান ইবনে আবী সাবরাতা তাবেঈ উমার হতে, মুহাল্লার অনুরূপ রেওয়ায়াত ঐ সনদে মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বা ১ম খণ্ড ৩৬০ পৃষ্ঠায় মুত্তাসিল সনদে বর্ণিত। দ্বিতীয় জন ইয়াযীদ ইবনে শরীক মুসতাদরাক হাকেম, তাহাভী তৃতীয় জন অবায়াতা ইবনে রাদ্দাদ, তাবাকাত ইবনে সাদ, বায়হাকী।

আলী (রা) হতে ইমাম হাকেম আল মুসতাদরাক কিতাবে ১ম খণ্ড ২৩৯ পৃষ্ঠা তাহাবী (১) ২০৯ পৃষ্ঠা, দারাকুতনী ১২২ পৃষ্ঠা।

الزهری عن ابن ابی رافع عن آبیـه عـن علی رضی الله عنه انه کان یامران یقرأ خلف الامام فی الظهر والعصر فی الرکتین الاولین بفاتحة الکتاب وسورة وفی الاخرین بفاتحة الکتاب.

আলী (রা) নির্দেশ দিতেন যে, মুক্তাদীগণ যেন ইমামের পিছনে যোহর ও আসরের সালাতের প্রথম দু' রাকাতে সূরা ফাতিহা ও অন্য একটি সূরা পড়ে, আর শেষের দুই রাকাতে কেবল সূরা ফাতিহা পড়ে। যুহরী হতে উক্ত হাদীস তার বিশিষ্ট সাগরেদ মা'মার রেওয়ায়াত করেন, যা ইমাম বুখারী জুয্উল কিরাআতে এবং দারাকুতনী ১২২ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেছেন, দ্বিতীয় রাবী সুফিয়ান ইবনে হুসাইন যুহরী হতে যা তাহাভীতে বর্ণিত, রিজাল শাস্ত্রের মাপকাঠিতে হাদীসটি সহীহ বলে স্বীকৃতপ্রাপ্ত। সুফিয়ান ইবনে হুসাইন যুহরী মারফত রেওয়ায়াত করার পর ঐ রেওয়ায়াত মযবুত নয় বলে মন্তব্য করেছেন ইমাম নাসায়ী কিতাবুল মুহারেবায় তাহরীমুদ্দাম

https://www.facebook.com/178945132263517

অধ্যায়ে কিন্তু ঐ সাথে স্বীকার করেছেন যে, উক্ত সুফিয়ান যুহরী হতে হাজ্জের মউসুম ব্যতীত হাদীস শ্রবণ করেননি কিন্তু উক্ত হাদীস এমন শব্দে বর্ণিত। যাতে যুহরী হতে তা শোনার প্রমাণ বহন করে, যেমন সামেতু দ্বিতীয় শু'বা ঐ হাদীস তার মাধ্যমে রেওয়ায়াত করছেন।

অনুরূপভাবে উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা ও আবূ হুরায়রা (রা) আনহুমা হতে মুক্তাদীগণকে যোহর ও আসরের সালাতের প্রথম দু'রাকাতে সূরা ফাতিহা ও অন্য একটি সূরা পড়ার নির্দেশ দেয়া প্রমাণিত- বায়হাকী কিতাবুল কিরাআত ৬৬ পৃষ্ঠায় ঃ

شيبان بن فروخ ثنا عكرمة بن ابراهيم ناعاصم بن بهدلة عن ابى صالح عن ابى هريرة وعائشة رضى الله عنهما انهما كانا يامران بالقراءة خلف الامام فى الظهر والعصر فى الركعتين الا ولين بفاتحة الكتاب وشيئ من القرآن وكانت عئشة تقول يقرآ فى الاخرين بفاتحة الكتاب.

শায়বান ইবনে ফাররুখ আবূ মুহাম্মাদ আয়নী (১৪০-২০৬ হিঃ) তিনি ইকরামা ইবনে ইব্রাহীম হতে, তিনি আসিম ইবনে বাহদালা হতে, তিনি তাবেঈ আবূ সালেহ হতে, তিনি আবূ হুরায়রা ও আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহুমা হতে, উভয়েই ইমামের পিছনে যোহর ও আসরের সালাতে প্রথম দু' রাকাতে সূরা ফাতিহা ও কুরআনের কিছু অংশ পড়ার নির্দেশ দিতেন। আর শেষের দু' রাকাতে কেবল সূরা ফাতিহা পড়বে এ কথা 'মা' আয়েশা বলতেন। পূর্বে উল্লেখ হয়েছে উভয়েই সূরা ফাতিহা ব্যতীত সালাত খেদাজের হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইমাম তাহাভী (রহ) আবূ হুরায়রা ও মা আয়েশা (রা) উভয়েই ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পড়ার নির্দেশ দিতেন এ কথা স্বীকার করেছেন। আবূ হুরায়রা তো জোরে কিরাআতযুক্ত সালাতে

https://www.facebook.com/178945132263517

সূরা ফাতিহা মনে মনে নিঃশব্দে পড়ার হুকুম দিতেন যা সহীহ্ মুসলিম ও আবূ আওয়ানার বরাতে উল্লেখ করা হয়েছে। মোটকথা সাহাবা রাযিয়াল্লাহু 'আনহুমগণ সকল মহলেই যোহর ও আসরের সালাতে ইমামের পিছনে প্রথম দু' রাকাতে সূরা ফাতিহা এবং অন্য একটি সূরা এবং শেষের দু' রাকাতে কেবল সূরা ফাতিহা পড়তেন এ কথা অতি স্পষ্টভাবে প্রমাণিত। সুনান ইবনে মাজাহতে উত্তম সনদে বর্ণিত ঃ

حدثنا محمد بن يحى ثنا سعيد بن عامر ثنا شعبة عن مسعر عن يزيد الفقير عن جابر بن عبد الله قال كنا نقرآ فى الظهر والعصر خلف الامام فى الركعين الا ولين بفاتحة الكتاب وسورة وفى الاخرين بفاتحة الكتاب.

অতএব সাহাবাগণ নির্বিচারে যোহর ও আসরের সালাতে ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহাসহ একটি সূরা এবং শেষ দু' রাকাতে কেবল সূরা ফাতিহা পড়তেন।

মোটকথা, যে সকল সাহাবায়ে কেরাম কর্তৃক মুক্তাদীকে ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পড়ার নির্দেশমূলক হাদীস বর্ণিত হয়েছে তাঁরা সবাই ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পড়তেন। তাঁরা তাদের শাগরেদগণকে এবং শাগরেদগণ অনুরূপ পরবর্তীদেরকে এর নির্দেশ দিতেন। এতে কারো দ্বিমত প্রমাণিত হয়নি। যথা উবাদা ইবনে সামেত, আনাস ইবনে মালেক, আবূ কাতাদাহ, আবূ হুরায়রা, উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা, আবুদ্দারদা, আবূ সাঈদ খুদরী, আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস প্রমুখ, আমীরুল মু'মিনীন উমার, আলী এবং উবাই উবনে কা'ব, মুআয ইবনে জাবাল, জাবের ইবনে আবদুল্লাহ, ইমরান ইবনে হুসাইন, আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাযিয়াল্লাহু আনহুম এবং তাঁদের শাগরেদগণ যথা ইমাম শা'বী, সাঈদ ইবনে

https://www.facebook.com/178945132263517

মুসাইয়েব, সাঈদ ইবনে জুবায়র, আতা ইবনে আবী রাবাহ, হাসান বাসরী, মায়মুন ইবনে মেহরান, মুজাহিদ, মাকহুল, হাস্‌সান ইবনে আতিইয়াহ এক কথায় তাবেয়ীগণের অসংখ্য ব্যক্তি পরবর্তী যুগে তাবা তাবেঈ ও তাদের ছাত্র ও দীনের ইমামগণ যেমন ইমাম আওযাঈ, আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারাক, ইমাম মালেক, শাফেঈ, আহমাদ (রহ) গণের মাযহাব। এমনকি ইমাম আহমাদ (রহ) হতে বর্ণিত যে, জানাযার সালাতের সূরা ফাতিহা পড়তে হবে, যেহেতু তাকে সালাত বলা হয়েছে। আবদুল্লাহ ইবনুল মাসউদ সাহাবী (রা) জানাযায় সূরা ফাতিহা পড়তেন, তবে ইমামদের মধ্যে ইমাম মালেক (রহ) ও ইমাম আহমাদ (রহ)-এর অনুসারীদের কেউ কেউ বলেছেন ঃ যে সব রাকাতে ইমাম জোরে কিরাআত করেন না, ঐসব রাকাতে মুক্তাদী ইমামের পিছনে সূরা পড়বে অথবা এমন স্থানে মুক্তাদীর অবস্থান যেখান থেকে সে ইমামের কিরাআত শুনতে পায় না সে স্থানে ইমাম জোরে কিরাআত করলেও মুক্তাদী পড়বে। তবে ইমাম আহমাদ (রহঃ) হতে জোরে কিরাআতযুক্ত সালাতেও মুক্তাদীর সূরা ফাতিহা পড়ার কথা বলেছেন। আবূ ইসহাক ইব্‌রাহীম ইবনে আবী তালেব (মৃত্যু ২৯৫ হিঃ) বলেছেন ঃ আমি ইমাম আহমাদকে ইমামের জোরে কিরাআত অবস্থায় মুক্তাদীর পড়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি বললেন ঃ সূরা ফাতিহা পড়বে। (সিয়ারে আ'লা মুন নুবালা ১৩শ খণ্ড, ৫৫০-৫৫১ পৃষ্ঠা)

ابو اسحاق ابراهيم بن ابى طالب المتوفى - ٢٩٥ (٥) قال سالت احمد عن القراءة فيما يجهر فيه الامام، فقال يقرا بفاتحة الكتاب، سيرآ علام النبلاء جـ ١٣، صـ ٥٥٠-٥٥١

https://www.facebook.com/178945132263517

উপ-মহাদেশের খ্যাতনামা মনীষীদের আমল ও অভিমত

উপমহাদেশে সর্বসাধারণের মধ্যে পরিচিত খাজা নিজামুদ্দীন ওলী বাদায়ুনী। শাইখ নিজামুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবনে আহমাদ আল বাদায়ুনী (জন্ম ৬৩৬ হিজরী মৃত্যু ৭২৫ হিঃ) ৮৫ বছর বয়সে দিল্লীতে মারা যান। তার জীবনী আরবী ভাষায় 'নুযহাতুল খাওয়াতির' প্রসিদ্ধ কিতাব যা ভারতীয়দের ইতিহাস সম্বলিত ৮ম খণ্ডে সমাপ্ত; তার ২য় খণ্ডে ১২০ হতে ১২৫ পৃষ্ঠায় উল্লেখ হয়েছে যে ঃ

نظام الدين الولى البدايونى المولود - ٦٣٦ المتوفى ٧٢٥ هـ وكان يجوز القراءة بالفا تحة خلف الامام وكان يقرآها فى نفسه.

তিনি ইমামের পিছনে সালাতে সূরা ফাতিহা পড়া বৈধ বলতেন এবং নিজেও তা মনে মনে পড়তেন।

فعرض عليه بعض اصحابه ماروى انى وددت ان الذى يقرآ خلف الامام فى فيه جمرة.

যে ব্যক্তি ইমামের পিছনে কিরাআত করে, আমার কামনা যে তার মুখের মধ্যে আগুনের অঙ্গার হোক; তখন তিনি বললেন ঃ

فقال : وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن يقرأ بفاتحة الكتاب فالحديث مشعر ببطلان الصلاة لمن لم ليقرأ الفاتحة على انه قد صح فى الاصول ان الا خذبا لا حوط والخروج من الخلاف اولى.

এ কথা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে সহীহ রূপে প্রমাণিত যে, যে ব্যক্তি ফাতিহা না পড়বে তার সালাত বাতিল, আর মুখে অঙ্গার ভরার কথা বলে ভয় দেখানো হয়েছে।

https://www.facebook.com/178945132263517

وانی اتحمل الوعید ولا استطیع ان تبطل صلاتی.

আমি ঐ ভয় দেখানো ব্যাপারটা সহ্য করতে পারবো, কিন্তু আমার সালাত বাতিল হয়ে যাবে এ ক্ষতি সহ্য করতে পারবো না। শারঈ নীতি মানার ক্ষেত্রে এ কথা খাঁটিভাবে প্রমাণিত যে, এখতেলাফী মাসআলায় সাবধানতামূলক নীতি অবলম্বন করা এবং এখতেলাফ হতে বের হওয়া অর্থাৎ নিষ্কৃতি পাওয়াই উত্তম নীতি। এছাড়া উক্ত বইয়ের টীকায় উল্লেখিত যে, ঐ তথাকথিত কথাটা অর্থাৎ ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পড়লে মুখে আগুনের অঙ্গার ভরা হবে বাতিল কথা যা আদৌ সহীহ নয়। শাইখ নিজামুদ্দীন (রহ) ঐ ধরনের রেওয়ায়াত– যা নির্ভরযোগ্য হাদীসের কিতাবে পাওয়া যায় না, সে সম্পর্কে বলতেন ঃ

اذا سمعتم بالحدیث فلم تجدوہ فی الصحاح فلا تقولوا انه مردود، بل قولوا : ما وجدناہ فی الکتب الملتقاۃ بالقبول.

অর্থাৎ তোমরা যদি কোনো হাদীস শুন আর তা হাদীসের সহীহ কিতাবসমূহে না পাও, তবে বল না তা মরদুদ বরং বল যে, আমরা তা ঐ সব হাদীসের কিতাবে পাইনি যেগুলো মাকবুল বলে গৃহীত হয়েছে। অনুরূপ নকশাবন্দী তরীকার মুজাদ্দেদ শায়েখ আব্দুল বাকী ইবনে আব্দুস সালাম আল বাদায়ুনী (৯৭২-১০১৪ হিঃ) যিনি মুজাদ্দেদ আলফেসানীর উস্তাযও ছিলেন; তাঁর জীবনীতে উল্লেখিত হয়েছে ঃ

وکان یختار الاحوط فی العبادات والمعا ملات، ولذلك کان یقرأ بالفاتحة خلف الامام فی الصلاۃ لکثرۃ الاحادیث الوا ردۃ فی قراءتها وقوۃ دلیلها–نزهة الخواطر. ج ٥، ص ٢٠٣.

অর্থাৎ তিনি ইবাদাত ও মু'আমালাত দ্বীনী ইবাদাত বন্দিগীর ব্যাপারে এবং দীনী অন্যান্য আমলে সবচেয়ে নিরাপদ তরীকা গ্রহণ করে চলতেন।

https://www.facebook.com/178945132263517

এজন্যই তিনি সালাতে ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পড়তেন। ইমামের পিছনে সালাতে সূরা ফাতিহা পড়ার হাদীস সংখ্যাধিক্য হওয়ায় এবং তার দলীল মযবুত হওয়ায় তিনি ঐ আমল করতেন। (নুযহাতুল খাওয়াতির ৫ম খণ্ড ২০৩ পৃষ্ঠা)

শাইখ নিজামুদ্দীন ওলী (রহ)-এর বিশিষ্ট সাগরেদগণ সবাই সব সালাতে ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পড়তেন, এ জন্য ঐ যুগের মুকাল্লিদগণ তাদেরকে শাফেঈ বলে মন্তব্য করতেন। 'ইসলাম ও তাক্লীদ' বইয়ে আমরা তার বর্ণনা উল্লেখ করেছি। তারা নির্দিষ্ট কোনো মাযহাবের তাক্লীদ না করে মাযহাবের শারঈ আহ্কামের ব্যাপারে অধিক সাবধানতামূলক নীতি গ্রহণ করতেন। যেমন তাঁর বিশিষ্ট সাগরেদ আল্লামা ফাখরুদ্দীন যাররাদী (রহ) পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন ঃ

يعملون بالمذهب الاحوط ولا يقبلون المذهب المعين كما قال بعضهم : الصوفى من لا مذهب له، يقول ان اختيار المذهب المعين بدعة، والامر بالسؤال من غير تعيين يدل على اختيار المذهب المعين بدعة والقياس كذلك لكونه ترجيحا بلا مرجح وحرجا في المكلفين، نزهة الخواطر جـ ٢، صـ ١٠٢-١٠٣

সুফীগণ ঐ মাযহাব মুতাবেক আমল করে থাকেন যাতে সাবধানী নীতি অধিক গৃহীত হয়েছে। যেমন সুফীয়ায়ে কেরামদের কেউ কেউ মন্তব্য করেছেন সুফীগণ মাযহাবে লা-মাযহাবী; তারা বলতেন, নির্দিষ্ট মাযহাব এখতিয়ার করা বিদআত। কুরআন মাজীদে 'ফাসআলু আহলায যিকর' তোমরা কোনো কথা না বুঝলে আহলুয যিকর আলেমকে জিজ্ঞেস করো, এতে নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তি (নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাড়া)-কে নির্ধারিত করা হয়নি, ফলে এর মর্মে ঐ কথারই দলীল প্রমাণিত যে, নির্দিষ্ট কোনো মাযহাব ধরা বিদআত। আর কিয়াস জ্ঞানের পরিমাপ হিসাবে এটাই সম্মত। কেননা

https://www.facebook.com/178945132263517

তাতে এমন কথা বা মতকে প্রাধান্য দেয়া হয় যা প্রকৃত অগ্রাধিকার প্রাপ্ত নয়, আর এতে শরীয়তের ব্যাপারে আদিষ্টদের উপর সংকীর্ণতা করা হয় (নুযহাতুল খাওয়াতির- মুদ্রণ ঃ ভারত ২য় খণ্ড ১০২-১০৩ পৃষ্ঠা)। ঐ যুগের অর্থাৎ হিজরী অষ্টম শতাব্দীর আলেম ফকীহ শায়েখ ফাযলুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আইয়ুব আল-হানাফী আল-মুলতানী (মৃত্যু ৭৩৫ হিজরী) তাঁর লিখিত কিতাব 'ফাতাওয়া সুফীয়ার' মন্তব্য করে ঃ তিনি তাঁর ঐ কিতাবে তাঁর দাদা মারফত ফাতওয়ার কিতাব হতে উল্লেখ করেছেন যে ঃ

كان عصام بن يوسف يقرآ خلف الامام وانه صلى مع اكثر من ثلاثين فقيها من بين تلا ميذ الامام وآصحابه من البلخيين كلهم كانوا يقرآون خلف الامام.

ইসাম ইবনে ইউসুফ ইমামের পিছনে (সূরা ফাতিহা) পড়তেন। তিনি ইমাম আবূ হানীফা (রহ)-এর ত্রিশ জন সাগরেদ-ফকীহগণের পিছনে সালাত আদায় করেছেন, যারা ছিলেন বালাখ এলাকার লোক। তারাও সকলে ইমামের পিছনে ফাতিহা পড়তেন। উক্ত কিতাবখানি আমার উস্তায মরহুম আল্লামা শাইখ আব্দুল জলীল সামরূদী (রহ)-এর লাইব্রেরীতে মওজুদ। ঐ ব্যক্তির পরিচয় উমার রেজা কাহ্হালার 'মু'জামুল মুয়াল্লেফীন' যা ১৬ খণ্ডে সমাপ্ত তার ৮ম খণ্ডের ৭৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য, এই লেখকের কাছে তা মওজুদ– উক্ত ফাতাওয়া সূফীয়ার আরো মন্তব্য নিম্নরূপ ঃ

وقد اتفق الناس على جوازها وان الصلاة التى اتفق الناس على جوازها اولى من الصلاة التى اختلف الناس فى جوازها.

অর্থাৎ যে সালাতে সূরা ফাতিহা পঠিত হয় ঐ সালাত সকল ইমামের কাছে যথেষ্ট বলে প্রমাণিত, ঐ সন্দেহপূর্ণ সালাত থেকে যাতে সূরা ফাতিহা পড়া হয় না।

https://www.facebook.com/178945132263517

আল্লামা আব্দুল হাই লক্ষ্ণৌভী (রহ) 'আলফাওয়ায়িদুল বাহিইয়াহ্ ফী তারাজিমিল 'হানাফিয়াহ' নামক কিতাব হানাফী মাযহাবের আলিম ফকীহগণের জীবনী সম্বলিত অতি তথ্যপূর্ণ মূল্যবান কিতাব যা ভারতে ও লেবাননে মুদ্রিত (আমাদের কাছে লেবাননে মুদ্রিত খানা মওজুদ)। তাতে ইসাম ইবনে ইউসুফের জীবনী আলোচনায় উল্লেখিত আছে যে, তিনি ইমাম আবূ হানীফার ৩০ জন শাগরেদ এর শাগরেদ শায়েখ ইসাম ইবনে ইউসুফ ইবনে মায়মুন আবূ ইসমাতা ইনি বালাখ এলাকার বাসিন্দা ছিলেন; আবূ ইউসুফের সাহচর্যে দীর্ঘদিন ছিলেন, ইনি ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পড়তেন এবং রুকু যাওয়ার কালে ও উঠার সময় রাফউল ঈদায়েন করতেন। ইনি আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক (রহ) এরও সাগরেদ ছিলেন। আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক সালাতে রাফউল ইয়াদায়েন এবং ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পড়তেন আর বলতেন ঃ আমল ঈমানের অন্তর্ভুক্ত ও বাড়ে ও কমে অর্থাৎ ইমাম আবূ হানীফা ও তার উস্তাদ হাম্মাদের পরিপন্থী আকীদা পোষণ করতেন। উক্ত ইসাম ইবনে ইউসুফ সম্পর্কে মন্তব্য করা হয়।

وكان صاحب حديث يرفع يديه عند الركوع والرفع منه وكان من ملازمی ابی یوسف.

আল্লামা আবদুল হাই লক্ষ্ণৌভী (রহ) দুঃখ করে বলেছেন ঃ

والى الله المشتكى من جهلة زماننا حيث يطعنون على من ترك تقليد امامه في مسئلة لقوة لليلها...... وانما العجب ممن يتشبه بالعلماء ويمشى مشيتهم كالا نعام.

আল্লাহ্র কাছে আমাদের মনের দুঃখ পেশ করা থাকলো, আমাদের যুগের জাহেলদের অবস্থার কারণে। তারা দোষারোপ করেন ঐসব লোকদের যারা ইমামের তাকলীদ পরিহার করে কোনো মাসআলায় তার দলীল মযবুত হওয়ার কারণে। জনসাধারণের পক্ষ হতে ঐ ধরনের আচরণে

https://www.facebook.com/1789451322263517

কিছু আশ্চর্য হবার নাই। বরং আশ্চর্য হতে হয় ঐ সমস্ত ব্যক্তিবর্গ সম্পর্কে যারা আলেমদের সাথে সম্পর্ক দেখায় অথচ তারা চালচলনে পশুর ন্যায় বিবেকহীন। (আল-ফাওয়ায়িদুল বাহিইয়াহ্ ফী তারাজিমীল হানাফিইয়া ১১৬ পৃষ্ঠা, ছাপা বৈরুত, লেবানন, ১৩২৪ হিঃ)

বিভিন্ন হাদীসের মধ্যে সামঞ্জস্য

আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত হাদীস এবং সাহাবাগণের (রা) তরীকা সামনে রেখে হাদীস গ্রহণ করার ইন্‌সাফ ভিত্তিক মনোভাব পোষণ করলে হাদীসের মধ্যে আপাততঃ বৈপরিত্যমূলক অর্থের সমাধান হয়ে যায়। সাহাবাগণ যোহর-আসর সালাতে ইমামের পিছনে প্রথম দু'রাকাতে সূরা ফাতিহাসহ অন্য একটি সূরা পড়তেন এ কথা বহু সাহাবা হতে বিভিন্ন সহীহ সনদে প্রমাণিত। এমনকি ইবনে মাসউদ (রা) একদা ইমামের পিছনে সূরা মারয়ামের অংশ-বিশেষ পড়ছিলেন যা তাঁর সাগরেদ পাশে থেকে শুনে বর্ণনা করেছেন এ কথা প্রমাণিত। কিন্তু অনেক সময়ে সাহাবাদের (রা) কেউ কেউ যোহর আসরের সালাতে ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা ছাড়া অন্য সূরা পড়ার সময় অজান্তে জোরে জোরে কিরাআত করেন। ফলে আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কিরাআতের সাথে মুক্তাদীর ঐ কিরাআতের টক্কর হয়, যেন উভয়ের কিরাআতের মধ্যে টানাটানি চলছে। যেমন সহীহ মুসলিমে তিনটি সনদে সাহাবী ইমরান ইবনে হুসাইন বলেছেন ঃ

আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে যোহর কিংবা আসর সালাত পড়ান। একজন লোক রাসূলের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পিছনে সাব্বিহিস্‌সমা রাব্বিকাল আলা সূরা পড়তে থাকে। তারপর তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাম ফিরিয়ে বললেন, তোমাদের মধ্যে কে আমার পিছনে সাব্বিহিস্‌মা রব্বিকাল আলা পড়ছিলে?

https://www.facebook.com/178945132263517

একজন লোক বললো, আমি পড়ছিলাম, তবে আমার উদ্দেশ্য ভালো ছিলো। তখন রাসূল ﷺ বললেন, তাই অনুভব করি যে, আমার সাথে কিরাআত পড়ায় টানাটানি করছে। এ হাদীসটি সুনানে আবূ দাউদ ও অন্যান্য সুনান এবং সুনানুল কবীর 'বায়হাকীতেও' বর্ণিত হয়েছে। বিভিন্ন বর্ণনায় উল্লেখ হয়েছে যে, এরপর মুসাল্লীগণ রাসূল ﷺ-এর পিছনে জোরে জোরে কিরাআত করা হতে সাবধান হয়ে গেলেন। এতে প্রমাণিত হয় যে, ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা জোরের কিরাআতে বা যোহর ও আসরে ফাতিহার সাথে অন্য সূরা মনে মনে পড়তে নিষেধ করা হয়নি। ইমাম বায়হাকী (রহ) সুনানুল কাবীর গ্রন্থের ২য় খণ্ডের ১৬২ পৃষ্ঠায় এই সামঞ্জস্য বিধানের বিষয়টি অতি সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন। কেননা খোদ ইমরান ইবনে হুসাইন সাহাবী (রা) ইমামের পিছনে ফাতিহা পড়ার নির্দেশ দিতেন যা অতি উত্তম সনদে তাঁর কাছ থেকে হাসান বাসরী (রহ) রেওয়ায়াত করেছেন। এটা সর্বজনবিদিত যে, তাবেয়ী হাসান বাসরী (রহ)ও ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পড়তেন এবং অন্যদেরও তা পড়ার নির্দেশ দিতেন। অনুরূপ ঘটনা আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি ইমামের পিছনে জোরে কিরাআতযুক্ত সালাতে সূরা ফাতিহা পাঠের নির্দেশ দিতেন। এ কথা সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে। এভাবে সমস্ত হাদীসের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের সহীহ তরীকা প্রমাণিত হতে পারে। তাছাড়া জোরে কিরাআত বিশিষ্ট সালাতে ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পড়ার নির্দেশ খোদ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে একাধিক হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। এ কথা ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে এবং স্বয়ং ইমাম তাহাভী (রহ) তা স্বীকার করেছেন।

উল্লেখ্য, জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) কর্তৃক বর্ণিত, "যে ব্যক্তি ইমামের পিছনে সালাত পড়বে, ইমামের কিরাআত তার কিরাআত।" এ হাদীস দ্বারা হানাফী ভাইগণ ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা না পড়ার দলীল পেশ করে থাকেন। কিন্তু এর মর্ম এবং যেসব হাদীসে ইমামের পিছনে

https://www.facebook.com/178945132263517

মুক্তাদীর সূরা ফাতিহা পড়ার তাকীদ এসেছে– উভয়ের মধ্যে কোনোরূপ বৈপরিত্য নেই। কেননা যে সমস্ত সালাতে ইমাম সশব্দে কিরাআত করবে ঐ সমস্ত সালাতে মুক্তাদীগণ কেবল সূরা ফাতিহা পড়ে আর অন্য কোন সূরা পড়বে না। বরং ইমামের কিরাআতই তাদের জন্য যথেষ্ট হবে। যে সমস্ত সালাতে ইমাম মনে মনে কিরাআত করবে, সে ক্ষেত্রে মুক্তাদীর কিরাআত পড়ার অবকাশ তো রয়েছেই, যা ইতোপূর্বে আলোচিত হয়েছে। এছাড়া হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী (রহ) বলেছেন, وكلها معلولة، تلخيص الحبير. ص ٨٧ জাবের (রা)-এর বর্ণিত ঐ হাদীসটার যাবতীয় সূত্রগুলো দূষণীয়।

হানাফী মাযহাব প্রমাণে যে নীতি অবলম্বন করা হয়েছে তার বর্ণনা

ইমাম মুহাম্মাদ (রহ) এর 'মুয়াত্তা' গ্রন্থে 'ইমামের পিছনে কিরাআত অধ্যায়' উল্লেখ হয়েছে। তাতে প্রথমে আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত পূর্বোল্লিখিত হাদীসটি স্থান পেয়েছে এবং তার জবাব দেয়া হয়েছে। 'মুয়াত্তা' গ্রন্থে আবূ হুরায়রা (রা) হতে এ কথাও বর্ণনা করা হয়েছে যে, তিনি মুক্তাদীকে ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পড়ার নির্দেশ দিতেন। আবূ হুরায়রা (রা)-এর উক্ত নির্দেশ পেশ করার পর তিনি তার থেকে এমন একটি হাদীসও উল্লেখ বা সংগ্রহ করতে সমর্থ হননি, যাতে বলা হয়েছে যে, মুক্তাদীর সূরা ফাতিহা পড়া চলবে না কিংবা সূরা ফাতিহা ছাড়াই সালাত হয়ে যাবে। এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিংবা কোনো একজন সাহাবী হতে স্পষ্টাক্ষরে নির্দেশ সম্বলিত একটি বর্ণনাও তিনি পেশ করতে পারেননি। সাহাবী জাবের (রা) হতে মারফুভাবে ঐ হাদীসই পেশ করেছেন যার মর্ম 'ইমামের কিরাআত মুক্তাদীর কিরাআত।' এ হাদীসের উত্তর ইতোপূর্বে আমরা ব্যাখ্যা করেছি। তবে তাতে (মুয়াত্তায়) এক আজগুবী সনদ উল্লেখ করা হয়েছে। তা নিম্নরূপ ঃ

https://www.facebook.com/1789451322263517

قال محمد حدثنا الشيخ ابو على قال حدثنا محمود بن محمد المروزى قال حدثنا سهل بن العباس الترمذى قال حدثنا اسمعيل بن علية عن ايوب عن ابن الزبير عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من صلى خلف الامام فان قراءة الامام له قراءة.

ইমাম মুহাম্মাদ বলেছেন ঃ আমাদেরকে শায়েখ আবূ আলী, মাহমুদ ইবনে মুহাম্মাদ আল মারওয়াযী হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ আমাদেরকে সাহল ইবনে আব্বাস তিরমিযী হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি ইসমাইল ইবনে ইব্রাহীম হতে (যিনি ইবনে উলাইয়াহ নামেও পরিচিত, মৃত্যু ৯২ হিজরী), তিনি আইউব ইবনে আবী তামীমা সাখতিয়ানী (জন্ম ৬৮ হিঃ মৃত্যু ৬৩ বছর বয়সে ১৩১ হিজরীতে মারা যান) হতে, তিনি ইবনুয্ যুবায়র (মৃত্যু ৭৩ হিঃ) হতে, তিনি সাহাবী জাবের ইবনে আবদুল্লাহ হতে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেনঃ 'যে ব্যক্তি ইমামের পিছনে সালাত পড়বে তার জন্য ইমামের কিরাতই যথেষ্ট। (মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মাদ ঃ ৯৬ পৃষ্ঠা) এই সনদটি সম্পূর্ণ বানোয়াট। নিজেদের মাযহাব মজবুত করার জন্য এক অবাস্তব সনদ তৈরি করে ঐ গ্রন্থের অভ্যন্তরে অনুপ্রবিষ্ট করানো হয়েছে। কেননা উল্লেখিত সনদের মাহমুদ ইবনে মুহাম্মাদ মারওয়াযীর মৃত্যুর বছর হচ্ছে ২৯৭ হিজরী। অর্থাৎ তিনি হিজরী তৃতীয় শতকের লোক। আর তাঁর মাধ্যমে বর্ণনাকারী রাবী হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর। মুয়াত্তার উক্ত সনদে প্রমাণিত যে, মাহমুদ ইবনে মুহাম্মাদ আল মারওয়াযী এর শাগরেদের শাগরেদ হচ্ছেন ইমাম মুহাম্মাদ। অথচ ইমাম মুহাম্মাদের মৃত্যু হয়েছে ১৮৯ হিজরী সনে। অর্থাৎ প্রমাণ হচ্ছে যে, উস্তাযের উস্তায মারা যাচ্ছেন হিজরী ২৯৭ সনে আর

https://www.facebook.com/1789451322263517

শাগরেদের সাগরেদ ইমাম মুহাম্মাদ মারা যাচ্ছেন ১৮৯ হিজরী সনে। অতএব ১০৮ বছর পূর্বে মৃত তাঁর শাগরেদ কেমন করে ঐ মুহাম্মাদ হাদীস শ্রবণ করলেন? তবে কি কবর থেকে পুনরুত্থানের মাধ্যমে শ্রবণ করেছেন! তাছাড়া তো ঐরূপ বর্ণনা বাস্তবে সম্ভব নয়। এতো বছর পূর্বে ইন্তেকাল করে তিনি কিভাবে ঐ বর্ণনা করলেন এবং বললেন "আমাকে শায়েখ আবূ আলী এ মর্মে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আমায় মাহমুদ ইবনে মুহাম্মাদ মারওয়াযী হাদীস বর্ণনা করেছেন?" এ জন্যই বলা হয় যে, যারা সালাতের সাথে অপলাপ করতে চায় তাদের সাধারণ কাণ্ডজ্ঞানও থাকে না। ঐ সনদে আরো একটি অবাস্তব কথা উল্লেখ হয়েছে। তাহলো, আইউব সাখতিয়ানী (জন্ম ৬৮ হিঃ মৃত্যু ১৩১ হিঃ)-এর ইবনুয্ যুবায়ের হতে বর্ণনাকৃত। ইবনুয যুবায়র যখন মাক্কায় মারা যান তখন আইউব সাখতিয়ানী বসরায় পাঁচ বছরেরও কম বয়সের শিশু। এটা সুনিশ্চিত যে, তিনি ইবনুয্ যুবায়েরকে চোখেও দেখেননি। তাই এটা যে একটি সম্পূর্ণ বানোয়াট ও মনগড়া সনদ তাতে কোনো সন্দেহ নেই। (ঐ সনদে বর্ণিত ঐ হাদীসটি দেখুন তারীখে বাগদাদ ১৩শ খণ্ড ৯৪ পৃষ্ঠায়)

এছাড়া উক্ত সনদে উল্লেখিত সাহল ইবনুল আব্বাস তিরমিযী রাবী হাদীস বর্ণনায় পরিত্যাজ্য ব্যক্তি। এ কথা বলেছেন হানাফী পণ্ডিত আল্লামা যায়লায়ী এবং এ প্রসঙ্গে তিনি কোনো দ্বিমত উল্লেখ করেননি। ইমাম মুহাম্মাদের উক্ত মুয়াত্তায় আরেকটি গলদ কথা উল্লেখিত হয়েছে। তাহলো ঃ ইমাম মুহাম্মাদ উসামা ইবনে যায়দ নামক রাবীর মাধ্যমে, তিনি কাসেম ইবনে মুহাম্মাদ হতে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি ইমামের পিছনে ফাতিহা পড়তেন না। অথচ এটা সহীহ্ সনদে প্রমাণিত কথার পরিপন্থী। কারণ উক্ত কাসেমের বিশ্বস্ততম দু'জন শাগরেদ হচ্ছেন ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আনসারী এবং রাবীআ ইবনে আবদুর রহমান। এ দু'জন রাবী হতে খোদ ইমাম মালেক (রহ) তাঁর 'মুয়াত্তা' গ্রন্থে রেওয়ায়াত করেছেন ঃ

https://www.facebook.com/178945132263517

ان القاسم بن محمد كان يقرأ خلف الامام فيما لا يجهر فيه الامام بالقراءة.

কাসেম ইবনে মুহাম্মাদ ইমামের পিছনে ঐসব রাকাতে ফাতিহা পড়তেন যে রাকাতগুলোতে ইমাম জোরে কিরাআত করতেন না। এটা মুয়াত্তা ইমাম মালেক এর ১৮৭ নং হাদীসে যা সহীহ ও নিখুঁত সনদে বর্ণিত। সব মহলে এ কথা স্বীকৃত যে, মর্যাদার দিক দিয়ে মুয়াত্তা ইমাম মালেক (রহ) এর সমতুল্য গ্রন্থ ইমাম মুহাম্মাদের মুয়াত্তা কস্মিনকালেও হতে পারে না। বিশ্বের সকল বিদ্বান এ কথা অকপটে স্বীকার করেছেন। তেমনি ইমাম মুহাম্মাদ ইমাম মালেকের সম মর্যাদার হওয়া দূরে থাকুক, ইমাম মালেকের যে সব শাগরেদ তাঁর থেকে তাঁর মুয়াত্তা বর্ণনা করেছেন তাঁদেরও সমতুল্য নন। অনুরূপ ইমাম মুহাম্মাদের উস্তায উসামা ইবনে যায়েদ (তার মাধ্যমে ইমাম মুহাম্মাদ বর্ণনা করেছেন যে, কাসেম ইবনে মুহাম্মাদ ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পড়তেন না এই ব্যক্তি) হাদীস বর্ণনায় ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ আনসারী এবং রাবীআ ইবনে আবদুর রহমান (যাঁরা উক্ত কাসেম হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি ইমামের পিছনে নীরবে কিরাআতযুক্ত রাকাতগুলোতে পড়তেন) এই দুই মনীষীর সমপর্যায়ভুক্ত কিছুতেই নন। রিজালশাস্ত্রের সামান্যতম ছাত্রগণ এ কথা অবগত।

আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হতে একটি মারফু হাদীস উল্লেখ করে বলা হয় যে, ইমামের কিরাআতই মুক্তাদীর কিরাআত। হাফেয যায়লায়ী (রহ) তাবারানী আওসাতের বরাতে এটা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হতে ঐ হাদীসের বর্ণনাকারী হচ্ছেন আবূ হারূন আল-আবদী। ঐ রাবী সম্পর্কে ইমাম শু'বা বলতেন যে, যদি আমার গর্দান কাটা পড়ে তবুও আমি আবূ হারূন আল-আবদী হতে হাদীস বর্ণনা করবো না। সে

https://www.facebook.com/178945132263517

আবূ সাঈদ খুদরীর নামে এমন সব হাদীস বর্ণনা করতো যা সাহাবী আবূ সাঈদ খুদরী কোনো দিনও বর্ণনা করেননি। তাঁর সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, সে ফেরআউন-এর চেয়েও বড় মিথ্যুক। (মীযানুল এতেদাল ৩য় খণ্ড ১৭৩-১৭৪ পৃষ্ঠা)

ফিকহের মশহুর কিতাব হিদায়ার লেখক ও তাঁর নীতি

মুক্তাদী ইমামের পিছনে ফাতিহা পড়বে না, ইমাম শাফে'ঈর অভিমতের ব্যতিক্রম, তাঁর দলীল– সূরা ফাতিহা পড়া সালাতের রুকন, অতএব ইমাম মুক্তাদী উভয়েই রুকনে শরীক, আর আমাদের হানাফীদের কাছে দলীল قراءة الامام قراءة له এই হাদীস কিন্তু ঃ لا صلاة الا بفاتحة الكتاب। এই হাদীসের সমতুল্য কোনো দিন নয়। ঐ হাদীস সহীহ বুখারী, মুসলিম ও বিভিন্ন হাদীসের গ্রন্থে দশ বারজন সাহাবা কর্তৃক রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত এবং বড় বড় সাহাবা যেমন উমর, আলী, ইবনে আব্বাস, আবদুল্লাহ ইবনে আমর, আবূ হুরায়রা, উবাদা ইবনে সামেত— এই পাঁচজন সাহাবা (রা) হতে সূরা ফাতিহা ইমামের পিছনে পড়া, তাঁর নির্দেশ। এ কথা হেদায়া কিতাবের লেখক অপেক্ষা অনেকগুলি হাদীস সম্পর্কে অভিজ্ঞ ইমাম তাহাভীর কিতাবে স্বীকৃত। এছাড়া ওসমান, উবাই ইবনে কা'ব, মুআজ ইবনে জাবাল, আনাস ইবনে মালিক, আবূ সাঈদ খুদরী ইত্যাদি সাহাবাগণের (রা) ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পড়া ও পড়ার নির্দেশ সহীহ সনদে প্রমাণিত; তবুও হেদায়াওয়ালা দাবী করে বসেছে যে, ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা না পড়ার প্রতি সাহাবার এজমা আছে। আল্লামা আবদুল হাই লক্ষ্ণৌভী (রহ) হেদায়ার লেখক ও ইমাম গায্যালী (রহ) সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন ঃ

https://www.facebook.com/178945132263517

ومن المعلوم ان صاحب الهداية ومؤلف الاحياء ليسوا من المحدثين ولا من المخرجين ... انهم ذكروا فى كتب الفروع والتصوف ما لا اصل له وادى ذلك ال التلف، ظفر الاما نى شرح مقدمة الجرجا نى. صـ ١٨٩-١٩٠

এটা নিশ্চিতভাবে জানা কথা যে, হিদায়ার লেখক এবং এহয়াউল উলুমের লেখক মুহদ্দিসগণের অন্তর্ভুক্ত নন এবং তারা হাদীস বর্ণনাকারী মুহাদ্দিসও নন বা হাদীসের সনদ যাচাইকারীদের মধ্যেও ছিলেন না। তারা তাদের কিতাবে ফুরূঈ মাসআলায় বা তাসাউফের আলোচনায় এমন সব উক্তি করেছেন যার অস্তিত্ব আদৌ নেই। এর কারণে বড় সর্বনাশের উদ্যানে পৌঁছেছে (যাফারুল-আমানী শারহে মুকাদ্দামা আল জুরজানী ১৮৯-৯১ পৃষ্ঠা)। তবে হেদায়াওয়ালা যে ঘর নিজে বেঁধেছিলেন তা নিজ হাতে ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়ে ঐ দাবীর বিপরীত মন্তব্য করেছেন যে ঃ

ويستحسن على سبيل الاحتياط فيما يروى عن محمد رحمه الله.

এহতিয়াত হিসাবে সূরা ফাতিহা পড়াই উত্তম নীতি। এটা মুহাম্মাদের উক্তিতে বর্ণনা করা হয়ে থাকে। লোকসানের আশংকা হতে নিষ্কৃতি পাবার জন্য যে সতর্কতার নীতি অবলম্বন করা যায় তাকে আরাবীতে এহতিয়াত বলা হয়। ঐ এহ্তিয়াত শব্দের প্রতি হিদায়ার টীকায় উল্লেখ হয়েছে ঃ

لا حتمال ان يكون الواقع ما قاله الشافعى.

অর্থাৎ এ কথার সম্ভাবনা হতে পারে যে, ইমাম শাফেঈ যা বলেছেন যে, সূরা ফাতিহা পড়া রুকন সকল মুসাল্লীর জন্য, তাই প্রকৃতপক্ষে আসল হক কথা হতে পারে।

https://www.facebook.com/178945132263517

সূরা ফাতিহার তাফসীরে প্রসিদ্ধ ইমাম কুরতুবী (রহ)-এর মন্তব্য

বিশ্বখ্যাত কুরআনের তাফসীরকারক ইমাম কুরতুবীর (রহ) (মৃত্যু ৬৭১ হিজরী) গ্রন্থ 'আল জামে' লে আহকামিল কুরআন' যা বিশ খণ্ডে মুদ্রিত। তাতে সূরা ফাতিহার তাফসীরে বলেছেন ঃ

واما قوله تعالى (واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتو) فانه نزل بمكة وتحريم الكلام فى الصلاة نزل بالمدينة كما قال زيد بن آرقم فلا حجة فيها.

আর বস্তুতঃপক্ষে "এযা কুরিয়াল কুরআন ফাস্‌তামেউ লাহু ওয়া আনসিতু" আয়াতটি মাক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে এবং সালাতে কথা বলা হারাম হওয়ার ঘটনা অবতীর্ণ হয়েছে মদীনায়। যেমন সাহাবী যায়েদ ইবনে আরকাম (রা) বলেছেন, **সুতরাং উক্ত আয়াতে সালাতে ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা না পড়ার দলীল প্রমাণিত নয়।** তিনি আরো বলেছেন যে, ঐ আয়াতের মূল উদ্দেশ্য হলো ঃ মুশরিকদের বক্তব্যের প্রতিবাদ করা। কেননা তারা আপোষে বলাবলি করতো যে, তোমরা কুরআন শুনবে না বরং শোরগোল করবে যাতে কুরআনের মর্মবাণী অন্যের কর্ণ-কুহরে প্রবেশ করতে না পারে। এভাবে নিজের উদ্দেশ্য সাধনে তোমরা বিজয়ী হতে পারবে। এর উত্তরে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বললেন ঃ

কুরআন পঠনকালে শোরগোল না করে চুপচাপ শ্রবণ করো। কারণ কুরআনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে শুনে তার প্রতি আকৃষ্ট হলে তোমাদের প্রতি রহম করা হবে। সাইয়েদুত্ তাবেঈন সাঈদ ইবনে মুসাইয়েব হতে এটা বর্ণিত। তিনি দারাকুতনীর বরাতে আবূ হুরায়রা (রা)-এর বর্ণনা উল্লেখ করেছেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেছেন যে, এ আয়াত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর

https://www.facebook.com/178945132263517

পিছনে সালাতে মুক্তাদীগণের জোরে আওয়াজ করা সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। এর সনদে আবদুল্লাহ ইবনে আমের (আসলামী আবূ আমের আল-মাদানী) রাবী যঈফ এবং আবূ হুরায়রা হতে যে হাদীস বর্ণিত (ما لى انازع القرآن) "আমার সালাতে কুরআন তিলাওয়াতে ঝগড়া হওয়া মনে হচ্ছে"-ঐ হাদীসের অর্থ সম্পর্কে তিনি বলেছেন ঃ

والمعنى فى حديثه : لا تجهروا اذا جهرت

আবূ হুরায়রা (রা)-এর ঐ হাদীসের অর্থ হচ্ছে, তোমরা জোরে জোরে কিরাআত করো না। কেননা এতে ইমাম ও মুক্তাদী উভয়েই জোরে কিরাআত করায় ঝগড়ার মতো পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে এবং পরস্পর টানাটানি করা হয় যা হয় অস্বস্তিকর। অতএব তোমরা ইমামের পিছনে মনে মনে কিরাআত পড়ো। এ অর্থ উবাদা (রা)-এর হাদীসে প্রকাশিত হয়েছে। এরপর উমার ফারুক (রা)-এর ফতোয়া এবং উভয় হাদীসের রাবী আবূ হুরায়রা (রা)-এর ফতোয়া উল্লেখযোগ্য। এ হাদীস দ্বারা যদি মুক্তাদীর কিরাআত পড়া একেবারেই নিষিদ্ধ হওয়া বুঝাতো, তাহলে আবূ হুরায়রা (রা) স্বয়ং ঐ হাদীসের বিপরীত ইমামের পিছনে মুক্তাদীকে সূরা ফাতিহা মনে মনে পড়ার ফতোয়া দিতেন না। (তাফসীরে কুরতুবী, ১ম খণ্ড, ১২১-২২ পৃষ্ঠা)।

ভারত রত্ন শাহ আবদুল আযীয দেহলভী (রহ)-এর মন্তব্য

ইমাম শাফে'ঈর কাছে সূরা ফাতিহা পাঠ ব্যতীত সালাত আদায় জায়েয বা বৈধ নয়। এই ফকীর অর্থাৎ ভারতরত্ন নিজেকে ইশারা করে বলেছেন ঃ শাফে'ঈর কথাই অগ্রগণ্য ও উত্তম। কেননা সহীহ হাদীসের

https://www.facebook.com/178945132263517

প্রতি দৃষ্টিপাত করলে তাই সঠিক বলে গ্রহণ করা উচিত। তারপর বলছেন, আবূ হানীফার বাণী বিভিন্ন স্থানে উল্লেখিত হয়েছে; তিনি বলেছেন ঃ যদি আমার কথা সহীহ হাদীসের বিপরীত হয়, তবে আমার কথা পরিত্যাগ করে রাসূলের হাদীসের প্রতি আমল করবে। এরপর তিনি কুরআনের আয়াত (واذا قرى، القرآن فاستمعو له وانصتوا) এর মর্ম সম্পর্কে তাঁর পিতা শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী (রহ) হতে উদ্ধৃত করে বলেছেন, "মদীনার মাসজিদে আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ জোরে কিরাআতযুক্ত সালাত পড়ছিলেন, তাঁর পিছনে ঐ সালাতে সাহাবাগণও জোরে জোরে রাসূলের সাথে সাথে সাব্বিহিস্‌মা রাব্বিকাল আলা সূরা পড়ছিলেন। রাসূল ঐ সালাত হতে সালাম ফিরানোর পর বললেন, আমার সাথে তোমরা সূরা সাব্বিহিস্‌মা পড়ছিলে? তারপর বললেন, সালাতে আমি যখন কিরাআত করবো তখন তোমরা আমার পিছনে সূরা ফাতিহা ব্যতীত আর কিছু পড়ো না। এরপর ফারসী ভাষায় মন্তব্য করেছেন ঃ ওয়াচে আজাবকে সেহ্‌হাতই হাদীস বা ইমাম আবূ হানীফা। নারাসীদা শোদ হারগা-হ্‌কে আল-হাল আযসাদহা-ওয়া হাজারহা মারদম ওলামায়ে মুহাক্কেকীন মেছল ইমাম বুখারী ও ছাহেবে মুসলিম ও গাইরেহীম সেহ্‌হাতই হাদীস সাবেত শোদ, আসমতারকাশ মোলাম মাত্বঊন খাহাদ শোদ।

"আর এতে আশ্চর্যই বা কি আছে যে, এই হাদীস সহীহ হওয়া সত্ত্বেও ইমাম আবূ হানীফার কাছে পৌঁছায়নি। আর যেখানে এই অবস্থা যে, এই হাদীস শত সহস্র ওলামায়ে মুহাক্কেকীন যেমন ইমাম বুখারী, মুসলিম ইত্যাদিগণের কাছে সহীহ বলে সাব্যস্ত হয়েছে। অতএব এটা পরিত্যাগ করা দূষণীয় অর্থাৎ ন্যায় পরিহার করার দোষে অভিযুক্ত বলে গণ্য হবে।" এই মন্তব্য ১২৫৬ হিজরীতে মির্যা করিম বেগ, শাহ ওয়ালী উল্লাহ্‌ পরিবারের ফতওয়াগুলো একত্র করে ছেপে প্রকাশ করেন, যার অংশটুকু পাঞ্জাব অমৃতসর 'আহলে হাদীস' পত্রিকায় ১৯৩৪ সালে ২১শে সেপ্টেম্বর

https://www.facebook.com/178945132263517

৯ম পৃষ্ঠায় প্রকাশ করা হয় এবং 'তারাজেমে ওলামায়ে হাদীস হিন্দ' কিতাবে উল্লেখ হয়। শাহ আবদুল আযীযের দাদা শাহ আবদুর রহীম ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পড়তেন- এ কথা স্বয়ং শাহ ওয়ালীউল্লাহ কর্তৃক বিভিন্ন হাদীসের কিতাবে সু-সামঞ্জস্য নীতি বলে উল্লেখ করেছেন যা সকল বিদ্বানমণ্ডলীর নিকট জ্ঞাত।

আল্লামা আবদুল হাই লাক্ষ্ণৌভী (রহঃ)-এর মন্তব্য

হানাফী মাযহাবের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস আল্লামা আবদুল হাই লাক্ষ্ণৌভী (রহ) মুয়াত্তা মুহাম্মাদের টীকায় বলেছেন, 'এই ইজমার দাবী যা হানাফীরা করে থাকে তা প্রত্যাখ্যাত বাতিল দাবী। ঐ সাথে এ কথাও বলেছেন, কোনো একটি হাদীস রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে উদ্ধৃত হয়নি; যাতে রাসূলুল্লাহ্ ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পড়তে নিষেধ করেছেন বলে প্রমাণিত।

وكل ما ذكروه اما لا اصل له، واما لا يصح.

হানাফীরা এ সম্পর্কে যা কিছু প্রচার করে তার মধ্যে কতকগুলো একেবারেই ভিত্তিহীন বা বানোয়াট কথা, আর না হয় সনদের দিক দিয়ে আদৌ সহীহ বলে গণ্য নয়। যেমন তারা প্রচার করে থাকে, যে ব্যক্তি ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পড়বে তার মুখে আগুন- এটা মামুন ইবনে আহমাদ হেরাভী মিথ্যুক লোক মারফত বর্ণিত। সে নিজে হাদীস রচনা করতো। অতএব ফিক্হের গ্রন্থ 'এনায়া' ইত্যাদিতে ঐ ধরনের কথা যা উল্লেখ করা হয়েছে এগুলো সনদের দিক দিয়ে কোনো অস্তিত্ব নেই। তারপর বেশ কিছু আলোচনার পর বলেছেন ঃ

فظهر انه لا يوجد معارض لا حاديث تجويز القراءة خلف الامام مرفوعا.

https://www.facebook.com/1789451322263517

অতএব এ সমস্ত আলোচনায় প্রকাশ যে, ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পড়ার বৈধতার বিপরীত কোনো মারফু' হাদীস পাওয়া যায় না। এরপর কোনো কোনো সাহাবার উক্তি পেশ করে বলেছেন ঃ ওগুলো জাহরী সালাতে কিরাআত না পড়ার কথা, সব সালাতে নয়। জাহরী সালাতে কোনো কোনো সাহাবী হতে উল্লেখ থাকলেও ওগুলো সাহাবাদের উক্তি যা মারফু' হাদীসের সমতুল্য কদাচও নয়। **মোটকথা ইমামের পিছনে সব সালাতে সূরা ফাতিহা পড়ার বৈধতার বিপরীতে কোনো হাদীস সাব্যস্ত হয়নি।** (মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মাদের টীকা-৯৯ পৃষ্ঠা) তিনি উক্ত স্থানে টীকা নং ১০ এ যে সমস্ত সাহাবাগণ ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পড়তেন তাঁদের নামোল্লেখ করেছেন যথা- সাইয়েদুল কুররা উবাই ইবনে কা'ব, হুযায়ফা ইবনে ইয়ামান, আবূ হুরায়রা, উম্মুল মু'মিমীন আয়েশা, উবাদা ইবনে সামেত, আবূ সাঈদ খুদরী। আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রা), আর ইমাম তাহাভীর শারহে 'মাআনীল আসারে' উল্লেখিত সাহাবাগণ যেমন ঃ উমার, আলী, ইবনে আব্বাস, আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রা)।

–আবূ মুহাম্মাদ আলীমুদ্দীন নদীয়াভী

https://www.facebook.com/178945132263517

আল্লামা আবূ মুহাম্মাদ 'আলীমুদ্দীন (রহ)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী

আবূ মুহাম্মাদ 'আলীমুদ্দীন, বাংলা ১৩৩২-১৩৩৩ সাল মুতাবিক ঈসায়ী ১৯২৫ সালে পশ্চিমবঙ্গের নদীয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। নদীয়া মুসলিম-হিন্দু উভয় জনবসতিতে বেশ বর্ধিষ্ণু জেলা। কৃষ্ণনগর মহকুমার থানা কালিগঞ্জ, ডাকঘর দেবগ্রাম ও গ্রাম খোর্দপলাশীতে আবূ মুহাম্মাদ 'আলীমুদ্দীন-এর জন্ম। পিতা মূসা বিন লুকমান বিন নাসির আল-খাদিম।

সেই ছোট বেলা হতেঁই মায়ের দুর্বার আকাঙ্ক্ষা ছিল পুত্রের উচ্চ শিক্ষা দান। গর্ভধারিণী মা যেন বুঝতে পেরেছিলেন তার এ সন্তান মেধা আর স্মৃতিতে অতুলনীয় হবে। ইমাম বুখারী (রহ) শৈশবে দৃষ্টিহারা হয়ে গেলে মায়ের ইবাদাতে মহান আল্লাহ মহামতি ইমামকে এমন দৃষ্টি দান করলেন, যে চাঁদের আলোয় তিনি লেখা-পড়া করতে পারতেন। মায়ের দু'আয় জগত আলোকিত করলেন আমীরুল মু'মিনীন ফিল হাদীস মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল বুখারী। তাই মায়ের দু'আ এক অমূল্য সম্পদ।

শাইখ 'আলীমুদ্দীন-এর বেলায়ও মায়ের সেই দু'আ আল্লাহ্‌র কাছে গৃহীত হয়েছিল। পরবর্তী কালে তার যথার্থ প্রতিফলন ও উজ্জ্বল স্বাক্ষর তিনি এ পৃথিবীতে রেখে গেছেন।

বাল্য শিক্ষা ঃ

গ্রাম্য নিম্ন প্রাইমারী এল. পি. স্কুলে দু'তিন বছর পড়াশুনা করেন। শিক্ষক ছিলেন জনাব আবদুল গনি। অতঃপর ৯ বছর বয়সে প্রখ্যাত আলেম মাওঃ নি'মাতুল্লাহ এবং বিশিষ্ট আলেম ও লেখক মুন্সী ফসিহউদ্দিন সাহেবের ছাত্র মাতৃকুলের মুন্সী শাকের মুহাম্মাদের নিকট পড়াশুনা শুরু করেন। অল্প কিছু দিনের মধ্যেই কায়দা ও আল-কুরআন পড়া ও সাথে সাথে তা হিফয্ করার তা'লীমে যথেষ্ট মেধার পরিচয় দেন। এক বছর পর মুর্শিদাবাদের মৌঃ আবদুস সাত্তার সাহেবের নিকট কুরআন অধ্যয়নসহ উর্দূ ভাষা শিক্ষা করতে থাকেন।

https://www.facebook.com/1789451322635l7

বাংলা ১৩৪৫ সালে তিনি বড় চাঁদঘর নিবাসী মৌঃ রহমতুল্লার নিকট জানকীনগর জামে মাসজিদে বসে বসে কুরআনুল করীম গভীর মনোনিবেশে অধ্যয়ন করতে থাকেন। এ সময় কালামে পাক সমাপ্ত করেন। ফারসী ভাষাও শিখেন, ফারসী পহেলা আমদনামা মাসদার ফুয়ুয পড়েন।

এক বছর পর তিনি কুলশুনার প্রখ্যাত আলেম মাওঃ নি'মাতুল্লাহ প্রতিষ্ঠিত মাদ্‌রাসায় ভর্তি হন। বয়স তখন ১২/১৩ বছর। এক বছরেই মিজান, মুনশায়েব, পাঞ্জেগাঞ্জ, গুলিস্তাঁ প্রভৃতি আরবী, উর্দূ ও ফারসী ভাষা ব্যাকরণ ও সাহিত্যে বেশ বুৎপত্তি অর্জন করেন। পরবর্তী বছর মাওঃ সাহেব ইনতিকাল করলেন। মাদ্‌রাসাটি যথাযথ পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে প্রায় অচল হয়ে পড়ায় তিনি ঐ মাদ্‌রাসা ছেড়ে মুর্শিদাবাদের বেলডাঙ্গার দেবকুণ্ড গ্রামে গমন করেন। এখানে জ্ঞান তাপস মাওঃ কায়কোবাদ সাহেবের নিকট ফারসী গুলিস্তাঁ বুস্তা ও জুলেখার কিয়দংশ, আরবী ব্যাকরণ-সরফে মীর, জোবদা, নাহুমীর অধ্যয়ন করেন। এখানে মাওঃ কায়কোবাদ সাহেবের উস্তাদ বিশিষ্ট পণ্ডিত মাওঃ আবদুল জব্বার সাহেবের নিকটও সবক নেন।

১৩৪৮ বাংলা সালের শেষের দিকে জ্ঞানপিপাসু 'আলীমুদ্দীন মালদহের কৃতি সন্তান, দিল্লী মাদ্‌রাসা রাহমানীয়া ও দেওবন্দ ফারেগ প্রখ্যাত আলেম মাওঃ আনিসুর রহমান (মৃত্যু ১৩৫১ বাংলা) সাহেবের নিকট উপস্থিত হন। তাঁর নিকট কুরআন মাজীদ ৫ম পারা পর্যন্ত হিফয্ করেন। এছাড়া তিনি তিন বছর যাবৎ অর্থাৎ উস্তাদ আনিসুর রহমান সাহেবের মৃত্যু পর্যন্ত ইলমুল কিরাআত, শরহে মিআত আমেল, হিদায়াতুন নাহু, কাফিয়া, শরহে মোল্লা জামি, হানাফী ফিক্‌হের কিতাব মুনিয়াতুল মুসল্লী, কুদুরী, মানতেকের কিতাব-সোগরা-কুবরা, মিরকাত আরবী সাহিত্য-মুফিদুত তালেবীন, কালামে পাকের তরজমা ও মিশকাতের কিয়দংশ অধ্যয়ন করেন। উল্লেখ্য যে, মাওঃ আনিসুর রহমান সাহারানপুর মাজাহিরুল উলুমের ব্যাকরণ ও বালাগাতের ইমাম নামে খ্যাত প্রখ্যাত আলেম জম্মু-কাশ্মীরের কৃতিমান পণ্ডিত মাওঃ সিদ্দিক হাসানের নাম করা

https://www.facebook.com/178945132263517

ছাত্র ছিলেন। যেমন উস্তাদ তেমনি ছাত্র, আর সেই ছাত্রের ছাত্রও তেমনি ক্ষুধার জ্ঞান তৃষ্ণার অতৃপ্ত সাধক।

মাওঃ আনিসুর রহমানের তিরোধানের পর 'আলীমুদ্দীন সাহেব তাঁর উস্তাদের প্রতিষ্ঠিত মাদ্‌রাসা বেলডাঙ্গায় চলে আসেন। এখানে উস্তাদ শাইখ সুলতান আহমাদের নিকট বুলূগুল মারাম ফি আদিল্লাতিল আহকাম, মিশকাতুল মাসাবীহ ও অন্যান্য বিষয়সহ কুরআনুল কারীম অধ্যয়ন করেন। এই আল্লাহওয়ালা পণ্ডিত শাইখ সুলতান আহমাদ সাহেব দিল্লীর সদররূপে মশহুর শাইখুল হাদীস মাওঃ আবদুল ওয়াহাবের ছাত্র ছিলেন।

একনিষ্ঠভাবে জ্ঞান অন্বেষণের দুর্বার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে এবার 'আলীমুদ্দীন সাহেব বাংলা ছেড়ে উত্তর প্রদেশের জ্ঞানকেন্দ্র সাহারানপুরে উপস্থিত হন। গৃহের বন্ধন, স্বজাতির মায়া সব কিছু ত্যাগ করে জ্ঞানার্জনের জন্য তিনি সাহারানপুর মাজাহিরুল উলুমে উপস্থিত হন। ইতোপূর্বে উল্লেখিত প্রখ্যাত জ্ঞান তাপস শাইখ সিদ্দিক হাসান সাহেবের নিকট শরহে জামি, কাফিয়া পুনরায় অধ্যয়ন করেন। ফিকহের কিতাব কানজুদ্ দাকায়েক, শরহে তাহজীব, তালখিসুল মিফতাহ ও ইলমে তাজবীদের কিতাব অধ্যয়ন করেন। এখানে ফকীহ আলী আকবর, মুহাদ্দিস জহুরুল হাসান প্রমুখ যশস্বী উস্তাদের নিকট গভীর আগ্রহ সহকারে জ্ঞানার্জন করতে থাকেন। এখানে ৮০০ (আটশত) ছাত্রের মধ্যে তিনি প্রথম স্থানের অধিকারী হয়ে সকলের প্রশংসাভাজন হন।

মেধা প্রতিযোগিতায় শীর্ষ স্থানের অধিকারী হওয়ায়, তাতে আবার একজন আহলে হাদীস-ছাত্র হওয়ার কারণে ঈর্ষাকাতর সহপাঠী হানাফী ছাত্ররা তাঁকে নানাভাবে উত্যক্ত করতে থাকে। এমতাবস্থায় তাঁর এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অবস্থান করা আর নিরাপদ ছিল না, তাই তিনি দিল্লীর মাদ্‌রাসা রাহমানীয়ায় চলে যান। তখন ১৯৪৬ সাল–সারা ভারতে স্বাধীনতা আন্দোলন প্রায় লক্ষ্যে উপনীত। এই রাজনৈতিক অবস্থার মধ্যে জ্ঞান তাপস 'আলীমুদ্দীন সাহেব দিল্লীর মাদ্‌রাসা রাহমানীয়ার দরস্‌গাহে অখণ্ড মনোনিবেশে অধ্যয়নে মগ্ন। কুরআনুল কারীমের তাফসীর, তাজবীদ, হাদীস, ভাষা, সাহিত্য, মানতেক ও ফিক্‌হ বিষয়ে মাদ্‌রাসা রাহমানীয়ায়

https://www.facebook.com/178945132263517

পড়াশুনা করেন। এ সময়ে রাজনৈতিক অবস্থা খুব অস্থিতিশীল হয়ে উঠে। তবুও তার লেখাপড়া থেমে থাকেনি।

এ সময়ে গুজরাটের সুরাট জিলার সামরুদে ছিলেন তদানীন্তন ভারতবর্ষের মুহাদ্দিসকুল ভূষণ শাইখুল হাদীস আল্লামা আবদুল জলীল সামরুদী। গভীর পাণ্ডিত্যের যেমন অধিকারী ছিলেন তিনি, তেমনি বাহাস মুবাহাসায় ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী। এই সময়ে তিনি দিল্লীতে এক বাহাস অনুষ্ঠানে আসেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার অপার অনুগ্রহে তাঁরা পরস্পর একত্রে মিলিত হন।

তখন মাদ্‌রাসা রাহমানীয়ার অবস্থা তৎকালীন রাজনৈতিক গোলযোগের কারণে বেশ নাজুক হয়ে পড়ে। দিল্লীর অবস্থা মোটেই নিরাপদ নয় বিধায় ভারত রত্ন শাইখুল হাদীস আল্লামা আবদুল জলীল সামরুদীর সঙ্গে আবূ মুহাম্মাদ 'আলীমুদ্দীন নতুন দিল্লীর পাহাড়গঞ্জে সাক্ষাৎ করেন। সামরুদী সাহেব যুবক 'আলীমুদ্দীনকে পরীক্ষার উদ্দেশে বেশ আগ্রহ সহকারে লেখাপড়ার খোঁজ খবর নেন। যুবকের মেধা, স্মৃতিশক্তি ও বিদ্যার্জনে গভীর আগ্রহ দেখে সামরুদী সাহেব খুবই প্রীত হন এবং একজন বাঙ্গালী ছাত্রের এহেন প্রতিভায় মুগ্ধ হলেন এবং বুঝতে পারলেন যে, তাঁকে উপযুক্ত তা'লীম দিলে কুরআন ও হাদীসের খিদমাত হবে। ফলে সামরুদী সাহেব তাঁকে নিজ খরচে গুজরাটে নিয়ে যান। সামরুদী সাহেবের নিজস্ব মাদ্‌রাসায় ভর্তি করে নিজ বাড়ীতে থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা করেন। এই বছর রজব মাসে আবূ মুহাম্মাদ 'আলীমুদ্দীন গুজরাটে যান।

১৯৪৬ সাল থেকে ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত ৭ বছর আল্লামা সামরুদী সাহেবের একান্ত সান্নিধ্যে অবস্থান করেন জনাব 'আলীমুদ্দীন। এ সময়ে জ্ঞানের জগতে জনাব 'আলীমুদ্দীন সাহেব যেন নতুনভাবে প্রবেশ করেন। অসাধারণ বিদ্যাবত্তা, কুরআনের অগাধ পাণ্ডিত্য, হাদীসের নিখুঁত জ্ঞান এবং ভাষা, সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন প্রভৃতি বিষয়সহ আধ্যাত্মিক জ্ঞানের বাস্তব নমুনা যেন আল্লামা আবদুল জলীল সামরুদী (রহ)।

ইতোপূর্বে অর্জিত জ্ঞান যেন সামরুদী সাহেবের সংস্পর্শে এসে ম্লান হয়ে গেল। তিনি পুনরায় মিশকাতুল মাসাবীহ, বুলূগুল মারাম ফী

https://www.facebook.com/178945132263517

আদিল্লাতিল আহকাম, মুয়াত্তা মালিক, মুয়াত্তা মুহাম্মাদ, তাহাভী, মুসনাদে আবূ আওয়ানাহ, মুহাররার ফীল হাদীস ও সিহাহ সিত্তাহ অধ্যয়ন করেন। সহীহ বুখারী সুদীর্ঘ তিন বছর ধরে তাহকীকের সাথে অধ্যয়ন করেন। (পরবর্তী জীবনে তিনি ত্রিশ বছরের অধিক কালব্যাপী ছাত্রদেরকে সহীহ বুখারীর দার্‌স দেন)

উসূলে হাদীস ঃ মিশকাতের মুকাদ্দিমা (শাইখ আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী) এবং তিরমিযীর মুকাদ্দিমা (শায়খ আবদুল কাহির জুরজানী) অত্যন্ত মনোযোগের সাথে আদ্যোপান্ত অধ্যয়ন করেন।

আবূ দাউদ পড়ার সময় খোদ আবূ দাউদের উসূলে হাদীস সম্পর্কে লিখিত রিসালা, উসূলে হাদীসের বিখ্যাত কিতাব ইবনে হাজার আসকালানী লিখিত শরহে নুখবা, হাফিয ইবনে সালারের কিতাব মুকাদ্দামা, হাফিয আবূ বাকার খতীব বাগদাদীর আল কিফায়াহ, ইমাম হাকেমের উলুমুল হাদীস, ইবনে কাসীরের বায়ানুল হাদীস, ইমাম ইবনে তাইমিয়ার মুনতাকা, মুসনাদ ইমাম শাফিঈ, তাবারানী সগীর, ইমাম বুখারীর আল আদাবুল মুফরাদ, সহীহ মুসলিমের মুকাদ্দিমা, ইরাকীর আলদিয়া ইত্যাদি মূল্যবান ও দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থাদি গভীরভাবে অধ্যয়ন করেন।

তাফসীর ঃ তাফসীরে জালালাইন, তাফসীর জামে‘উল বায়ান, তাফসীর ইবনে কাসীর, ফাতহুল কাদীর, তাফসীর ইবনে জরীর আত্ তাবারী। (সর্বমোট ১৪ জন প্রসিদ্ধ আলেমের তাফসীর তাঁর ব্যক্তিগত লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত আছে।)

উসূলে তাফসীর ঃ ইমাম ইবনে তাইমমিয়ার কাওয়ায়েদে উসূলে তাফসীর, ফাওযুল কাবীর, আল্লামা সুয়ূতীর ইতকান, আবূ জাফর আন নাহ্‌আস-এর নাসেখ মানসুখ ইত্যাদি।

রিজাল ঃ মিযানুল ই‘তেদাল, তাহযীবুত্ তাহযীব, তাযকীরাতুল হুফফায, আল ইসাবা ও ইমাম ইবনে আবি হাতেমের কিতাবুল ‘ইলাল ইত্যাদি।

তাছাড়া ফারায়েজে সিরাজী, সাহিত্যে সাবআ মুয়াল্লাকাহ, আকায়েদে ইবনে খুজায়মাহ প্রণীত কিতাবুত তাওহীদ। তাছাড়া আকীদায়ে সাবুনীয়া,

https://www.facebook.com/178945132263517

আবুল হাসান আশ-আরীর আল-ইবানাহ এবং শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভীর 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ' প্রভৃতি কিতাব পড়েন।

সাতটি বছর অত্যন্ত পরিশ্রম করে গুজরাটী ভুট্টার রুটি খেয়ে শাইখ 'আলীমুদ্দীন সাহেব ভারত রত্ন শাইখুল হাদীস আবদুল জলীল সামরুদী (রহ) সাহেবের নিকট আরবী ভাষা ও সাহিত্য, মানতেক ও দর্শন, আকীদাহ, ইলমুল কুরআন, ই'জাযুল কুরআন, তাফসীরুল কুরআন, উসূলে তাফসীর, হাদীস, উসূলে হাদীস, আসমাউর রিজাল, ইতিহাস ইত্যাদি যা অধ্যয়ন করেছেন এবং যেভাবে যে কিতাবের মধ্যে বিচরণ করেছেন তা শুধু বিস্ময়কর নয়, বরং বর্তমান যুগে বিদ্যার্থীদের নিকট তা অচিন্ত্যনীয়। এই খ্যাতিমান উস্তাদের নিকট হতে হাদীস পঠন ও পাঠনের সনদ লাভ করে শাইখ 'আলীমুদ্দীন সাহেব গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন।

কর্মজীবন ঃ

গুজরাট হতে বিদ্যার্জন শেষে গৃহে প্রত্যাবর্তন করে শাইখ আবূ মুহাম্মাদ 'আলীমুদ্দীন নিজ গ্রামে মাদ্‌রাসা মুহাম্মাদীয়া নামে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। উল্লেখ্য পরবতী জীবনে তিনি আরও তিনটি মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠিত করেন। দু'টি বাংলাদেশে অপরটি পশ্চিমবঙ্গে।

ইংরেজী ১৯৬০ সালে স্বগ্রাম ছেড়ে আবার চলে যান সুদূর বোম্বাই। সেই সময়ে সহীহায়েন, সুনানে আরবা'আ, মুয়াত্তা মালিক এবং মুসনাদে আহমাদ– এই আটখানি হাদীস সংকলনের 'আল মু'জামুল মুফারহাস' (হাদীস অভিধান) বর্ণমালা ক্রমিক গ্রন্থটি ৬৩ খণ্ডে পাণ্ডুলিপি আকারে ছিল। এর মধ্যে মাত্র ৬ খণ্ডে বার্লিনে মুদ্রিত হয়। উক্ত পাণ্ডুলিপি গুলিতে হরকত চিহ্ন ছিল না এবং রাবীদের নামেরও কিছু ত্রুটি ছিল। সেগুলি সংশোধন করে হরকত চিহ্ন দিয়ে সুন্দরভাবে প্রেসকপি প্রস্তুত করে দেয়ার দুরূহ কাজটি করার জন্য শাইখ সাহেবই ছিলেন উপযুক্ত ব্যক্তি। তিনি দীর্ঘ দু'টি বছর সেখানে অবস্থান করে হাফিয আবুল হাজ্জাজ ইউসুফ মিয্‌যী (যিনি ইমাম ইবনে কাসীরের শ্বশুর ও উস্তাদ, ইমাম ইবনে কাইয়িমের উস্তাদ এবং ইমাম ইবনে তাইমিয়ার সহকর্মী এবং ভক্ত) কৃত 'তুহফাতুল

https://www.facebook.com/178945132263517

আশরাফ বি মা'রিফাতিল আতরাফ' এর পাণ্ডুলিপিতে হরকত দিয়ে ছাপার জন্য প্রস্তুত করেন। এই পাণ্ডুলিপিটি ছিল জিদ্দার বিখ্যাত আলেম ও বিত্তবান আমীর শাইখ নাসিফের গ্রন্থশালায়। তিনি অত্যন্ত ভাল মানুষ এবং আহলে হাদীস পণ্ডিত ছিলেন। বাদশাহ্ আবদুল আজিজ ইবনে সাউদ তাঁকে পছন্দ করতেন এবং ঐ গ্রন্থশালাটি বাদশাহর অর্থানুকূল্য লাভ করে সমৃদ্ধ হয়।

পরবর্তীতে শাইখ 'আলীমুদ্দীন মুর্শিদাবাদ জেলায় ১৯৬৩-১৯৬৪ সালে বেলডাঙ্গায় মাদ্‌রাসা দারুল হাদীস কর্তৃপক্ষের অনুরোধে এক বছর মাদ্‌রাসা-প্রধানের দায়িত্ব পালন করেন।

মুহাজির বেশে ঃ

১৯৬৪ সালে প্রথমবার শাইখ সাহেব নদীয়া থেকে একাকী সাবেক পূর্ব-পাকিস্তানের রাজশাহীতে আগমন করেন। ১৯৬৫ সালে সাবেক পূর্ব-পাকিস্তান জমঈয়তে আহলে হাদীসের জেনারেল সেক্রেটারী জনাব আবদুর রহমান বি.এ.বি.টি. সাহেব ও জনাব শাইখ আবদুল হক হক্কানী সাহেবের আমন্ত্রণে ঢাকায় আগমন করেন এবং মাদ্‌রাসাতুল হাদীসে দরস্ দিতে শুরু করেন। জমঈয়ত প্রকাশিত মাসিক তর্জুমানুল হাদীসের সাময়িক প্রসঙ্গ-মাসআলা ও মাসায়েল বিভাগটির পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এ সময় মাসিক তর্জুমানে তাঁর বহু গ্রন্থ প্রবন্ধ ও ফাতওয়া প্রকাশিত হয়।

১৯৬৭ সালে নদীয়া ছেড়ে সপরিবারে সাবেক পূর্ব-পাকিস্তানে চলে আসেন, ঢাকা জিলার রূপগঞ্জ থানার ভোলাবো গ্রামে জমি বিনিময় করেন। বসতবাড়ী ও কৃষি জমি মিলে সম্পত্তির পরিমাণ ছিল ২৪ বিঘা। ১৯৬৭ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত ঐ স্থানে অবস্থান করে তা'লীম, তাদরীস, তাসনীফ ও জমঈয়তের তাবলীগের কাজে ব্যাপৃত থাকেন। ১৯৭৪ সালে নারায়ণগঞ্জ জেলার পাঁচরুখীতে স্থানীয় দীনী ভাইদের সক্রিয় সহযোগিতায় মাদ্‌রাসা দারুল হাদীস সালাফীয়া প্রতিষ্ঠা করেন। এই মাদ্‌রাসাটি প্রতিষ্ঠায় আলহাজ্জ ইউসুফ আলী ফকীর (রহঃ)-এর সক্রিয় অবদান

https://www.facebook.com/178945132263517

উল্লেখযোগ্য। এখানেই তিনি জীবনের শেষ অধ্যায় পর্যন্ত অবস্থান করেন। ১৯৮২ সালে মেহেরপুর শহরে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। এভাবেই ১৯৬৪ থেকে ১৯৮২ সাল পর্যন্ত শাইখ 'আলীমুদ্দীন সাহেবের মুহাজির যিন্দেগী নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়।

জমঈয়তে আহলে হাদীস ও শাইখ আবূ মুহাম্মাদ 'আলীমুদ্দীন

১৯৬৫ সাল থেকে ইনতিকালের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত মরহুম জমঈয়তে আহলে হাদীসের অন্যতম শীর্ষনেতা যেমন ছিলেন, তেমনি ছিলেন ফাতওয়া ও মাসায়েল বিভাগের শীর্ষ ব্যক্তি। ফাতওয়া প্রদানের বিষয়টি ছিল তাঁর অন্যতম দায়িত্ব এবং তা ছিল সর্বজন স্বীকৃত ও নির্ভরযোগ্য। তিনি মাসিক তর্জুমানুল হাদীসে লিখেছেন এবং সাপ্তাহিক আরাফাতেও তাঁর কলাম ছিল স্মরণীয়। ১৯৬৫ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ৭ বছর জমঈয়তের মুখপত্র সাপ্তাহিক আরাফাতের কুরআনুল কারীমের তরজমা, মিশকাতের অনুবাদ, প্রবন্ধ ও মাসআলা মাসায়েল-এর দ্বারা যে খিদমতের আঞ্জাম দিয়েছেন তা সমগ্র তাওহীদী জনতা যুগ যুগ ধরে স্মরণ করবে।

বহু সভা, সমিতি, জলসা, কনফারেন্স, সেমিনারের মধ্যমণি ছিলেন শাইখ সাহেব। অনেক বাহাসে তিনি প্রতিপক্ষকে লা-জবাব করে দিয়েছেন। তিনি সুদীর্ঘ দিন ধরে অর্থাৎ ইনতিকালের পূর্ব পর্যন্ত বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের সহ-সভাপতি ছিলেন। আল্লাহ্‌র নাবী (স) বলেছেন, কিয়ামাতের আগে ইল্‌ম উঠিয়ে নেয়া হবে প্রকৃত আলেমের মৃত্যু ঘটিয়ে। উক্তিটি কতই না যথার্থ। যেমন আলেম চলে যাচ্ছেন তেমনটি আর তৈরী হচ্ছে না। শূন্যপদ পূরণ হচ্ছে কিন্তু শূন্যতার পরিধি ধীরে ধীরে বেড়েই চলেছে। প্রকৃত ইল্‌মের স্থলে জাহালাত-অজ্ঞতা আসন করে নিচ্ছে। এটা কতই না দুঃখের বিষয়!

https://www.facebook.com/178945132263517

গ্রন্থ রচনায় শাইখ ঃ

তিনি যেমন ছিলেন অধ্যয়নকারী, জ্ঞান সাধনায় গভীর অভিনিবেশকারী, তেমনি ছিলেন কলমসেবী। ছাত্রজীবন থেকে প্রতিভার স্বাক্ষর রাখলেও সেই প্রতিভা বিক্রি করে তিনি নিজেকে ধনাঢ্য করে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা কখনও করেননি। পড়াশুনা শেষে গৃহে ফিরে মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করে বিনা বেতনে অধ্যাপনার কাজ করেছেন। ইনতিকালের কিছু পূর্বে পাঁচরুখী দারুল হাদীস সালাফীয়া মাদ্‌রাসা হতে তিনি বিদায় নেন। কর্তৃপক্ষ তাঁকে যে বেতন দিতেন তা থেকে তার খাওয়া খরচ বাদে বাকী অর্থ তিনি মাদ্‌রাসার তহবিলে জমা দিতেন। একেই বলে বে-নযীর অধ্যাপনা।

শাইখ আবূ মুহাম্মাদ 'আলীমুদ্দীন যেমন গভীর অভিনিবেশ সহকারে অনেক মূল্যবান গ্রন্থ পড়েছেন, তেমনি লিখেছেনও অনেক। তার লিখিত গ্রন্থগুলি হচ্ছে ঃ

১। কিতাবুদ দু'আ

২। নতুন চাঁদ

৩। তাফসীর আম্মাপারা

৪। মাসায়েলে হাজ্জ, উমরাহ ও যিয়ারাত (অনুবাদ)

৫। অসূলে দীন

৬। রোযা ও তারাবীহ

৭। ফিরকাবন্দীর মূল উৎস (১ম ও ২য় খণ্ড)

৮। মুসলিম দুনিয়া ও সমাজতন্ত্রের রূপরেখা

৯। ইসলাম ও দাম্পত্য জীবন

১০। তাকলীদ ও ইসলাম (পাণ্ডুলিপি)

১১। গ্রীক দর্শনে ইসলাম

১২। হাদীস ও মুহাদ্দিস

১৩। আল আকীদাতুস সাবুনীয়া (আরবী সংস্করণ)

https://www.facebook.com/178945132263517

১৪। আর রিসালাতুস সানিয়া ফিস সালাত / নামায এবং উহার অপরিহার্য করণীয় (অনুবাদ)

১৫। সহীহুল বুখারীর প্রথম থেকে কিতাবুত তাহারাত পর্যন্ত (অনুবাদ)

১৬। হাদীসে রাসূল ও আধুনিক বিজ্ঞান

১৭। মেহ্রাবের তত্ত্বসার

১৮। ধর্মীয় শিক্ষানীতি – অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ ও অসিয়তনামা

১৯। কিতাবুদ দু'আ ও সহীহ নামায শিক্ষা

২০। খুত্বাতুত তাওহীদ ওয়াস্ সুন্নাহ

২১। মুসলিম জাতির কেন্দ্রবিন্দু ঃ তাওহীদের তত্ত্ব ও সুন্নাহ্র গুরুত্ব

২২। ধর্ম ও রাজনীতি

২৩। আমীর ও ইমারতের তত্ত্বকথা

২৪। মৃতদের জন্য জীবিতদের করণীয়

২৫। তাফসীরে সূরা মুল্ক

২৬। ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ্র জীবনী (পাণ্ডুলিপি)

২৭। রাসূলুল্লাহ্র (সঃ) সালাত এবং আকীদা ও যরুরী সহীহ মাসআলা

২৮। কিতাবুল ইল্ম ওয়াল 'উলামা (আরবী)

২৯। ইসলাম ও অর্থনীতি সমস্যার সমাধান

৩০। হাকীকাতুস সালাত- ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহার কিরাআত।

এছাড়া মাসিক তর্জুমানুল হাদীসে ১৯৬৫ থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত সাপ্তাহিক আরাফাতে ১৯৬৭ থেকে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত এবং পশ্চিম বঙ্গে জমঈয়তে আহলে হাদীসের মুখপত্র আহলে হাদীস পত্রিকায়, ঢাকা হতে প্রকাশিত দারুস সালাম ও আহলে হাদীস দর্পণ পত্রিকায় মরহুমের অনেক মূল্যবান লেখা প্রকাশিত হয়েছে। লেখক, প্রবন্ধকার ও গ্রন্থকার হিসাবে তিনি উভয় বাংলায় সমধিক পরিচিত ও সম্মানিত ছিলেন।

https://www.facebook.com/178945132263517

নিজস্ব গ্রন্থশালা বা কুতুবখানা ঃ

মরহুম শাইখ সাহেব পাঠ্যাবস্থাতেই সাধ্যমত কিতাব সংগ্রহ শুরু করেন। কর্ম-জীবনে এসে তাঁর ঐ সংগ্রহের আগ্রহ আরও বহুগুণে বর্ধিত হয়। ইসলাম সম্পর্কে সঠিক তথ্য সংগ্রহ সহজে করা যেতে পারে এ উদ্দেশে তিনি কুরআন, হাদীস, তাফসীর, উসূলে হাদীস, শরাহ, ফিক্হ, ব্যাকরণ, অলংকারশাস্ত্র, সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস বিষয়ে মূল্যবান গ্রন্থরাজি তাঁর কুতুবখানায় সংগ্রহ করেন। ইসলামী বিশ্বকোষ নামক আল আ'লাম, মু'জামুল কুরআন, মু'জামুল হাদীস, অভিধান এবং রিজালের দুষ্প্রাপ্য কিতাবসমূহ তাঁর সংগ্রহে বিদ্যমান। **বিভিন্ন তাফসীরকারকের কেবল তাফসীরই আছে ১৪ খানি**। আরবী, উর্দূ ও ফারসীতেও শাইখ সাহেব খুবই পারদর্শী ছিলেন বিধায় ঐ তিন ভাষারই কিতাব তাঁর সংগ্রহে আছে। ফাতওয়ার কিতাব আছে বেশ ক'টি, যার মধ্যে ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়াহ অন্যতম যা ৩৭ খণ্ডে সমাপ্ত। ব্যক্তিগত পর্যায়ে এত বিশাল গ্রন্থের সমাবেশ এবং তা দর্শনে বিস্ময়ে অভিভূত হতে হয়।

হাজ্জ পালন ঃ

শাইখ 'আলীমুদ্দীন সাহেব বাংলা ১৩৬৫ সালে প্রথমবার হাজ্জ পালন করেন। ১৯৭৫ সালে দ্বিতীয়বার জ্যেষ্ঠা কন্যা ফাতিমাকে নিয়ে হাজ্জে যান। ২ মাস মদীনায়, আর ১ মাস মক্কা মুয়াযযামায় অবস্থান করেন। ১৯৮০ সালে তৃতীয়বার মাক্কা মুকাররামায় যান এবং তিন মাস অবস্থান করে দেশে ফিরেন। ১৯৮২ সালে চতুর্থবার পবিত্র হারামাইন শরীফাইনে গমন করে ৪ মাস অবস্থান করেন। এই বছরই সউদী আরব সরকার তাঁর অনূদিত হাজ্জ উমরাহ ও যিয়ারাত বইটি বাংলাদেশে ৫০ হাজার কপি ও ভারতে ১০ হাজার কপি মুদ্রণ করতঃ বিনামূল্যে বিতরণ করেন। অনেকবার তিনি পবিত্র হারামাইনে গমন করেছেন, আর মিলিত হয়েছেন বিশ্বের সেরা জ্ঞানী পণ্ডিত ও শাইখদের সাথে। পরিচিত হয়েছেন নতুন নতুন গ্রন্থের সাথে। সাথে করে কখনো এনেছেন মূল্যবান কিতাব, আবার কখনো আরব শাইখদের তরফ থেকেও তাঁকে দেয়া হয়েছে অসংখ্য কিতাবের উপহার।

https://www.facebook.com/178945132263517

আলহাজ্জ ইউসুফ আলী ফকীর (রহঃ)-এর জ্যেষ্ঠ পুত্র আলহাজ্জ ফকীর বদরুজ্জামানকে শাইখ সাহেব সন্তানতুল্য স্নেহ করতেন। তাঁর সাথে ১৯৮৬ সালে পবিত্র হাজ্জ পালন করেন। আলহাজ্জ ইউসুফ আলী ফকীর (রহঃ)-এর তৃতীয় সন্তান আলহাজ্জ ফকীর মনিরুজ্জামানকেও শাইখ সাহেব সন্তানের মত অত্যন্ত স্নেহ করতেন। ১৯৯৯ সালে পবিত্র রামাযান মাসে তাঁর সাথে একত্রে উমরাহ পালন করেন।

তিনি দেশে যেমন ছিলেন সকলের ভক্তি ও শ্রদ্ধার পাত্র, তেমনি সৌদী আরবের পণ্ডিত মহলেও তাঁর পরিচিতি ছিল সুবিদিত। তিনি বিশ্বখ্যাত আলেম মরহুম শাইখ আবদুল্লাহ বিন বায-এর সাথেও ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন। তাঁর বিদ্যাবত্তার গভীরতা, আরবী সাহিত্যে পাণ্ডিত্য এবং হাদীস ও রিজাল শাস্ত্রে গভীর বুৎপত্তি সৌদি আরবেও সুপরিচিত ছিল। সউদী আরব সরকারের অধীনস্থ দারুল ইফতা দাওয়াত ও ইরশাদ বিভাগের প্রকাশনা দফতরের মহা পরিচালক ডঃ আবদুল্লাহ বিন আহমাদ আল যায়েদ, মাক্কার উম্মুল কু'রা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ ওযায়ের ফারুক ও মাদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ সালেহ আল-জুবাইদীসহ আরও অনেকে আল্লামা 'আলীমুদ্দীনের নিকট হতে সনদ গ্রহণ করেন, যেহেতু আল্লামা শাইখের সনদে ইমাম বুখারী (রহ) পর্যন্ত ধারাবাহিকতা বিদ্যমান। সর্বশেষ ২০০০ সালে জীবনের শেষবারের মত তিনি পবিত্র হাজ্জব্রত পালন করেন।

মহানাবী (স)-এর হাদীসকে যারা বিকৃত, জাল বা মিথ্যা মোড়কে সাজিয়ে সমাজে চালু করেছে তাদের সেই ঘৃণ্য অপচেষ্টা নস্যাৎ করে যুগ স্মরণীয় মুহাদ্দিসকুল যে আসমাউর রিজাল পেশ করে দীন হিফাযত ও শরীয়তকে নিখাদ করেছেন, সেই অমূল্য জ্ঞান ভাণ্ডার রিজাল শাস্ত্রের সুপণ্ডিত ছিলেন আবূ মুহাম্মাদ 'আলীমুদ্দীন। উল্লেখ্য উপমহাদেশে রিজাল শাস্ত্রের অপ্রতিদ্বন্দ্বী পণ্ডিত হিসাবে তিনি স্বকীয় মর্যাদায় খ্যাতি অর্জন করেন। আরবী ভাষা, সাহিত্য, ব্যাকরণ, অলঙ্কার বাগধারা, কুরআনের তাফসীর, হাদীস, উসূলে হাদীস, শরাহ, ফিক্হ এবং ইতিহাসে যাঁর বিচরণ বিস্ময়কর– তিনিই শাইখুল হাদীস আবূ মুহাম্মাদ 'আলীমুদ্দীন। অধ্যয়ন আর গ্রন্থ সংগ্রহে তাঁর জুড়ি নিতান্তই দুর্লভ। এমন এমন দুষ্প্রাপ্য মূল্যবান

https://www.facebook.com/178945132263517

কিতাব তাঁর সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত যা দর্শনে পণ্ডিত হৃদয় শুধু পুলকিত নয়, বরং পরিতৃপ্ত। লেখার জগতেও তাঁর কলম থেমে ছিল না। ত্রিশটির মত গ্রন্থ ছাপার হরফে প্রকাশিত, আর অনেকগুলো এখনও পাণ্ডুলিপি আকারে। সংগৃহীত গ্রন্থ কেবল আলমারিতে সাজিয়ে নয়, বরং প্রতিটি গ্রন্থ অখণ্ড মনোনিবেশে অধীত, টীকা টিপ্পনী সংযোজন বা ত্রুটি নির্দেশনায় চিহ্নিতকৃত।

পারিবারিক জীবন ঃ

শাইখ সাহেবের ৮ জন পুত্র এবং ৪ জন কন্যা। তিন পুত্র ও তিন কন্যা ইহজগতে নেই। জ্যেষ্ঠা কন্যা ফাতিমাকে ১৯৭৪ সালে মুর্শিদাবাদের শাইখ আবূ আবদুল্লাহ নুসরতুল্লাহ সাহেবের সাথে বিবাহ দেন। তিনি তখন মাদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনা করতেন। ফাতিমা ১৯৮২ সালে মাদীনায় বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনায় মারা যান এবং জান্নাতুল বাকীতে তাকে দাফন করা হয়। শাইখ সাহেব তখন মাদীনাতেই অবস্থান করছিলেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মাদের জন্ম বাংলা ১৩৬১ সালে। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে বি.এ. অনার্স সহ এম.এ. পাশ করেন। বর্তমানে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৪ বছর যাবৎ চাকুরীরত আছেন। ২য়, ৩য় ও ৪র্থ পুত্র যথাক্রমে ইয়াহ্ইয়া, আহমাদ এবং ইসমাঈল মেহেরপুরে ব্যবসায়ে রত। ছোট ছেলে ইসহাক মাদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করছে।

বিচিত্র এক জীবন শাইখের। কোথায় জন্ম, কোথায় লেখাপড়া, কোথায় কর্মস্থল, কোথায় বসতি, আর শেষ শয্যা কোথায় হল! এজন্যই আল-কুরআন ঘোষণা করছে ঃ "কিয়ামাতের জ্ঞান কেবল আল্লাহ্‌র নিকট রয়েছে, তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং তিনি জ্ঞানেন যা জরায়ুতে আছে। কেউ জানে না আগামীকাল সে কী অর্জন করবে এবং কেউ জানে না কোন্ স্থানে তার মৃত্যু ঘটবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সর্ব বিষয়ে অবহিত।" (সূরা লুক্বমান ৩৪)

পূর্ব পাকিস্তানে বর্তমান বাংলাদেশে হিজরত করে এসে তিনি খুবই কষ্ট পেয়েছেন। ছেলে-মেয়ে, সংসার নিয়ে কত জায়গায় ঠাঁই খুঁজেছেন,

https://www.facebook.com/178945132263517

কিন্তু নানা প্রতিকূলতায় সেই স্থান ত্যাগ করতে হয়েছে। এত বড় একজন আলেমে দীন, রিজাল শাস্ত্রের চলন্ত ডিকশনারী, হাদীসের অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী যেখানে পাওয়ার কথা একটু নিরাপত্তা ও সম্মানের স্থান, সেখানে তাকে যাযাবরের মত ঘুরতে হয়েছে জীবনের শ্রেষ্ঠাংশে। তার আত্মপ্রচার ছিল না। ছিল না ইল্ম ও আমলের বাহাদুরী। ছিল না বিদ্যাবত্তার অহমিকা প্রদর্শন। এই সরল সহজ সাদামাটা মানুষটিকে সমাজ যথাসময়ে মূল্যায়ন করতে ব্যর্থ হয়েছে।

১৯৮১-১৯৮২ সালের স্বচক্ষে দেখা একটি বর্ণনা। কত দীর্ঘ সময় ধরে অন্তর ঢেলে হৃদয় জুড়ে কুরআন তিলাওয়াত করেই চলেছেন। বিষয়বস্তুর অনুধাবনে কণ্ঠস্বর মাঝে মাঝে কাঁপছে। দু' চোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে। তারপর দীর্ঘ সময় ধরে রুকূ, সিজদাহ করছেন, আর ফুঁকিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছেন, আর কত দু'আ ইসতিগফার করছেন! জায়নামায সিক্ত হল। দেহ মন-প্রাণ উজাড় করে প্রভুর নিকট আত্ম-নিবেদনের যে আকুতি তা কতই না কাম্য, অথচ কতই না দুর্লভ! এমনিভাবে ফজর হয়ে গেল। সেদিনের দুর্লভ রাত আমার জীবনে এক অবিস্মরণীয় ঘটনা। সত্যিই তিনি সাধক ছিলেন।

ইংরেজী ২০০১ সালের শুরু থেকেই তাঁর শরীর মোটেই ভাল যাচ্ছিল না। বাতের বেদনা ছাড়াও নানা অসুবিধা ভোগ করছিলেন। তবুও তাঁর লেখাপড়া থেমে ছিল না।

শাইখ আবূ মুহাম্মাদ 'আলীমুদ্দীনকে তাঁর রোগ শয্যায় বাংলাদেশ মেডিকেল কলেজে দেখেছি আল্লাহ্র নাবী (সা)-এর হাদীস গ্রন্থ হাতে নিয়েই আছেন– মুহব্বতে রাসূলের তৃষ্ণায়। সারাটা জীবন দিয়ে যেন তিনি দেখতেন মুহাদ্দিসকুল শিরোমণি ইমাম বুখারীকে, শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়াকে, ইমাম ইয়াহ্ইয়া ইবনে মুঈন প্রমুখকে। তাঁদের নযীরবিহীন ইল্মের সরোবরে যেন অবগাহন করতেই শাইখ আবূ মুহাম্মাদ 'আলীমুদ্দীন বাংলার যমীনে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। রোগের কোন উন্নতি হওয়ার আশা না থাকায় তাঁর ইচ্ছানুসারে তাঁকে তাঁর মেহেরপুরের নিবাসেই নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু না- তাঁর জীবনের দিন যে ফুরিয়ে আসছে

https://www.facebook.com/178945132263517

দ্রুত। তিনি আবার অস্থির হয়ে উঠেন, ঢাকা নিবাসী তাঁর স্নেহধন্য ইউসুফ ইয়াসীন ও বেগম ইউসুফের বাসায় আসার জন্য। অবশেষে তাঁর আদেশের কাছে নত হয়ে মেহেরপুর থেকে এ্যাম্বুলেন্সে করে ইউসুফ ইয়াসীন সাহেবের বাসায় আসেন, সেখান থেকে তাঁর বড় ছেলে আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ-এর বাসায় এবং শেষে ইবনে সিনা হাসপাতালে পুনরায় ভর্তি করা হয়। সব চেষ্টা, সব রোগ প্রতিকারের ব্যবস্থা বাতিল করে তিনি চলে গেলেন দুনিয়া ছেড়ে, আলমে বারযাখে।

১২ জুনের দিবাগত রাতে ইল্‌মে হাদীস ও রিজাল শাস্ত্রের একটা অধ্যায়ের ইতি টেনে দুই বাংলার অসংখ্য ভক্ত-ছাত্র-শিক্ষক গুণগ্রাহীকে পিছনে ফেলে রেখে এ পৃথিবীর মায়া মমতা ত্যাগ করে চলে যান মহান মা'বুদের ডাকে- 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাযিউন'। তাঁরা আজ শোকাহত–বিচ্ছেদ বেদনায় মুহ্যমান। ১৩ জুন, ২০০১ তারিখ বাদ যোহর ঢাকার ঐতিহ্যবাহী বংশাল আহলে হাদীস জামে মাসজিদে তাঁর জানাযা হয়। শেষ হল ৭৬ বছর ব্যাপী একটি জীবন, যে জীবন বিচিত্র অভিজ্ঞতায়, নানা প্রতিকূলতায় অসীম ধৈর্য ও সহনশীলতা এবং বেনযীর অধ্যয়ন ও অধ্যবসায়ে ভরপুর। বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের মুহতারাম সভাপতি ডঃ এম, এ বারী, মধ্যপ্রাচ্যের বিদেশী সংস্থার আরব ভ্রাতৃবৃন্দসহ সকল স্তরের আহলে হাদীস নেতা কর্মী এবং বিপুল সংখ্যক শোকাকুল মানুষ বাদ যোহর তাঁর জানাযায় শরীক হন। অতঃপর ঐতিহাসিক বালাকোটের মুজাহিদ গাজীসহ অনেক খ্যাতনামা উলামায়ে কেরামের অন্তিম আবাসস্থল ঢাকার বংশাল মালিবাগের পেয়ালাওয়ালা মাসজিদের কবরস্থান– ১৯৯৩ সালের ৩০শে মার্চে মৃত্যুবরণকারী মরহুমের জীবনসঙ্গিণীও যেখানে চির-নিদ্রায় নিদ্রিত সেখানেই তাঁকে দাফন করা হয়।

অর্ধ শতাব্দীরও বেশী সময় ধরে আবূ মুহাম্মাদ 'আলীমুদ্দীন ছিলেন এপার বাংলা-ওপার বাংলার বরেণ্য ও শ্রেষ্ঠ আলেম। তার ছিল অসাধারণ স্মৃতিশক্তি, আর বিস্ময়কর স্মরণশক্তি। হাদীসের রাবীদের জীবনকথা যেন

https://www.facebook.com/178945132263517

তাঁর মুখস্থ। যে কোন রাবীর নাম করলেই তিনি তাঁর ইতিবৃত্ত সাথে সাথে বলে দিতেন।

নদীয়া থেকে সুদূর দিল্লী- দিল্লী থেকে বহুদূরে গুজরাটের সামরুদ। সেখানেই জ্ঞান পিপাসা নিবারণে ছুটে যাওয়া। বছরের পর বছর পেরিয়ে লক্ষ্যে উপনীত হওয়া। শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনে যখন মশগুল তখনই নদীয়াতে শৈশবেই মাতৃবিয়োগ হল। জীবনে তিনি অনেক দুঃখ-অনেক বেদনা সবই সইলেন। কিন্তু জ্ঞানার্জনে ছেদ পড়ুক এটা কোন দিন চাননি।

তিনি একাধারে শিক্ষক, শিক্ষা সংগঠন বা প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা, মুবাল্লিগ, মুবাহিস, মুফতী, দাঈ, গ্রন্থকার, প্রাবন্ধিক, গবেষক, পাঠক, রিজাল শাস্ত্রের অনন্য পণ্ডিত, গ্রন্থ সংগ্রাহক (আপন সংগ্রহশালা সমৃদ্ধ করণে), বহুদর্শী আধ্যাত্মিক পুরুষ। সাধারণ মানের খাদ্য গ্রহণে প্রফুল্ল হৃদয়ে পরিতৃপ্ত হতেন। কিন্তু তাঁকে কখনও জ্ঞানার্জনে, অধ্যয়নে পরিতৃপ্ত হতে দেখিনি। অতৃপ্ত জ্ঞান পিপাসা যেন তাঁকে অস্থির করে তুলত। নতুন মূল্যবান বই পেলেই তা পড়ে শেষ না করা পর্যন্ত তাকে কোন ক্লান্তি স্পর্শ করত না।

তিনি ছিলেন আত্মপ্রচার বিমুখ। অন্যের নিকট হতে ইল্‌ম ও আমলের বিনিময়ে কিছু প্রাপ্তি– এ যেন তাঁর নিকট ছিল অনাবশ্যক চাহিদা! তাঁর চাহিদার সীমা ছিল ঠিক ততটুকু যতটুকু একটা মানুষের মামুলিভাবে খেয়ে পরে থাকা যায়। ব্যস এতটুকু। কোথাও যেতে হলে যেতেন নিজের নিকট যথেষ্ট পাথেয় থাকলে অন্যেরটা নিতেন না কিংবা না থাকলে ততটুকু নিতেন যা গন্তব্যে পৌঁছে দিবে, বাড়তি নয়। এসব স্মরণীয় অনুকরণীয় বরেণ্য দীনের জন্য নিবেদিত মর্দে মু'মিন তো ঐ জীবনকে অনুসরণ করেন যা নাবী ও রাসূলগণ করেছেন দেশ ও জাতির সুপথ প্রদর্শনের জন্য। তাদের প্রসঙ্গে আল-কুরআন ঘোষণা করেছে যা নাবী-রাসূলগণ তাদের জাতির উদ্দেশে বলেছিলেন ঃ

"আমি তোমাদের নিকট-এর জন্য কোন প্রতিদান চাই না, আমার পুরস্কার তো জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকট।" (সূরা শু'আরা ১০৯)

https://www.facebook.com/178945132263517

https://www.facebook.com/178945132263517

حقيقة الصلاة

القرأة سورة الفاتحة خلف الإمام

الشيخ أبو محمد عليم الدين رح

طبع ونشر : أبو عبد الله محمد

١٤٢٥هـ

https://www.facebook.com/178945132263517